প্রকাশক :
শ্রীবিদ্যুৎকিরণ মুখোপাধ্যায়, বি-এল
পুস্তকশ্রী
প্রোঃ—মুখার্জী এণ্টারপ্রাইজেস
৩০।১, কলেজ রো.
কলিকাতা-৯।

প্রথম প্রকাশ :
রাখী-পূর্ণিমা, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
দীপক প্রিন্টিং এণ্ড টাইপ ফাউণ্ড্রী প্রাঃ লিঃ
৭২।১, শিশির ভাদুড়ী সরণী,
কলিকাতা-৬।

ভূমিকা

সংস্কৃত প্রেমের কাব্যদ্বয়—অমরু-শতক ও শৃঙ্গার-শতক—এক সঙ্গে "দুটি প্রণয়শতক" নামে বাংলা কাব্যানুবাদের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'লো। নরনারীর প্রণয় যার একমাত্র বিষয়বস্তু এবং প্রতিটি শ্লোক স্বয়ংপূর্ণ কবিতা—এরূপ কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল পরিধিতেও তৃতীয়টি নেই! গ্রন্থদ্বয়ের কাব্যমূল্যও বরাবর স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে; প্রখ্যাত আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারের উদাহরণ হিসেবে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, এবং পরবর্তী সংস্কৃত ও ভাষা সাহিত্যেও এদের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলায় এই দুটি অনবদ্য গ্রন্থের কোনো প্রামাণ্য কাব্যানুবাদ আছে ব'লে আমার জানা নেই। অমরু-শতক ও শৃঙ্গার-শতক—শেষোক্তটি আংশিকভাবে—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুবর অধ্যাপক ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে অনুবাদ দু'টি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লো।

তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পূর্বপ্রকাশিত অনুবাদের সঙ্গে বর্তমান রূপের যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। অনুবাদে আমি অনেক বেশী স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বল্‌লেন—অনুবাদের সঙ্গে মূল কাব্য দেওয়াও প্রয়োজন। তাঁর নির্বন্ধাতিশয্যের জন্যই মূল সংস্কৃত দেওয়া হ'লো। যার ফলে গ্রন্থের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। কারণ অমরু ও ভর্তৃহরির কাব্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকেরও পরিচয় করানোই এই অনুবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নূতন পরিকল্পনার জন্য অনূদিত শ্লোকগুলিকে ঢেলে সাজ্‌তে হয়েছে; তা না ক'রলে মূলের সঙ্গে বৈষম্য অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেক্‌তো। অবশ্য এখনো মূলের সঙ্গে সামান্য প্রভেদ থেকে গেলো; কিন্তু সেটা হয়েছে আধুনিক রুচির নির্দেশে এবং খানিকটা ছন্দ ও মিলের খাতিরে। তবে মূল কাব্যের সুরে যা'তে তালভঙ্গ না হয়, তা'র জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ফলাফল বিচারের ভার সুধীজনের হাতে সবিনয়ে অর্পণ করছি।—কাব্যপরিচয় প্রবন্ধটিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে রচনা করেছি। অবশ্য আলোচনার দোষগুণের জন্য তিনি দায়ী নন; কিন্তু এই বাগাড়ম্বরের জন্য পাঠকেরা আমাকে দায়ী করলে, তাঁকেও সে দায়িত্বের অংশীদার হ'তে হবে!

কাব্য-পরিচয়

সংস্কৃত সাহিত্য প্রেমের কবিতায় সমৃদ্ধ। নানা কবির লেখা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাটকে প্রচুর প্রেমের কবিতা ও সঙ্গীত আছে। এমন কি, ঋগ্বেদেও প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়োচ্ছ্বাসে উৎসারিত গীতিকাব্যের সুরে মন্দ্রিত একাধিক সূক্ত রয়েছে। আদিকবি বাল্মীকির কাব্যপ্রতিভার মূলেও মনুষ্যেতর দয়িতার ক্রন্দন এবং রামায়ণের সর্বত্র প্রণয়কবিতা ছড়ানো আছে। মহাভারত তো বিরহ-মিলন কথার অপার সমুদ্র; এখানে প্রেমের বিচিত্র রূপ শ্লোকের সহস্রদলে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তবে এই দুই প্রাচীন মহাকাব্যে ধর্ম ও নীতির প্রচ্ছন্ন শাসনে কাব্যের সুর খানিকটা সংযত এবং ভাবের উচ্ছলতা মনন-শীলতার স্পর্শে মন্দীভূত। আলঙ্কারিক কাব্যের যুগে এসে প্রেম প্রায় নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে—ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্য থাকলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মহাকবি অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য ও নাটকরাজি প্রেমের গৌরবে মহীয়ান্। বৈদিক সাহিত্যে যা' শুধু রহস্যময় ইঙ্গিত এবং পৌরাণিক মহাকাব্যে ভাবগম্ভীর মহনীয় অনুভূতি ছিলো, আলঙ্কারিক কাব্যে তা' ভাবাবেগের রসোচ্ছল শতধারায় প্রবাহিত হয় এবং উন্নাসিক শাসনবন্ধনকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কালিদাসের কাব্যে প্রেমের বিচিত্ররূপ ইন্দ্রধনুর বর্ণালীতে ভাস্বর; কল্পনার নিরঙ্কুশ গতি, ভাবের অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও শব্দঝঙ্কারের মাধুর্য প্রেমের কবিতাকে শ্রেষ্ঠ ও শাশ্বত কাব্যে পরিণত করেছে। তার পরবর্তী তথাকথিত মহাকবিরা প্রেমের কবিতায় এর আংশিক সাফল্যও লাভ করতে পারেননি। কিন্তু "লিরিক" বা গীতিকাব্যমূলক শ্লোক যাঁরা রচনা করেন, তাঁরা এই বিশেষ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। অমরু ও ভর্তৃহরি এই কবিগোষ্ঠীর পূর্বসূরী। এঁদের রচনায় প্রেম অতিমাত্রায় চটুল, এবং ভাষাতে যদিও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নেই, তথাপি শব্দলালিত্য ও ছন্দোঝঙ্কার অপূর্ব। কাব্যগ্রন্থগুলি স্বয়ংপূর্ণ শ্লোকের সমষ্টি—যেন প্রেমের সূত্রে গ্রথিত পুষ্পমালা, বা কাব্যলক্ষ্মীর বর্ণোজ্জ্বল অঙ্গভূষণ। তাদের মঞ্জুল ছন্দের "বেলোয়ারি আওয়াজ" পাঠকের শ্রুতিবিনোদন করে।

২। প্রেমের কবি অমরুর জীবনকাল খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ তিনি কালিদাসের পরবর্তী যুগের। তাঁর রচিত কাব্য— যার নাম হ'তে পারতো প্রণয়-শতক—অমরু-শতক নামে খ্যাত এবং তা' "লিরিক" বা গীতিকবিতার সমষ্টি। সংস্কৃত ভাষার ভাবপ্রকাশের অশেষ ক্ষমতার জন্য চার পংক্তির শ্লোকই স্বয়ংপূর্ণ কবিতা হ'তে পেরেছে। একটি অপূর্ব শ্লোকে মানিনী প্রিয়া ও তা'র প্রিয়তমের মধ্যে কথোপকথন নাটকীয় রীতিতে বর্ণিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার বিচিত্র মনোভাব, বিশেষ বিশেষ রসের পরিবেশন, নায়িকার রূপবর্ণনা ইত্যাদি সমস্তই শ্লোকের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেও সুন্দরভাবে প্রকটিত। তবে "লিরিক্"-এর মতো আত্মকেন্দ্রিক নয় ব'লে গীতিকাব্য না ব'লে চিত্রকাব্য আখ্যা দিলেই বুঝি অমরু-শতকের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিটি কবিতা রসলিপ্ত শব্দচিত্র—সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মুঘল বা রাজপুত আলেখ্যের মতো। কবি যেন নিপুণ শিল্পী হ'য়েও তুলির বদলে লেখনী ধরেছেন এবং এক একটি দৃশ্যকে শব্দের বর্ণে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছেন। অমরু-শতকের বিভিন্ন সংস্করণে ১০০ থেকে ১৩৫টি অবধি শ্লোক আছে। এর মধ্যে কোন্‌গুলি মূল কাব্যের অন্তর্গত ছিলো এবং কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত তা' নির্ণয় করা দুরূহ; অন্তত আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। আমি নিজের পছন্দমতো—অবশ্য কাব্যের সৌন্দর্য লক্ষ্য ক'রে এবং সুরুচির নির্দেশ মেনে—১০০টি শ্লোক নির্বাচিত করেছি। অনুবাদ ভাবানুগ এবং যথাসম্ভব আক্ষরিক করতে সচেষ্ট হ'য়েছি; তবে ছন্দ বা মিলের খাতিরে কোনো কোনো স্থলে খানিকটা পরিবর্তন যে করিনি তা' নয়। তা' সত্ত্বেও কোথাও—অন্ততঃ সচেতনভাবে—মূল কাব্যের বিকৃতি ঘটাইনি ব'লেই আমার ধারণা। প্রাচীন ভারতের প্রণয় ঐতিহ্যের একটি কাব্যময় চিত্রপঞ্জী অমরু-শতকে স্থান পেয়েছে।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম মুখ্যত দেহধর্মী, যদিও কালিদাস ও ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটকে এর ব্যতিক্রম আছে। অমরুর প্রেম দেহগত সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও তা'র আছে আত্মনিবেদন। তাঁর কাব্য লঘুরসের তরল মাধুর্যে নিষিক্ত,—যৌবনের চাপল্য এর প্রধান উপজীব্য। দেহাতীত সৌন্দর্যের ইঙ্গিত এতে নেই, এমন কি বিরহজাত গভীর মহান্ দুঃখও এতে কচিৎ স্থানলাভ করেছে। কিন্তু যা' নেই তা' নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ কি? তা' ছাড়া, তারুণ্য জীবনের একটি বিশেষ

অবস্থা এবং হয়তো শ্রেষ্ঠ অবস্থা। তারুণ্য চপল এবং তা'র দুঃখও সাধারণত খুব গভীর নয়; অন্ততঃ ভবিষ্যতের আশা তা'র দুঃখের প্রাবল্যকে নিস্তেজ করে। সৌন্দর্যের প্রতি যে বিপুল আকর্ষণ তরুণকে উন্মত্তপ্রায় করে, তা'র কাব্যিক প্রকাশও চটুল হ'তে বাধ্য। অমরু যৌবনের কবি; তাই তাঁর ভাষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও ছন্দ বল্গাহীন অশ্বের মতো; কিন্তু নিপুণ আরোহী তাকে তালে তালে চল্‌তে বাধ্য করেছেন। তরুণ প্রেমিক প্রেমিকার পূর্বরাগ, মিলন, মান অভিমান, বিরহ ইত্যাদি সকল অবস্থাই কবি চিত্রিত করেছেন। কোথায় নায়ক স্বগতোক্তি করছে, কোথাও নায়ক নায়িকার চরণে নিজের হৃদয় উপহার দিচ্ছে; কোথাও সখীর কাছে নায়িকার সংবাদ নিচ্ছে বা তা'কে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছে; নায়িকা কোথাও নায়ককে সম্বোধন করছে, কোথাও দূতীকে পাঠাচ্ছে প্রিয়তমের কাছে, কোথাও কৈশোরের সঙ্কোচ স্মরণ ক'রে দুঃখ পাচ্ছে। সখীরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে; সে নায়িকাকে পরামর্শ দেয়, তা'র দুঃখে সান্ত্বনা জানায়, এবং নায়কের কাছে দূতী হ'য়ে গিয়ে সখীর দুঃখ নিবেদন করে, কখনো তাকে ভর্ৎসনাও করে। কবি নিজের বাচনিকেও অনেকগুলি শ্লোক রচনা করেছেন—সহানুভূতিশীল দর্শকের ভূমিকায় অলক্ষিতভাবে থেকে প্রেমের বিচিত্র রূপ বর্ণনা করা যার উদ্দেশ্য। তবে অমরু দার্শনিকতা করেননি,—বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমিক প্রেমিকার ভাব প্রকাশের দিকেই তাঁর লক্ষ্য; তা' না হ'লে অবশ্য তা'র কাব্যের এই চিত্রময় রূপ পাওয়া যেতো না। আমি কবিতাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ ক'রে সাজিয়েছি, আশা করি এতে কাব্যের মূল সুরে ছন্দপতন ঘটেনি।

৪। অমরুর শব্দচিত্রশালা কল্পনা নেত্রের উপভোগ্য, শ্রুতিমধুর ও মনোরম। আলেখ্যগুলি কোথাও কোমল মুকুলের স্নিগ্ধ লালিত্য, কোথাও বা মাণিক্যের স্থির দ্যুতি, স্থলবিশেষে বিদ্যুতের চোখধাঁধানো ঝলক, এমনকি দু'একটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রধনুর বর্ণসুষমা বিকিরণ করছে। কাব্যের আত্মা যদি রস হয় এবং সুললিত ভাষা যদি তা'র রম্যতনু হয়, তাহ'লে অমরুকবির কাব্যের উৎকর্ষ স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এই রস অবশ্য ফেনোচ্ছল যৌবনসুরা এবং তার পরিবেশন হয়েছে সুললিত ভাষার পাত্রে; পরিবেশনকারিণী স্বয়ং তরুণী কলালক্ষ্মী—যাঁর নূপুরের ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শ্লোকপুঞ্জের ছত্রে ছত্রে। তাঁর চরণক্ষেপে এখানে যে ছন্দের আল্পনা

বোনা হয়েছে, তা' কাব্যপ্রাঙ্গণের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; এটা অমরুর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এদিক্ থেকে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী; বাংলা সাহিত্যেও আমরা অমরুর কাব্যের অনুরূপ ধ্বনিচিত্র পাইনি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে অমরু ও বিহ্লণের আংশিক সংমিশ্রণে অভিনব কাব্যের সৃষ্টি হ'য়েছে, কিন্তু অমরুর অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব ও সুরুচির শুচিতা সেখানে মেলে না। মাত্র একখানি কাব্য রচনা ক'রে অন্য কোনো কবি এরূপ যশস্বী হ'তে পারেন নি। অমরু প্রেমময় তারুণ্যের অমর কবি।

৫। ভর্তৃহরি অমরুর প্রায় সমকালীন এবং খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের লোক। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ শৃঙ্গারশতক বা প্রণয়শতক—অমরুশতকের মতোই—স্বয়ংপূর্ণ কবিতার সমষ্টি। এই কাব্যে স্বস্তিবাচন সমেত মোট একশোটি শ্লোক আছে। কিন্তু একটি শ্লোক কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের একটি বিখ্যাত কবিতার প্রায় হুবহু পুনরুক্তি; ভর্তৃহরি কেন এ শ্লোকটিকে নিজের কাব্যে স্থান দিয়েছেন, তা' বোঝা যায় না। হয়তো তাঁর গ্রন্থের একটি শ্লোক কীটদষ্ট হ'য়ে বা অন্য কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, কোনো অনুলিপিকার এটি সেখানে জুড়ে' দিয়ে থাকবেন। কিন্তু আরেকটি শ্লোক দু'বার রয়েছে (৫ম ও ৯৩ তম); আমি তাই দ্বিতীয় স্থলে একটি স্ব-রচিত কবিতা সংযোজন ক'রেছি। আশা করি, অবস্থাবিশেষে তা' ক্ষমার্হ বিবেচিত হবে। ভর্তৃহরির আরো দু'খানি "শতক" কাব্য আছে—নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। কেহ কেহ মনে করেন—ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় নামক দর্শনমূলক ব্যাকরণ গ্রন্থেরও রচয়িতা। এবিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। তবে শুধু শৃঙ্গারশতক পাঠ ক'রলেও বোঝা যায় যে ভর্তৃহরির মনে প্রেম ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব চ'লছিলো; এমন কি স্থলে স্থলে তিনি দৈহিক ভোগ ও বৈরাগ্য সাধনকে সমানভাবে শ্লাঘ্য ব'লে বর্ণনা করেছেন। বিদগ্ধ পাঠক এটাও লক্ষ্য করবেন যে এই গ্রন্থের রচয়িতা একাধারে কবি, দার্শনিক ও শব্দতত্ত্ববিৎ। তাছাড়া, ভর্তৃহরির সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ ও গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তনের জনশ্রুতিও সুপ্রচলিত। ভর্তৃহরির জীবন তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এইজন্য সাধারণভাবে প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়েও দার্শনিক কবি ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্য, কামুকতা ও সন্ন্যাসিসুলভ বিরাগ কাব্যের বিভিন্ন শ্লোকে প্রকাশ করেছেন। কামশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁর সার্থক রচনা শৃঙ্গারশতককে ঐ

শাস্ত্রের কাব্যরূপ বলা চলে। গ্রন্থের নামটিও আধুনিক কালে শ্রুতিকটু ব'লে গণ্য করা যায়; তবে মনে রাখতে হবে যে ভর্তৃহরির সময়ে শৃঙ্গার শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক ছিলো—তা' ছিলো প্রেম বা প্রণয়ের একটি প্রতিশব্দ মাত্র।

৬। ভর্তৃহরির প্রণয়কাব্যে নারীজাতির প্রশংসা ও নিন্দা পাশাপাশি রয়েছে, যদিও অনেক স্থলে নিন্দাকেও ব্যাজস্তুতি ব'লেই মনে হয়। ভর্তৃহরি দার্শনিক; তাঁর কাব্যে প্রেমের বিশ্লেষণ গভীর ও মনস্তত্ত্বমূলক, কিন্তু তাঁর রুচি অমরুর থেকে নিকৃষ্ট ধরণের। নারীর দেহসৌন্দর্য ও বিলাসকেলি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ এবং তাঁর শব্দচয়ন স্থলে স্থলে গ্রাম্যতাদুষ্ট ও আপত্তিকর। হয়তো বাস্তব জীবনে তথা কাব্যজীবনে নিরাবরণ আতিশয্যের প্রতিঘাত রূপেই তাঁর মনে ন্যক্কারজনক বিরাগ আসে; কিন্তু সে বৈরাগ্য প্রকৃত নিস্পৃহতায় সঞ্জাত নয় ব'লেই তাঁর মনে সংশয়ের দোলা লাগে এবং তিনি সংসারাশ্রমে ফিরে আসেন। অমরুর কাব্যে যে ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস তা' অনেকটা যৌবনোচিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু ভর্তৃহরির ভাবের বন্যায় কৃত্রিমতা আছে ব'লে তা' যথেষ্ট পঙ্কিল। খুব সম্ভব, প্রবীণ বয়সেই তিনি শৃঙ্গারশতক রচনা করেন—যে বয়সে তাঁর নিজের মতেই কামকণ্ডূয়ন অতি গর্হিত কাজ। অবশ্য জীবন ও কাব্য এক নয়, কিন্তু জীবনকে কল্পনার সাহায্যে উপভোগ করতে পারলেই সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব হয়। আমার মতে, শৃঙ্গারশতক প্রৌঢ় কবির রচিত প্রণয় কাব্য; তাই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি কবির লোভ সমধিক। তবে অমরু ও ভর্তৃহরির মধ্যে অন্যান্য প্রভেদও রয়েছে। অমরুর প্রেম উদ্দাম যৌবনের তরল অনুভূতি এবং সেটাই যেন কবির মতে মানুষের একমাত্র উপজীব্য। পক্ষান্তরে, ভর্তৃহরির প্রণয় রসঘন এবং তা'র উল্লাসধ্বনির সঙ্গে করুণ সুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেম এখানে জীবনের মুখ্য উপজীব্য নয়,—চরম লক্ষ্যের কথাই ওঠে না। তবে যৌবনে রুচিসম্মত প্রেমের প্রয়োজন ভর্তৃহরি অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, বৃদ্ধের কামোন্মাদনার নিন্দা করেছেন, এবং দু'একটি স্থলে দেহাতীত প্রেমেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। শব্দমূলক অলঙ্কারের ত্রুটি বাদ দিলে, তাঁর কাব্যে উপমার সৌন্দর্যও আছে। অবশ্য ভর্তৃহরির ভাষা সর্বত্র অমরুর মতো সাবলীল নয়, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তি সমপর্যায়ের। ভর্তৃহরির কোনো কোনো শ্লোকে দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যঙ্গের নিষ্করুণ কষাঘাত আমাদের ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের কথা স্মরণ করায়। রুবাইয়ের

মতোই তাঁর শ্লোক স্বয়ংপূর্ণ ও সুগ্রথিত ; কাব্যমাধুর্যও তুলনীয় ; তবে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের যে করুণ রস ওমরের শ্লোককে এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনা দিয়েছে, সেরূপ ব্যঞ্জনা ভর্তৃহরির করুণ শ্লোকেও নেই। তা' সত্ত্বেও শৃঙ্গার-শতকের কাব্যগুণ অনস্বীকার্য। তাঁর কাব্য-নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ অন্তিম শ্লোকটিতে পরিস্ফুট হয়েছে—নিরুত্তর জিজ্ঞাসাতেই যার সমাপ্তি। এই জিজ্ঞাসাই ভর্তৃহরির জীবনদর্শনেরও মর্মবাণী।

৭। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অমরু ও ভর্তৃহরির কাব্যগুণ স্বীকার করেছেন এবং রস, ভাব ও ধ্বনিমাধুর্যের ব্যাখ্যানে তাঁদের কাব্য থেকে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রেছেন। সুভাষিতাবলী জাতীয় কাব্যসংগ্রহেও তাঁদের অনেক শ্লোক সমাদরে স্থান পেয়েছে। বস্তুত, একটি মাত্র সুসংবদ্ধ শ্লোকে একটি পূর্ণ আলেখ্য-অঙ্কন ও ভাবের রূপায়নে অমরু ও ভর্তৃহরি উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্বের দাবি ক'রতে পারেন। বিহ্লণ ও জয়দেব গীতিকাব্যের এই দুই পূর্বসূরীর দায়ভাগ গ্রহণ ক'রে অভিনব রসান্বিত কাব্য রচনা করেন। অবশ্য বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকা অতি ক্ষুদ্রাকার কাব্য, তবু তা'র কাব্যশৈলী মনোজ্ঞ ও হতাশ প্রেমিকের হৃদয়ব্যাকুলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি অনবদ্য সৃষ্টি। জয়দেব কবির বিখ্যাত গীতিকাব্য গীতগোবিন্দের খ্যাতি অপরিসীম। সঙ্গীতে কবির অখণ্ড অধিকার ছিলো এবং মধুরকোমল কান্ত পদাবলী রচনায় তাঁর সমকক্ষ অন্য কোনো কবির কথা আমরা জানিনা। তবে ছন্দোঝঙ্কারের অপূর্ব মাধুর্য সত্ত্বেও গীতগোবিন্দে পল্লবগ্রাহিতা আছে, এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিলে—এই কাব্যের রুচিশালীনতা শৃঙ্গার-শতকের থেকে উন্নত পর্যায়ের নয়। তবে নিরুপম সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় সব দোষ ঢাকা প'ড়ে গেছে এবং ভাষার লালিত্য ও রচনাপদ্ধতির অভিনবত্বে গীত-গোবিন্দ চমৎকার কাব্য। পরবর্তী মৈথিলী ও বাংলা পদাবলী সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম ; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—এমন কি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও—গীতগোবিন্দের অনুরণন সুস্পষ্ট। জয়দেব নিজে অমরু ও ভর্তৃহরির কাছে ঋণী, তবে প্রতিভার স্পর্শে সে ঋণকে তিনি নিজস্ব দানে রূপান্তরিত করেছেন। অমরু-ভর্তৃহরির যুগ ও বর্তমান কালের মধ্যে রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে ; তবু তাঁদের কাব্যের স্থায়িত্বের একটি বিশেষ কারণ আছে। সংস্কৃত কবিরা দর্শনের খাতিরে আত্মাকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গ ব'লে ভাবলেও সেই পিঞ্জরের সৌন্দর্যকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেননি। আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা এইজন্য অনেকটা দায়ী ; দৈহিক ভোগকে স্বীকৃতি দিয়েই

তাঁরা আত্মিক কৈবল্যানন্দের স্বপ্ন দেখেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ব দেহ ও আত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার করে, যদিও চার্বাকবাদ বা ব্যবহারবাদের ন্যায় আত্মার দেহীকরণ সবাই গ্রহণ করেন না। প্লেটোনিক দ্বৈতবাদের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিরা অবশ্য দেহকে প্রায় বাষ্পায়িত ক'রে ছিলেন; কিন্তু তাঁদের ধোঁয়াটে প্রেম আসলে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কল্পনাবিলাস। সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রেম দেহের দাবিকে অস্বীকার করতে পারে না—প্লেটোনিক প্রণয় তো অস্বাভাবিক দার্শনিকের অক্ষম চিত্তবিকার মাত্র। দেহধর্মী প্রেম আবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে নিজের পূর্বতন অধিকার প্রায় ফিরে পেয়েছে। কাজেই সময়ের বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অমরুশতকের—এবং হয়তো শৃঙ্গারশতকেরও—রুচি এখন আর নীতি-বাগীশের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হবে না। অন্তত সাহিত্যরসিকরা নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চন করবেন না। তবে সুরুচিই কাব্যের মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি কি না—এ বিষয়ে কারো কারো মনে সংশয় জাগতে পারে।

৮। সাহিত্যে অশ্লীলতার সমস্যা নূতন নয়; প্রাচীন যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যাদর্শ সম্পর্কে লেখকরা এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। তবে সম্প্রতি সাহিত্য, শিল্প ও চিত্র জগতে এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার আতিশয্যে উৎসাহীরা গঙ্গার জল অনেক ঘোলা করেছেন এবং ঠাণ্ডা জলে বাষ্পীয় উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোনো সঠিক নিরিখরূপ উৎসের বা গঙ্গোত্রীর সন্ধান আজো কেউ পাননি। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে—বস্তুগত কোনো আদর্শ থাকলে তা' সুধীজনের দৃষ্টি এড়াতো না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে বস্তুগত কোনো মাপকাঠির কথা কেউ বলেন নি। অনেকেই ব'লেছেন, কিন্তু সে-আদর্শ দার্শনিক মতবাদ বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ব'লে—এবং ওরূপ মতবাদের চিরন্তন বিরোধের জন্য—সর্বজনগ্রাহ্য কোনো আদর্শ পাওয়া যায় না। এর একটা কারণ অবশ্য—সব দার্শনিকই মনস্তত্ত্ববিৎ ন'ন এবং সাহিত্য ও শিল্পের বিস্তৃত পরিধির সঙ্গে সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তাছাড়া, নিজস্ব মতবাদের প্রোক্রাস্টীয় পালঙ্কে পরিচিত তথ্যকেও সুখাসীন করতে গিয়ে তার অঙ্গবৈকল্যে বেশির ভাগ দার্শনিকই ইতস্তত করেন না। পক্ষান্তরে, শিল্পস্রষ্টারা কদাচিৎ নন্দনতত্ত্বের আলোচনা করেন—যদিও শেলি, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ইলিয়ট ও মোহিতলাল আধুনিক যুগে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রাচীন যুগে দণ্ডী, রাজশেখর ও ক্ষেমেন্দ্র একাধারে সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ছিলেন; তবে মত ও পথের পার্থক্য

সর্বজনবিদিত এবং এই কাব্যমীমাংসার তাত্ত্বিকরাও স্বীয় কাব্যে নিজস্ব মত সর্বত্র অনুসরণ করেন নি। কিন্তু শিল্প তথা সাহিত্যের প্রচলিত শৈলী থেকেই তত্ত্ব সংগ্রহ করতে হবে, নইলে তত্ত্ব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অদৃশ্য হওয়া বিচিত্র নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক ও শিল্পীদের রচনা থেকেই নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে বার করতে হবে।

৯। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে—সাহিত্য ও অন্যান্য চারুকলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে আনন্দ-বিতরণ। শিল্পীর মনে যে-সুষমার উদ্ভব হয়, শব্দ, বর্ণ ও সুরের মাধ্যমে তিনি তা'কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দিতে চান্। প্লেটো ভাবতেন—নাট্যকার জীবন্ত মানুষের অনুকরণ করেন : এবং যেহেতু তাঁর মতে বস্তুজগৎ অবাস্তব পরম সত্তার ছায়া মাত্র, তাই অনুকরণের অনুকরণ হিসেবে তিনি ললিত কলাকে ব্যর্থ ব্যঙ্গ আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা শিষ্য এরিস্টটল বললেন—প্লেটো শিল্পের স্বরূপ চিনতে পারেন নি। তাঁর মতে, দেশকালের অতীত তথাকথিত চরম সত্তা বিশ্লেষণলব্ধ ধারণার অস্তিত্ব-কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ—যার মধ্যে আত্মা-ও-দেহ-বিশিষ্ট মানুষও আছে—একমাত্র পরম সত্তা : সে-জগৎ ভাবজগতের প্রতিবিম্ব মাত্র নয়। সুতরাং কাব্য, নাটক বা শিল্প মায়ার গণ্ডীতে বন্দী ছায়ার খেলা নয়। তাছাড়া, শিল্পের কাজ নিছক অনুকরণও নয় ; বাস্তবসত্তার অভিজ্ঞতা থেকে যে-অনুভূতি হয়, তা'কে অন্যের মনে জাগিয়ে তোলাই শিল্পীর লক্ষ্য। শিল্পিমনের ভাবরাজির যথাযথ প্রকাশকে যদি অনুকরণ বলা যায়, তাহ'লে শুধু এই বিশেষ অর্থেই শিল্পকে অনুকরণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ অনুকরণ আসলে অনুরণন ; প্রতিচ্ছবি বা প্রতিধ্বনি নয়। আলোকচিত্রের আবিষ্কারের পর যে চিত্রাঙ্কন শিল্পের শৈলীতে বিপ্লব এসেছে, সেটাও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। আদর্শ দেহরূপের চিত্রণ আর চিত্রশিল্পীর লক্ষ্য নয় ; আমরা আর দা ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো বা র‍্যাফেলের সাক্ষাৎ পাবো না,—পিকাসো, শাগল ও পল ক্লী প্রমুখ শিল্পীর অনুগামীরাই সমজ্‌দারের অভ্যর্থনা পাবেন। শিল্পে ও সাহিত্যে রোম্যাণ্টিসিজ্‌মের—বাস্তবের আদর্শীকরণরূপ কল্পনা-বিলাসের—মৃত্যু ঘটেছে ; অদূর ভবিষ্যতে তা'র পুনরুজ্জীবনের আশা নেই।

১০। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পমাত্রই রসজ্ঞের চিত্তে ভাবরাজি ও অনুভূতি জাগাবা'র চেষ্টা করে ; এটা একধরণের সহানুভূতি বা আত্মানুভূতি—

নিজের ভাবে অন্যকে ভাবিত করা। নিজেকে অন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়াই ভালোবাসা এবং নিজের ভাবে অন্যকে ভাবিত করা—ভাষা, সুর ও বর্ণরেখার মাধ্যমে—ললিত কলা,—সাহিত্য যার অন্তর্ভুক্ত। এইজন্যই বোধহয় শেক্সপিয়ার কবি ও প্রেমিককে সমগোত্রীয় বলেছেন, এবং যেহেতু ভাবের উন্মাদনায় এই দু'জনেই আত্মহারা হ'য়ে যান্, তিনি তাঁদের অপ্রকৃতিস্থ মানুষের পর্যায়ে অবধি ফেল্‌তে দ্বিধা করেন নি। ভাবের গভীরতা না থাকলে শ্রেষ্ঠ শিল্প জন্মাতে পারে না,—এই কারণেই মহাকবি শেক্সপিয়ারের বিশ্লেষণকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যা'ই হোক ভাবাবেগ, অনুভূতি বা রস কাব্য তথা শিল্পের অন্তরাত্মা। ভারতীয় কাব্যসমালোচকরা এইজন্য রসের বিশদ ব্যাখ্যা ক'রেছেন যে,—রস কাব্যের আত্মা এবং বর্ণ, শব্দ ও সুর তা'র দেহসৌষ্ঠব। সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্বনি-ও রসের বাহক ও আঙ্গিক হিসেবে তা'র সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কবি বা শিল্পী বস্তু দেখে' মুগ্ধ হ'লে তা'র রূপ দিতে প্রয়াসী হ'ন---যাতে সকলের পক্ষেই সেই আনন্দ সহজলভ্য হয়। কিন্তু শিল্প দর্পণ বা আলোকচিত্রযন্ত্র নয়; প্রতিবিম্ব কি হুবহু প্রতিফলন তা'র উদ্দেশ্য তো নয়-ই, কেবলমাত্র প্রতিফলন শিল্পের আখ্যা পেতে পারেনা। প্রসঙ্গত বলা যায়—এইজন্যই মূক ছায়াচিত্রের পক্ষে শিল্প আখ্যা লাভ অপেক্ষাকৃত দুরূহ। সবাক ছায়াচিত্রে সে সঙ্কট অনেক কম, তবু বাস্তববাদী শিল্পীর পক্ষে সার্থক শিল্পায়ন খুব সহজ নয়। বস্তুচিত্রের সঙ্গে "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" শিল্পী তা'কে রূপায়িত করেন কাব্য, সঙ্গীত, আলেখ্য ও ভাস্কর্যে। সুতরাং বিজ্ঞান বা দর্শনের সত্য ও শিল্পের সত্য বিভিন্ন (— বাল্মীকির রামায়ণ রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়): ভাবমণ্ডিত রূপায়ণ-ই শিল্পের সত্তা এবং এইভাবে সৃষ্ট বস্তুই তা'র সত্য। (অবশ্য অনেক আধুনিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্তা মানুষের নাগালের বাইরে; কিন্তু সে-বিতর্ক এখানে তুল্‌বোনা, কারণ তাতে পুঁথি বেড়ে যাবে।)

১১। প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে কি শিল্পী প্রকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন না, এবং বস্তুগত—ব্যক্তি-নিরপেক্ষ—সৌন্দর্য ব'লে কি কিছু নেই? উত্তর্ হবে—চারুশিল্প সৌন্দর্যসৃষ্টির-ই নামান্তর, কিন্তু সে-সৌন্দর্য পুরোপুরি বস্তুগত নয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যেসব দ্রব্যগুণ জানি, সৌন্দর্য অনুরূপ গুণ নয়। এ সম্বন্ধে নানাযুগের নানা মুনির মত

আছে ; এই মতবাদীদের দু'টি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদলের মতে—সৌন্দর্য নিঃশেষে বস্তুগত ; তা'কে শুধু জান্‌তে ও উপভোগ করতে হয়। প্লেটোর মতো অতীন্দ্রিয়বাদী এবং বাস্তববাদী দার্শনিকরা এই দলে আছেন। অন্যদলের মতে—যাঁরা ভাববাদী (হেগেল, ক্রোচে ও অন্যান্য) সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে মানস-সঞ্জাত এবং তা' সূর্যরশ্মির মতো বস্তুকে উদ্ভাসিত করে! একপক্ষ বলেন—যা' সুন্দর তা' সকলের কাছেই সুন্দর এবং সত্যেরই অনুরূপ সৌন্দর্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে' যান্ যে প্রেমিকের চক্ষে জিপ্‌সী মেয়ের মুখে আছে হেলেনের লাবণ্যমাধুরী,—মানবীর তনুতে উর্বশীর তুল্য মানসীর অনবদ্য সুষমা। প্রতিপক্ষ বলেন—সৌন্দর্য ভাবগত ও আত্মকেন্দ্রিক, এবং সুন্দর-ই সত্যের ইন্দ্রধনুদীপ্ত রূপ। কিন্তু সৌন্দর্যের সার্বজনিকতা ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে তাঁরা অদ্বৈতবাদ টেনে আনেন, যে-মতে সমস্ত মানুষই আসলে অভিন্ন—অন্তত এক সত্তাসিন্ধুর ব্যক্তিবিন্দু। কিন্তু শেষোক্ত মতে সমস্ত মানবিক সৌন্দর্য—মানবিক সত্যের মতোই—মায়াতে পরিণত হয়,—মায়াবাদ প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক্ বা না হোক্। তাছাড়া, এই মতবাদ আপেক্ষিক সৌন্দর্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারেনা ; গোলাপের বর্ণ ও গন্ধের লালিত্য সকলের কাছেই অনুপম ও উপভোগ্য। আসলে, এই দু'টি বিরোধী মতের সমর্থকরা শেষপর্যন্ত একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে'—কীট্‌সের মতো—সত্য ও সুন্দরকে অভিন্ন দেখেন। তাঁরা কিন্তু সৌন্দর্যের যুগপৎ সাধারণগ্রাহ্যতা অথচ দেশকালের পরিবেশে পার্থক্য বোঝাতে পারেন না।

১২। সুতরাং সৌন্দর্য কেবলমাত্র বস্তুগত বা একান্তভাবে ভাবানুগ নয় ; বস্তু ও ভাব এই দু'য়ের সংমিশ্রণে সৌন্দর্যের জন্ম। বস্তুগত সত্তা শুধু একধরণের সমন্বয়, সামঞ্জস্য বা ঐকতান, কিন্তু তা' সৌন্দর্যের কঙ্কালমাত্র। তা'র রক্তমাংসের অপরূপ লাবণ্য আসে মানুষের অনুভূতি ও কল্পনা থেকে। এইজন্যই যুগে যুগে ও স্থানভেদে সৌন্দর্যের মাপকাঠি বিচিত্র হয়, অথচ তা'র একটা সার্বজনিক স্বরূপও থাকে। সে মাপকাঠি কোনো দুর্জ্ঞেয় অনির্বচনীয় পরম সত্য বা চরম সত্তা নয়,—রসজ্ঞ সুধীবৃন্দের সৌন্দর্য ও রসানুভূতি সম্পর্কে সুসমঞ্জস সুরুচির নির্দেশ। কাজেই সুরুচি সম্বন্ধে ধারণা বদ্‌লে গেলে সৌন্দর্যের তথা শিল্পাদর্শেরও পরিবর্তন ঘটে। এই মত সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে মনে না হলেও কাল্পনিক বস্তুগত আদর্শরূপ আলেয়ার পেছনে ছুটে' লাভ নেই। আবার সৌন্দর্যের

আদর্শকে সম্পূর্ণ ভাবগত ব'লে মনে ক'রলে সাহিত্য তথা শিল্পজগৎ খামখেয়ালের নৈরাজ্যে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য যে ভাববাদ কোনোরকম পরব্রহ্মের প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত, বাস্তবক্ষেত্রে তা' খামখেয়ালের সমর্থন করে না; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ মতবাদ নীতি ও ধর্মের অপ্রাসঙ্গিক আদর্শের অবতারণা করে, যা'র ফলে শিল্প তা'র স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে নীতি ও ধর্মের অনুগমন করেও তা'র আদর্শচ্যুতি ঘটে। পক্ষান্তরে নগ্ন বাস্তববাদ সাহিত্যে কুরুচির সৃষ্টি করে,—বাস্তবতার আবরণে তা'র নির্লজ্জ উলঙ্গতা ঢাকা পড়েনা। কাজেই অভ্রান্ত সত্যের যদি সন্ধান এক্ষেত্রে আমরা নাও পেয়ে থাকি, মনে রাখতে হবে যে—চরম সত্য স্বর্গে অধিষ্ঠান করতে পারে কিন্তু তা' মর্ত্যের জীবের অধিগম্য নয়।

১৩। সর্ব যুগে ও সকল দেশে সুরুচি-ই সাহিত্য ও অন্যান্য চারুকলার প্রকৃত মূল্যায়ন ক'রে এসেছে। রুচি কিন্তু ব্যক্তিগত খামখেয়ালের ব্যাপার নয়,—সৌন্দর্য ও রসের বিচারে যথার্থ অধিকারীর চিন্তাপ্রসূত সংবেদন। কুরুচি যাদের অস্থিমজ্জাগত, তা'রা সুরুচির ধারণাই করতে পারে না এবং এইজন্যই রুচিবিষয়ে বিতর্ক হয়—ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। অবশ্য কেউ কেউ ব'লতে পারেন—সুরুচিকে শিল্পের মূল্যায়ন করতে দিলে চক্রক-ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কারণ কোন্ রুচিকে সু ও কোন্ রুচিকে কু ব'লবো। কিন্তু এ আপত্তি গ্রাহ্য নয়; সমাজে যাঁরা বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ ব'লে স্বীকৃত, তাঁদের রুচিই সুরুচি, এবং তা'র বিপরীত রুচি কুরুচি। অবশ্য একসময়ে যা' কুরুচি ব'লে গণ্য হ'তো আজ তা'কে সুরুচি বলা অসম্ভব নয়, এবং অন্য যুগ বা দেশের সুরুচিকে আমরা কুরুচি ব'লে মনে ক'রতে পারি। কিন্তু যুগবিশেষের ও দেশবিশেষের সুরুচির নিরিখের জন্য সমসাময়িক সুধীজনের আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। কোনো প্রতিভাশালী শিল্পী প্রচলিত আদর্শের বিরুদ্ধে যেতে পারেন, এবং তৎকালীন বিদগ্ধজনের বিচারে কুরুচির অপরাধে নিন্দিত হ'লেও কালক্রমে তাঁর শিল্পকৃতি সুরুচিসম্মত ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র; এবং নিয়ম সর্বসাধারণের জন্য,— অসাধারণ মনীষার ক্ষেত্রে তা' প্রযোজ্য নয়।

১৪। সুরুচি কিন্তু সুনীতির নামান্তর নয়। শিল্প ধর্ম বা নীতির ধ্বজাবাহী নয়; নিজের রাজ্যে সে একচ্ছত্র অধিনায়ক। তাছাড়া, মনে রাখতে হবে যে—ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রেরও কোনো চিরন্তন বক্তব্য নেই,

—সংস্কার ও সমাজরীতি নিয়ে তাদের কারবার। সমাজের হিতের জন্য—লোকসংগ্রহের জন্য—নীতির প্রয়োজন আছে, এবং জীবনের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রুচির চেয়ে নীতির পরিধি ব্যাপকতর। কিন্তু সুরুচি সুনীতির পরিপন্থী নয়—সমাজের অনিষ্ট তা'র কাম্য নয়। বরং নিজের ক্ষেত্রে স্বয়ংপূর্ণ শিল্পই সুনীতির আবেদনকে হৃদয়গ্রাহী ক'রতে পারে। তা' না হ'লে চাণক্যশ্লোক পুঁথিগত বিদ্যাই থেকে যায়; অন্যকে উপদেশ দিয়ে নীতিবেত্তা অসঙ্কোচে—যদিও যথাসম্ভব গোপনে—নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেন। আত্মিক যোগের অভাবে জীবনে নীতির প্রয়োগ হয় না; আধুনিক কালের নিষ্করুণ কপটতা ও নির্লজ্জ স্বৈরাচার-ই এর জলন্ত প্রমাণ। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ নিবিড়—এই জন্যই শিল্পের আবেদন অবহেলার বস্তু নয়। বর্তমানে শিল্পের বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে গেছে এবং তা'র পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক: দৈনন্দিন জীবনেও শিল্প তার যাদু বিস্তার করেছে। কাজেই শিল্পের আদর্শ ও সুরুচি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নীতির অনাবেগ উপদেশ ও ধর্মের সংস্কারভিত্তিক প্রভাবে রুচি বা শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে না। সমাজের হিতৈষী রসজ্ঞ মনীষীদের এই দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

১৫। যাই হোক্, সুরুচি-যে বস্তুগত নয়, তা' নিশ্চয়ই এতক্ষণে সুস্পষ্ট হয়েছে। চারুকলায় সুরুচির দেখা পাই তা'র প্রকাশভঙ্গীতে,—অকুণ্ঠ প্রকাশভঙ্গী-ই তা'র প্রাণ। যে ভাষা, বর্ণরেখা বা সুরধ্বনি পঙ্গু ও কষ্ট-কল্পিত, তা'র বিষয়বস্তু যতই বাঞ্ছনীয় হোক্ না কেন,—শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তা' কুরুচিপূর্ণ, সুতরাং অসুন্দর। সুরুচির একটা শিশুসুলভ সরলতা আছে, ভূষণের দৈন্যে তা অশোভন হয় না। মধ্যযুগের ইতালীয় চিত্রে ও ভাস্কর্যে, এবং প্রাচীনযুগের ভারতীয় শিল্পে, এই উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত হয়। অবশ্য, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নগ্নতা অশালীন, ঘৃণ্য রুচির পরিচায়ক। মধ্য যুগের ভারতীয় ভাস্কর্যে ও প্রাগাধুনিক ইউরোপীয় চিত্র-কলায় (কোন কোনো ক্ষেত্রে) নগ্নতা রুচিবিকারের পরিচায়ক—অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনার রূপায়ণ। ছদ্ম সারল্য প্রকৃত সরলতা নয়,—ন্যাকামোর নামান্তর মাত্র, এবং তা' রুচির দিক্ থেকে অশুচি। প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা বস্তুকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে—অলপ ভূষণই অলোক রূপের অলঙ্কার। সংস্কৃত কাব্যে কোনো কোনো লেখক অলঙ্কারের সচেতন আতিশয্যে কাব্যের অঙ্গহানি করেছেন—কোনো কোনো আলঙ্কারিকও এই

দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন্। কষ্টকল্পনা বিকলাঙ্গ ও তার মুখোশের নীচে স্বরূপ চিন্‌তে দেরী হয় না। যেখানে অভিসন্ধিমূলক উলঙ্গতার প্রচেষ্টা রয়েছে, সেখানে সুরুচির স্থান নেই ও শিল্পের সেখানে অপমৃত্যু হয়েছে। বর্তমান কালে আর্থিকলাভের আশায় কোনো কোনো শক্তিশালী সাহিত্যিকও স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোবিকলনের প্রকৃত বক্তব্য উপলব্ধি করতে না পেরে সচেতন মনে অবচেতন মনের ব্যবহার আরোপ করেছেন, যার ফলে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন। সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পারার জন্যও কেউ কেউ সাহিত্যকে আলোকচিত্র ক'রতে গিয়ে অশ্লীলতা দোষের ভাগী হয়েছেন। পক্ষান্তরে, নীতিসম্মত আলেখ্য রচনা করতে গিয়েও শিল্প বিরূপাক্ষ ও বিকলাঙ্গ হতে পারে, এবং সে-শিল্প কুরুচির-ই পরিচায়ক। সুতরাং শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মাপকাঠি প্রকাশশৈলীর স্বাচ্ছন্দ্য বা খঞ্জতা। প্রকাশরীতির বিসদৃশতার জন্য রসপ্রয়াস পরিহাসে পর্যবসিত হয়। কিন্তু প্রকাশভঙ্গী সাবলীল ও সরল হলে অলঙ্কারশূন্য হয়েও শিল্প ও সাহিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ও ভোক্তার হৃদয়কে অপূর্ব রসে সিঞ্চিত করে। এটাই সাহিত্যে সুরুচি ও শ্লীলতার মর্মকথা; অন্য সব বাহ্য,—অবান্তর।

১৬। ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অমরু ও ভর্তৃহরির প্রণয়কাব্য অশ্লীল বলে অভিযোগ উঠেছে; এই প্রসঙ্গেই সাহিত্য ও সুরুচির স্বরূপ আলোচনা করেছি। সুরুচির পরীক্ষায় অমরুশতক উত্তীর্ণ হয়েছে—তা অসঙ্কোচে বলা চলে: এই কাব্যের সাবলীলতা ও সরলতা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু শৃঙ্গারশতক স্থলবিশেষে নিঃসন্দেহে অশ্লীল,—কারণ এই গ্রন্থের কবি সচেতনভাবে অনাবশ্যক নগ্নতার অবতারণা করেছেন। ব্যঞ্জনার তত্ত্ব ভর্তৃহরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, এইজন্যই তাঁর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিধর্ম থেকে পদস্খলন হয়েছে। তবে বর্তমান অনুবাদক ভর্তৃহরিকে যথাসাধ্য পরিশোধন করতে চেষ্টা করেছেন। আশা করা যায়, "দুটি প্রণয়শতক" শ্লীলতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলেই বিদগ্ধ রসবেত্তারা রায় দেবেন্। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বাউড্‌লার যেভাবে শেক্স্‌পিয়ারের রচনা পরিশোধন করেছিলেন, সেভাবে ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতককে পরিশোধন করতে গেলে তাঁর কাব্যকৃতির অতি অল্পই অবশিষ্ট থাক্‌বে। কিন্তু আমরা বাউড্‌লারের অনুগামী নই, এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ যথেষ্ট উদার। সুতরাং অমরু ও

ভর্তৃহরি উভয়েই সমাদর পাবেন এ আশা হয়তো দুরাশা নয়। অনুবাদের ত্রুটির জন্য যদি এই দুই কবি তাঁদের কাব্যের শিল্পোৎকর্ষের স্বীকৃতি না পান, সে দোষ আমার দুর্বল লেখনীর, তাঁদের রচনার নয়। উভয় কাব্যেই অনেক মনোজ্ঞ শ্লোক আছে, এবং প্রত্যেকটি শ্লোকের শিল্পনৈপুণ্য পৃথক্ ভাবে বিবেচ্য। "দুটি প্রণয়শতক" অন্ততঃ তরুণ পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারলে অনুবাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

অমরু-শতক
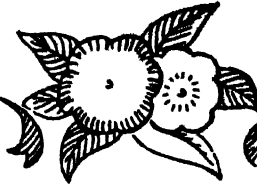
স্বস্তিবাচনম্
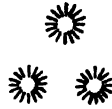
জ্যাকৃষ্টিবদ্ধখটকামুখপাণিপৃষ্ঠং
প্রেঙ্খন্নখাংশুচয়সম্বলিতোঽম্বিকায়াঃ।
ত্বাং পাতু মঞ্জরিতপল্লবকর্ণপূর-
লোভভ্রমদ্ভ্রমরবিভ্রমভৃৎ কটাক্ষঃ ॥

স্বস্তিবাচন
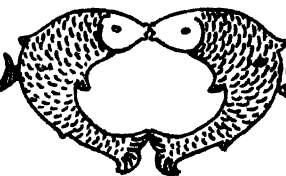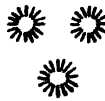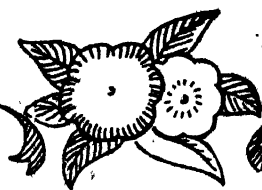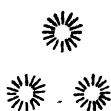
সুভ্রু উমার অঙ্গুলিচয় মুদ্রাধনু যখন গড়ে,
শুভ্র নখের অংশুকলাপ দৃষ্টিবাণে কোমল করে।
মত্ত ভ্রমর গুঞ্জরি' ধায় কর্ণফুলের পরাগ লোভে;
শম্ভুজায়ার লোল সে দিঠি রক্ষা আজি করুক্ সবে।

॥ ১ ॥
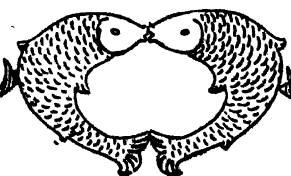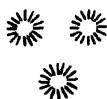
সালক্তকেন পদপল্লবকোমলেন
পাদেন নূপুরবতা মদনালসেন।
যস্তাড্যতে দয়িতয়া প্রণয়াপরাধাৎ
সোঽঙ্গীকৃতো ভগবতা মকরধ্বজেন

॥ ২ ॥

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে

॥ ৩ ॥

সা বালা বয়মপ্রগল্‌ভমনসঃ সা স্ত্রী বয়ং কাতরাঃ
সা পীনোন্নতিমৎ পয়োধরযুগং ধত্তে সখেদা বয়ম্।
সাক্রান্তা জঘনস্থলেন গুরুণা গন্তুং ন শক্তা বয়ং
দোষৈরন্যজনাশ্রয়ৈরপটবো জাতাঃ স্ম ইত্যদ্ভুতম্॥

॥ ১ ॥

পল্লব সম পদ আল্‌তায় রাঙা অতি ;
মঞ্জীর শোভে তায়, মদালসে ধীর গতি
প্রেম দোষে ও-চরণে লাঞ্ছিত যার তনু,-
ধন্য সে বল্লভে বর দিলো ফুলধনু ॥

॥ ২ ॥

প্রেম রভসে অলস আঁখি দু'টি
পাপ্‌ড়ি খোলে মুকুল সম, রাণি ।
রাঙ্‌ছো যখন তাকাও আমার পানে,
এক নিমেষে লুকাও নয়ন বাণে ;
চোখের ভাষায় উঠ্‌লো আজি ফুটি'
হৃদয় মাঝে গুঞ্জরে যে বাণী ;
পুণ্য খানিক ক'রনু আমি ঠিক,
তোমার সাথে তাইতো দেখা—জানি

॥ ৩ ॥

সে বালিকা—কিন্তু আমি হয়েছি চপল,
অবলা সে—চিত্ত মোর হ'লো উতরোল ;
তা'র বুকে স্তনচূড়া—যাতনা আমার ।
শ্রোণীভার নিত্য সে-ই করিছে বহন,—
আমি হ'নু স্তব্ধগতি—অবশ চরণ ;
অপরের দোষে কাবু—আজব ব্যাপার !

॥ ৪ ॥

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥

॥ ৫ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠেন ভূমিং কিসলয়রুচিনা
সাপদেশং লিখন্তী ;
ভূয়ো ভূয়ঃ ক্ষিপন্তী ময়ি শিতশবলে
লোচনে লোলতারে
বক্ত্রং হ্রীনম্রমীষৎস্ফুরদধরপুটং
বাক্যগর্ভং দধানা ;
যন্মাং নোবাচ কিঞ্চিৎ স্থিতমপি হৃদয়ে
মানসং তদ্দুনোতি ॥

॥ ৬ ॥

হারোঽয়ং হরিণাক্ষীণাং লুঠতি স্তনমণ্ডলে।
মুক্তানামপ্যবস্থেয়ং কে বয়ং স্মরকিঙ্করাঃ ॥

॥ ৪ ॥

দৃষ্টিতে গড়ে বন্দনমালা—
নহে তো ইন্দীবরে ;
হাস্যবিথারে অর্চনডালা—
কেন সে কুন্দে পোছে ?
কুম্ভ চাহে না—স্তন স্বেদঝরা
মঙ্গল ঝারি ধরে ;
কান্তা প্রিয়ের অর্ঘ্য পসরা
অঙ্গ মাঝারে রচে ॥

॥ ৫ ॥

কিশলয়পারা পদাঙ্গুলিতে লিখিলো কী যেন ভূমে,
তরলিত-রুচি অক্ষিতারকা সারা দেহ মোর চুমে।
ব্রীড়ানত মুখে শব্দ এসেও স্ফুরেনা ওষ্ঠাধরে,—
অকথিত সেই আহ্বান আজি দহে মম অন্তরে !

॥ ৬ ॥

হরিণনয়না পরে মুকুতার হার,—
অনাদরে কুচ'পরে সেই তো লোটায় ;
মদনের দাস এই অভাজন ছার ;
মোর গতি, হা নিয়তি, জানিনে কোথায় !

॥ ৭ ॥

আয়স্তা কলহং পুরেব কুরুতে ন স্রংসনে বাসসো
ভুগ্নভ্রূরতিখণ্ড্যমানমধরং ধত্তে ন কেশগ্রহে।
অঙ্গান্যর্পয়তি স্বয়ং ভবতি নো বামা হঠালিঙ্গনে
তন্ব্যা শিক্ষিত এব সম্প্রতি পুনঃ কোপপ্রকারোঽপরঃ

॥ ৮ ॥

কোপস্ত্বয়া হৃদি কৃতো যদি পঙ্কজাক্ষি
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্বমুচ্চৈ-
র্মহ্যং সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনং চ ॥

॥ ৯ ॥

কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদিতা
নিপীতো নিঃশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদ্যোঽধররসঃ।
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পঃ স্তনতটং
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্

॥ ৭ ॥

ক্রোধাবেশে বলিতো না কলহের পরুষ বচন,—
আঁচল টানিলে কভু আগে ;
কবরী খসালে তবু করেনিকো ভ্রুকুটি রচন,
দশন হানেনি নিজ ঠোঁটে।
শিথিল করিতো দেহ চকিতে জড়ালে বাহুপাশ,—
বিরাগ কখনো নাহি জাগে ;
হেরি আজি কারো কাছে শেখা নব কোপের প্রকাশ
তরুণী করিছে তনুপটে ॥

॥ ৮ ॥

রাগ যদি ক'রে থাকো, কমললোচনে,—
তাই হোক্ প্রিয় তব—লইবো বিদায়।
গভীর আশ্লেষ দাও ফিরিয়ে আমায়,
মোর দেওয়া চুমোটি-ও চাই তা'র সনে ॥

॥ ৯ ॥

হায় মানিনি, হস্ত তোমার কপোলশোভি চিত্র মোছায়,
প্রাণমাতানো ওষ্ঠপীযূষ সোহাগভরে নিঃশ্বাস-ই খায় ;
বাষ্পসলিল কণ্ঠ বুজি' স্তনের তটে কম্প জাগায় ;
ক্রোধকে বঁধু ক'রলে আজি—চরণতলে কান্ত লোটায় !

॥ ১০ ॥

পুরস্তন্ব্যা গোত্রস্খলনচকিতোঽহং নতমুখঃ
প্রবৃত্তো বৈলক্ষ্যাৎ কিমপি লিখিতুং দৈবহতকঃ ।
স্ফুটো রেখান্যাসঃ কথমপি স তাদৃক্ পরিণতো
গতা যেন ব্যক্তিং পুনরবয়বৈঃ সৈব তরুণী ॥
ততশ্চাভিজ্ঞায় স্ফুরদরুণগণ্ডস্থলরুচা
মনস্বিন্যা রূঢ়প্রণয়সহসোদ্গদগদগিরা ।
অহো চিত্রং চিত্রং স্ফুটমিতি নিগদ্যাশ্রুকলুষং
রুষা ব্রহ্মাস্ত্রং মে শিরসি নিহিতো বামচরণঃ ॥

॥ ১১ ॥

নভসি জলদলক্ষ্মীং সাস্রয়া বীক্ষ্য দৃষ্ট্যা
প্রবসসি যদি কান্তেত্যর্ধমুক্ত্বা কথঞ্চিৎ ।
মম পটমবলম্ব্য প্রোল্লিখন্তী ধরিত্রীং
যদহু কৃতবতী সা তত্র বাচো নিবৃত্তাঃ ॥

॥ ১০ ॥

আন্‌মনা হ'য়ে যবে নাম করি
প্রেয়সীর কাছে অপর বালার ;
গলদ ঢাকিতে—তুলিকাটি ধরি'
আঁকিতে যাইনু যে-কোনো আকার
জানিনা কেমনে ফুটিলো সে পটে
সেই তরুণীর অবয়ব-ই বটে ;
তাই দেখে' প্রিয়া আরো বেশি চটে,—
রাঙা গালে ঝরে অশ্রুর ধার ।
গদগদ ভাষে কহিলো মানিনী—
"এই ছবি আমি হেরিবো ভাবিনি !"
হঠাৎ সরোষে—পাশুপত জিনি'
বামপদ হাসে শিরে সে আমার ॥

॥ ১১ ॥

গগনমাঝারে মেঘশোভা পানে সজল নয়নে চাহি'
প্রিয়তমা কয় কোনোমতে শুধু—"গেলে পরবাসে তুমি··
মোর বসনের প্রান্তটি ধ'রে আঁকড়ি চরণভূমি,
তারপরে যাহা করিলো—সেথায় ভাষার প্রবেশ নাহি !

॥ ১২ ॥

আশঙ্ক্য প্রণতিং পটান্তপিহিতৌ
পাদৌ করোত্যাদরাদ্
ব্যাজেনাগতমাবৃণোতি হসিতং
ন স্পষ্টমুদ্বীক্ষতে।
ময্যালাপবতি প্রতীপবচনং
সখ্যা সহাভাষতে
তস্যাস্তিষ্ঠতু নির্ভরপ্রণয়িতা
মানোঽপি রম্যোদয়ঃ ॥

॥ ১৩ ॥

কৃতো দূরাদেব স্মিতমধুরমভ্যুদ্গমবিধিঃ
শিরস্যাজ্ঞা ন্যস্তা প্রতিবচনবত্যানতিমতি।
ন দৃষ্টেঃ শৈথিলং মিলন ইতি চেতো দহতি মে
নিগূঢ়ান্তঃকোপা, কঠিনহৃদয়ে, সংবৃতিরিয়ম্

॥ ১৪ ॥

তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপনস্তনযুগপ্রশ্লেষমুদ্রাঙ্কিতং
কিং বক্ষশ্চরণানতিব্যতিকরব্যাজেন গোপায্যতে।
ইত্যুক্তে ক্ব তদিত্যুদীর্য সহসা তৎ সংপ্রমার্ষ্টুং ময়া
সাশ্লিষ্টা রভসেন তৎসুখবশাত্তস্যাশ্চ তদ্বিস্মৃতম্ ॥

॥ ১২ ॥

মান ভাঙাতে চরণ ধরি—
এই ভয়ে সে আঁচল খোঁজে ;
পূর্ব কেলি স্মরণ করি'
চাপ্‌তে হাসি—দু'চোখ বোজে।
কইলে কথা,—সখীর সাথে
একমনে সে গল্প করে ;
ভাবনা আমার অল্প তা'তে,—
ছদ্ম বিরাগ মর্ম হরে ॥

॥ ১৩ ॥

নম্র শিরে আজ্ঞা বহি—মর্মে দহন-যন্ত্রণা !
স্নিগ্ধ মধুর হাস্য তব দূর থেকে আজ দেখ্‌তে পাই।
ঘট্‌লে মিলন—দৃষ্টিমাঝে লাস্যচটুল চিহ্ন নাই ;
হায় পাষাণি, গুপ্ত রোষে করছো আমায় বঞ্চনা !!

॥ ১৪ ॥

কান্তা কহিলো—"অন্য রামার কুঙ্কুমলেপা কুচে
আশ্লেষ করি' বক্ষে নিয়েছো চিত্রালী তা'র মুছে ;
চুম্বি' চরণ পঙ্করেখায় করিবে সঙ্গোপন ?
তাই শুনে' আমি নির্দয়ভাবে মার্জন করি' বুকে,
ক্রুদ্ধা বালায় মোর বাহুডোরে বাঁধিনু সহসা রুখে' ;
হর্ষ রভসে লাঞ্ছনা কথা করে সে বিস্মরণ ॥

॥ ১৫ ॥

পরিম্লানে মানে মুখশশিনি তস্যাঃ করধৃতে
মযি ক্ষীণোপায়ে প্রণিপতনমাত্রৈকশরণে।
তয়া পক্ষ্মপ্রান্তধ্বজপটনিরুদ্ধেন সহসা
প্রসাদো বাষ্পেণ স্তনতটবিশীর্ণেন কথিতঃ॥

॥ ১৬ ॥

কঠিনহৃদয়ে, মুঞ্চ ভ্রান্তিং ব্যলীককথাশ্রিতাং
পিশুনবচনৈ র্দুঃখং নেতুং ন যুক্তমিমং জনম্।
কিমিদমথবা সত্যং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিনিশ্চিতং
যদভিরুচিতং তন্মে কৃত্বা প্রিয়ে সুখমাস্যতাম্॥

॥ ১৫ ॥

করবো কী আর—চরণ ধরি,
সেই তো শুধু শরণ মোর ;
ম্লান হ'তে মান—সাহস করি'
মুখ শশীতে ছোঁয়াই কর ।
পক্ষ্মপলাশ বাঁধন টুটে,
বক্ষতটে নির্ঝর ছুটে ;—
ক্ষুব্ধা বালার নীরব ভাষার
স্নিগ্ধ প্রসাদ—নয়নলোর ॥

॥ ১৬ ॥

নিন্দুক দিয়ে থাকে মিছিমিছি অপবাদ ;
বিশ্বাস করো যদি—আছে মোর অপরাধ,—
তোমায় নিষ্ঠুর ভেবে প্রাণে বড়ো ব্যথা পাই ।
সত্যই যদি জানো—করিয়াছি আজি দোষ,
শাস্তি দাও না তবে, দূর হোক তব রোষ ;
প্রিয়া মোর সুখে থাক্—আর কিছু নাহি চাই ॥
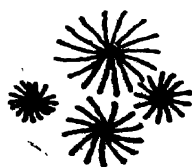
॥ ১৭ ॥

গাঢ়ালিঙ্গনবামনীকৃতকুচপ্রোদ্ভূতরোমোদ্গমা
সান্দ্রস্নেহরসাতিরেকবিগলচ্ছ্রীমন্নিতম্বাম্বরা ।
মা মা মানদ মাতি মামলমিতি ক্ষামাক্ষরোল্লাপিনী
সুপ্তা কিং নু মৃতা নু কিং মনসি কিং লীনা বিলীনা নু কিম্ ॥

॥ ১৮ ॥

স্বং দৃষ্ট্বা করজক্ষতং মধুমদক্ষীবাবিচার্যের্ষয়া
গচ্ছন্তী ক্ব নু গচ্ছসীতি বিধৃতা বালা পটান্তে ময়া ।
প্রত্যাবৃত্তমুখী সবাষ্পনয়না মাং মুঞ্চ মুঞ্চেতি সা
কোপপ্রস্ফুরিতাধরা যদবদৎ তৎ কেন বিস্মার্যতে ॥

॥ ১৯ ॥

পশ্যামো ময়ি কিং প্রপদ্যত ইতি
স্থৈর্যং ময়ালম্বিতং
কিং মাং নালপতীত্যয়ং খলু শঠঃ
কোপস্তয়াপ্যাশ্রিতঃ ।
ইত্যন্যোন্যবিলক্ষদৃষ্টিচতুরে
তস্মিন্নবস্থান্তরে
সব্যাজং হসিতং ময়া ধৃতিহরো
বাষ্পস্তু মুক্তস্তয়া ॥

॥ ১৭ ॥

সুনিবিড় আশ্লেষে কুচ হ'লো কুঞ্চিত,
পুলকের উদ্গমে রোমাবলি কম্পিত ;
রসাবেগে কাঞ্চীর ডোর গেলো আল্‌গোছে টুটিয়া !
"না না না বল্লভ, পারিনাকো—থামবে কি ?"
ক্রমে যায় স্বর ডুবে'—অসাড় সে হয় দেখি ;
মনোলীন, সুপ্ত না কালঘুমে পড়্‌লো কি ঢলিয়া ?

॥ ১৮ ॥

মোর বুকে এঁকেছিলো নিজে নখচিহ্ন,
মাধ্বীকে রাঙা চোখে তাই হ'লো ভিন্ন ;
অন্য নারীর দান ভেবে হয় বিহ্বল ।
বস্ত্র আঁকড়ি' বলি—"কোথা যাও, তন্বি ?"
ওষ্ঠ কাঁপিলো তা'র—চোখে রোষবহ্নি ;
অশ্রুতে ভেসে কয়—"ছেড়ে দাও অঞ্চল !"
সেই স্মৃতি ভোল্‌বার চেষ্টা যে নিষ্ফল !!

॥ ১৯ ॥

কান্তা কী করে দেখিবো বলিয়া নিশ্চুপ হ'য়ে থাকি ;
ক্রুদ্ধ দয়িতা ভাব্‌ছিলো—শঠ কইবে না কথা নাকি ?
তুল্য চতুর দোঁহে দেখে দোঁহাকে,
ছদ্ম হরষে আমি হাসি সে ফাঁকে ;
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তা'র,—অশ্রুতে ভরে আঁখি ॥

॥ ১০ ॥

যদি বিনিহিতা শূন্যা দৃষ্টিঃ
কিমু স্থিরকৌতুকা ;
যদি বিরচিতো মৌনে যত্নঃ
কিমু স্ফুরিতোঽধরঃ ।
যদি নিয়মিতং ধ্যানে চেতঃ
কথং পুলকোদ্গমঃ ;
কৃতমভিনয়ৈ র্দৃষ্টো মানঃ
প্রসীদ বিমুচাতাম্ ॥

॥ ১১ ॥

যাতাঃ কিং ন মিলন্তি, সুন্দরি, পুনশ্চিন্তা ত্বয়া মৎকৃতে
নো কার্যা নিতরাং কৃশাসি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি ।
লজ্জামন্থরতারকেণ নিপতৎপীতাশ্রুণা চক্ষুষা
দৃষ্ট্বা মাং হসিতেন ভাবিমরণোৎসাহস্তয়া সূচিতঃ ॥

॥ ১২ ॥

ম্লানং পাণ্ডু কৃশং বিয়োগবিধুরং লম্বালকং সালসং
ভূয়স্তৎক্ষণজাতকান্তি রভসপ্রাপ্তে ময়ি প্রোষিতে ।
সাটোপং রতিকেলিকালসরসং রম্যং কিমপ্যাদরাদ্
যৎ পীতং সুতনো র্ময়া বদনকং বক্তুং ন তৎ পার্যতে ॥

॥ ২০ ॥

কৌতুকে হাসে আঁখিতারা দু'টি,—
উদাসীন ভাব কোথা ?
মৌনীর ছলে এতটুকু ত্রুটি—
অধরে গুমরে কথা !
নিয়োজিত মন যদি ধ্যান তরে,
পুলকের ঘাম কেন তনু' পরে ?
হ'লো অভিনয়, আর দেরী নয়,—
ভোলো মান-কৃপণতা !

॥ ২১ ॥

"বরাননে, বিরহীরা মেলেনা কি পুনরায় ?
মোর লাগি' ভেবোনাকো,—তুমি অতি কৃশকায় !"
এই কথা বলি তা'রে গদগদ বচনে।
লাজে ধীর আঁখিতারা—চোখে থামে ঝরা জল,
হাসিল আমার পানে চেয়ে তবু অচপল ;
সেই হাসি ইসারাতে ডাকে যেন মরণে ॥

॥ ২২ ॥

লীলাসাথী যবে গিয়েছিনু দূরে,
বাঁধে নাই প্রিয়া দীঘল চিকুরে ;
বিয়োগবিধুর ম্লান কৃশ তনু,—চপলতা নেই চরণে।
ফিরে আসি যেই—কেলির রভসে
চারু মুখ তা'র গরবে উলসে ;
সরস অধর পান ক'রে হ'নু···ভাষাতে বোঝাই কেমনে !

।। ২৩ ।।

তপ্তে মহাবিরহবহ্নিশিখাবলীভি-
রাপাণ্ডুরস্তনতটে হৃদয়ে প্রিয়ায়াঃ ।
মন্মার্গবীক্ষণনিবেশিনদীনদৃষ্টে
র্নূনং ছমচ্ছমিতি বাষ্পকণাঃ পতন্তি

।। ২৪ ।।

গন্তব্যং যদি নাম নিশ্চিতমহো
গন্তাসি কেয়ং ত্বরা ;
দ্বিত্রাণ্যেব পদানি তিষ্ঠতু সকৃৎ
পশ্যামি যাবন্মুখম্ ।
সংসারে ঘটিকাপ্রণালবিগল-
দ্বারা সমে জীবিতে ;
কো জানাতি পুনস্ত্বয়া সহ মম
স্যাদ্বা ন বা সঙ্গমঃ ।।

।। ২৫ ।।

প্রাসাদে সা দিশি দিশি চ সা
পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা ;
পর্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা
তদ্বিয়োগাতুরস্য ।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা
নাস্তি মে কাপি সা সা ;
সা সা সা সা জগতি সকলে
কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ।।

॥ ২৩ ॥

মোর বিয়োগে প্রিয়ার বুকে জ্বল্‌ছে দুখের কালানল,
যুগ্ম কুচের পাণ্ডুর তট সেই তাপেতে জরজর ;
দীন নয়নে পথের পানে মোর লাগি' চায় অবিরল,
বাষ্পকণা পড়ছে ঝরি' স্তনের তটে ঝরঝর ।

॥ ২৪ ॥

নিশ্চয় যদি যাবে চলে সখি,—
কেন এতো ব্যাকুলতা ?
রম্য ও-মুখ আবার নিরখি,—
দাঁড়াও খানিক হোথা ।
সংসারে প্রাণ ঘটিকাসীমিত,
কাল ছোটে দ্রুত চরণে ;
মিল্‌বে তোমার সাথে কি দয়িত
কেবা জানে পুন জীবনে !

॥ ২৫ ॥

মোর গৃহে প্রিয়া থাকে—দিকে দিকে হেরি তায়,
শয্যাতে পাই তা'কে—দূর পথে তবু ধায় ;
সম্মুখে রয় যেই—পশ্চাতে আছে জানি !
অন্তরতম বুঝি—আজো তা'রে চিনি নাই,
বিশ্বভুবন খুঁজি' মিল্‌লো-যে সব ঠাঁই :—
অদ্বৈতবাদ এই—বিস্ময়কর মানি ॥

॥ ১ ॥

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥

॥ ২ ॥

শ্রুত্বা নামাপি যস্য স্ফুটঘনপুলকং জায়তেঽঙ্গং সমন্তাদ্
দৃষ্ট্বা যস্যাননেন্দুং ভবতি বপুরিদং চন্দ্রকান্তানুকারি।
তস্মিন্নাগত্য কণ্ঠগ্রহনিকটপদস্থায়িনি প্রাণনাথে
ভগ্না মানস্য চিন্তা ভবতি ময়ি পুনর্বজ্রময্যাং কথঞ্চিৎ ॥

॥ ৩ ॥

তদ্বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং
দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো-
স্তস্যালাপকুতূহলাকুলতরে
শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাং চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ
স্বেদোদ্‌গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ, কিং করবাণি যান্তি শতধা
মৎকঞ্চুলীসন্ধয়ঃ ॥

।। ১ ।।

সম্মুখে আসি' কান্ত যখনি
কয় মধুঝরা কথা দুইচারি ;
ইন্দ্রিয় সব-ই সাজিলো তখনি
কর্ণ কি আঁখি বুঝিতে না পারি !

।। ২ ।।

নামটি শুনিলে যার—সর্ব অঙ্গে সঞ্চারে পুলক,
মুখেন্দু নেহারি' তনু চন্দ্রকান্ত মণিসম ক্ষরে ;
চুম্বন মাগিলে এসে কণ্ঠপার্শ্বে সেই-সে নায়ক,—
ছদ্মরোষ কতক্ষণ রাখি চিত্ত বজ্রময় ক'রে !

।। ৩ ।।

দেখ্‌তে না চাই তা'র স্মিতানন—
লক্ষ্যি আপন চরণ পানে ;
শুন্‌বোনা তা'র সরস বচন—
রুদ্ধ করি ব্যাকুল কাণে।
ফুট্‌লে পুলকঘর্ম উছল,
ঢাক্‌নু হাতে রক্ত কপোল ;
টুট্‌লো, সখি,—ক'রবো কী বল্‌—
মোর কাঁচুলীর শতেক বাঁধন ॥

॥ ৪ ॥

কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা
নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো
দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্নস্তদিদমধুনা
বৈশসং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে
মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ ॥

॥ ৫ ॥

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি, বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্

॥ ৬ ॥

ভবতু বিদিতং ব্যর্থালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্‌মুখঃ।
তব যদি তথারূঢ় প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিতরলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে ॥
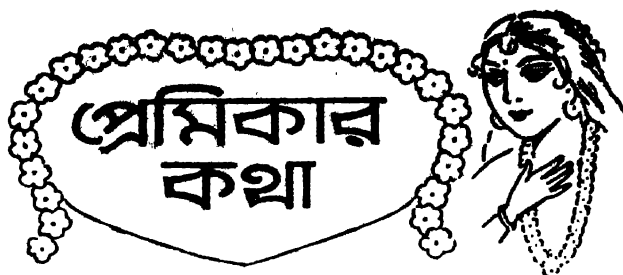
॥ ৪ ॥

কপট দয়িত, সরলা বালায় কুটিল ক'রেছো তুমি !
ক্রোধ ছিলো যার ভ্রুকুটিরচনা,
নিগ্রহ শুধু মৌন রসনা ;
অনুনয় হ'তো ওষ্ঠের স্মিতে,
প্রসাদ ঝরা'তে স্নিগ্ধ দিঠিতে ;—
মান ভাঙাতেই পারোনাকো আজ চুমি' পদতল ভূমি !!

॥ ৫ ॥

সন্দেশ মোর নিয়ে গিছ্‌লিতো সন্ধ্যায়,—
ফিরলি কি ডুব দিয়ে রাস্তার ঝর্ণায় ?
দেখ্‌ছিনা চন্দন কম্পিত বক্ষে,
নাই কেন অঞ্জন রক্তিম চক্ষে ?
মুছ্‌লো কে ওষ্ঠের তাম্বুল কান্তি ?
সুখ হেরি চিত্তের— অঙ্গের ক্লান্তি।
হায় দূতি মিথ্যাই বল্‌ছিস রঙ্গে—
সাক্ষাৎ হয় নাই ধূর্তের সঙ্গে।

॥ ৬ ॥

যাও তবে প্রিয়, জেনেছি সকলি, আর কিবা কথা ক'বো !
বিধি নিজে বাম আজি মোর প্রতি, নাহি ধরি দোষ তব।
তোমার গভীর প্রেমের এ গতি যখনি বিচার করি,—
স্বভাবচপল চ'লে গেছে বলি' কেন মিছে কেঁদে মরি !!

॥ ৭ ॥

তথাভূদস্মাকং প্রথমমবিভক্তা তনুরিয়ং
ততো ন ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা ।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্ ॥

॥ ৮ ॥

জাতা নোৎকলিকা স্তনৌ ন লুলিতৌ
গাত্রং ন রোমাঞ্চিতং
বক্ত্রং স্বেদকণান্বিতং ন সহসা
যাবচ্ছঠেনামুনা ।
দৃষ্টেনৈব মনো হৃতং ধৃতিমুষা
প্রাণেশ্বরেণাদ্য মে,
তৎ কেনাত্র নিরূপ্যমাণনিপুণো
মানঃ সমাধীয়তাম্ ॥

॥ ৯ ॥

চলতু তরলা ধৃষ্টা দৃষ্টিঃ খলা সখি মেখলা
স্খলতু কুচয়োরুৎকম্পান্মে বিদীর্যতু কঞ্চুকম্ ।
তদপি ন ময়া সম্ভাব্যোঽসৌ পুনর্দয়িতঃ শঠঃ
স্ফুটতি হৃদয়ং মানেনান্তর্ন মে যদি তৎক্ষণম্ ॥

॥ ৭ ॥

ভেদহীন ছিলো গোড়ায় দোঁহার প্রাণ দেহ মন সবি ;
তারপরে তুমি হ'লে প্রিয়তম, প্রেয়সী সাজিনু আমি।
আজকাল শুধু গৃহিণী তোমার,—তুমি গৃহপতি স্বামী ;
চিত্ত আমার কুলিশের সম,— তারি ফল বুঝি লভি !

॥ ৮ ॥

ভাবনা কোথায় অন্তর মাঝে,—
কাঁপেনি বক্ষ কলিকা ;
শিহর না জাগে অঙ্গেতে লাজে—
আননে ঘর্মকণিকা।
তবু এসে সেই শঠ প্রিয়জন
হরিলো চকিতে ধৈর্য ও মন ;
কহোলো ভামিনি, কেমনে মানিনা
থাকে এ মুগ্ধা বালিকা !

॥ ৯ ॥

দৃষ্টি যদি লো ধৃষ্টতা বশে
তার পথপানে ছোটে,
চঞ্চল হ'য়ে কাঞ্চী রভসে
মোর পদতলে লোটে,
কঞ্চুলী যদি কম্পন হেতু
যায় ছিঁড়ে স্তনতটে,
মর্ম টুটায় মারে মীনকেতু,—
ডাক্‌বোনা তবু শঠে !

॥ ১০ ॥

নিঃশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং
নির্মূলমুন্মথ্যতে ;
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং
নক্তন্দিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ
প্রেয়াংস্তদোপেক্ষিতঃ ;
সখ্যঃ, কং গুণমাকলয্য দয়িতে
মানং বয়ং কারিতাঃ ॥

॥ ১১ ॥

সখ্যস্তানি বচাংসি বহুশোঽধীতানি যুষ্মমুখাদ্
বক্ষ্যেঽহং বহুশিক্ষিতা ক্ষণমিতি ধ্যাত্বাপি মৌনংশ্রিতা
ধূর্তেনৈত্য চ মণ্ডলীকৃতকুচং গাঢ়ং পরিষ্বজ্য মাং
পীতান্যেব সহাধরেণ হসতা বক্তু স্থিতান্যেব মে ॥

॥ ১০ ॥

উষ্ণ নিশাস দহিছে আনন,
অন্তরে করে আমূল মথন,—
দিবানিশি মোর শরণ রোদন ;
ঘুম যায় দূরে,—সজল নয়ন
দেখিতে দেয়না দয়িতের মুখে।
কতোনা সাধিলো ধরিয়া চরণ,
অবহেলা ছলে দিইনু বেদন,—
অনুতাপ করে অঙ্গ শোষণ ;
তোদের কথায়, হায় সখীগণ,—
মানিনী সাজিয়া আছি কী সুখে !

॥ ১১ ॥

নর্মসখীরা শিখালো আমায় বিস্তর কটুবাণী,—
ব'ল্‌বো সেগুলো একে একে তায় বঙ্কিম দিঠি হানি'।
ভাব্‌ছিনু তাই যেই ক্ষণতরে—
ধূর্ত সহসা বাঁধে বাহুডোরে ;
ওষ্ঠের সাথে জিভের কথায় পিইলো বাধা না মানি' ॥

॥ ১২ ॥

শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ ।
তদেতৎ ক্বাচক্ষে ঘৃতমধুময়ত্বদ্বহুবচো—
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী তে গণয়তি ॥

॥ ১৩ ॥

খিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈ
স্তে রাগিণী লোচনে
রোষাৎ ত্বদ্বচনোদিতাদ্বিলুলিতা
নীলালকা চাধুনা ।
ভ্রষ্টং কুঙ্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ
ক্লান্তাসি গতায়তৈ-
রুক্তং তৎ সকলং কিমত্র বদ হে
দূতি ক্ষতস্যাধরে ॥

॥ ১২ ॥

ধূর্ত, তোমার প্রেমে রইলো না ভরসা ;
আশ্লেষ পাশ তব শ্লথ হ'লো সহসা—
অন্যের মেখলার কিঙ্কিনী শুনিয়া !
কণ্ঠে তোমার বটে অমৃত মাধুরী ;
মিশ্রিত ঘৃত-মধু নির্ঘৃণ চাতুরী ;—
তীব্র গরলে পড়ে সঙ্গিনী ঢলিয়া !!

॥ ১৩ ॥

"ওলো দূতি, মুখ তব খিন্ন তা' শুধু শুধু নাকি ?"
—"রৌদ্রের তেজ ছাড়া আর কী কারণ ?"
"তাই হবে, তবু শুনি—রক্তিম কেন দু'টি আঁখি ?"
—"কইলো কিতব মোরে পরুষ বচন।"
"আহা, কেন কুঙ্কুম যেথা সেথা, আলু থালু কেশ ?"
—"পাগ্‌লা হাওয়ার তোড়ে, ওড়্‌নার টানে।"
"ভালো ভালো, অঙ্গেতে কেন হেরি ক্লান্তির রেশ ?"
—"যাতায়াত ক্লেশে তাই—কেই বা না জানে।"
"সব প্রশ্নেরি ঠিক উত্তর পেয়ে গেছি বটে !
কিন্তু রে লাজহীনা, ওই দাগ কে দিয়েছে ঠোঁটে ?"

॥ ১৪ ॥

কথামপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্‌ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিন হৃদয়ঃ শয্যাং ত্যক্ত্বা বলাদ্গত এব সঃ।
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্নি ব্যপেতঘৃণে স্পৃহাং
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্‌ ॥

॥ ১৫ ॥

অজ্ঞাতেন পরাঙ্‌মুখীং পরিভবাদাশ্লিষ্য মাং দুঃখিতাং
কিং লব্ধং শঠ দুর্নয়েন নয়তা সৌভাগ্যমেতাংদশাম্‌।
পশ্যৈতদ্দয়িতাকুচব্যতিকরোন্মৃষ্টাঙ্গরাগারুণং
বক্ষস্তে মলতৈলপঙ্কশবলৈ বৈণীপদৈরঙ্কিতম ॥

॥ ১৬ ॥

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং
সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে ;
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং
দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ
রোমাঞ্চমালম্বতে ;
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং
মানস্য তস্মিঞ্জনে ॥

॥ ১৪ ॥

"যাও তুমি আজ"—কঠোর স্বরে কইনু তারে খেলার ছলে,
হাত দু'টি মোর ছাড়িয়ে জোরে নিঠুর প্রিয় গেলোই চ'লে।
প্রেম টুটে-যে বিরাগ আসে ;
কিন্তু কিতব যুবার আশে
চিত্ত আমার ধায় বারে বার,—
ক'রবো কী, সই, দাওনা ব'লে !

॥ ১৫ ॥

অন্য রামার আশ্লেষদাগ দেখ্‌ছি তোমার অঙ্গ 'পরে ;
ওষ্ঠে ভালে সিন্দূর রাগ, বক্ষে বেণীর তৈল ঝরে।
ভুল ক'রে-যে চুম্‌লে আমায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রে,—
লাভ কিবা এই ঘৃণ্য খেলায়,—চক্ষে আমার অশ্রু ক্ষরে !!

॥ ১৬ ॥

চোখ ঘুরিয়ে বাঁকাই ভুরুর লতা,—
দৃষ্টি আমার অধিক ব্যাকুল রাজে ;
রুষ্ট হ'য়ে কইনা যদি কথা,—
এই পোড়ামুখ হাস্যমধুর সাজে !
মর্ম করি নিঠুর বটে,—
অঙ্গে তবু শিহর ফোটে :
বৈরী আমার নিজের তনু—তাইতো হারাই দিশে।
দেখ্‌লে তা'রেই আকুল হ'নু,—মান করি, সই, কিসে !

॥ ১৭ ॥

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি, জীবিত ! প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে

॥ ১৮ ॥

কান্তে সাগসি শাপিতে প্রিয়সখীবেষং বিধায়াগতে
ভ্রান্ত্যালিঙ্গ্য ময়া রহস্যমুদিতং তৎসঙ্গমাকাঙ্ক্ষয়া।
মুগ্ধে, দুষ্করমেতদিত্যতিতমামুদ্দামহাসং বলাদ্
আশ্লিষ্য চ্ছলিতাস্মি তেন কিতবেনাদ্য প্রদোষাগমে

॥ ১৯ ॥

গতে প্রেমাবন্ধে প্রণয়বহুমানে বিগলিতে
নিবৃত্তে সদ্ভাবে জন ইব জনে গচ্ছতি পুরঃ।
তদুৎপ্রেক্ষ্যোৎপ্রেক্ষ্য প্রিয়সখি গতাংস্তাংশ্চ দিবসান্
ন জানে কো হেতুর্দলতি শতধা যন্ন হৃদয়ম্ ॥

॥ ১৭ ॥

নাথ যবে, হায়, দূরে চ'লে যায়,
বন্ধুরা ছোটে সাথে ঃ
বলয় খসিলো, অশ্রু ঝরিলো
মোর দু'টি আঁখিপাতে।
চিত্ত প্রথমে তারি পথ ধরে,
ধৈর্য না রহে ক্ষণকাল তরে ;
নিষ্ঠুর প্রাণ, প্রিয় সহযান
ক'রছোনা কেন ত্বরাতে ?

॥ ১৮ ॥

হায়, লো সখি, তোর পোষাকে ধূর্ত এলো আঁধার সাঁঝে ;
"তুই আজি মোর কান্ত হবি"—ব'লেই মরি দারুণ লাজে।
অট্টহাসি ছুটলো মুখে তারি ;
"কন্যা সাজা"—কয় সে—"কঠিন ভারি !"
চম্‌কে উঠে' যাই পালাতে, বাঁধ্‌লো জোরে বুকের মাঝে ॥

॥ ১৯ ॥

প্রেমের নিগড় টুটে যেইখনে—অনাবেগ হয় দয়িত,—
পথ মাঝে যথা কভু অচেনার উদাসীন ভাব নেহারি।
প্রাণসখি, জানি হৃদয় আমার কেন-যে যায়না বিদারি'—
অতীত সোহাগ স্মৃতির বাঁধনে আজো রয় বুঝি গ্রথিত ॥

॥ ২০ ॥

ইদং কৃষ্ণং কৃষ্ণং
প্রিয়তম নতু শ্বেতমথ কং ;
গমিষ্যামো যামো
ভবতু গমনেনাথ ভবতু ।
পুরা যেনৈবং মে
চিরমনুসৃতা চিত্তপদবী
স এবান্যো জাতঃ
সখি পরিচিতাঃ কস্য পুরুষাঃ ॥

॥ ২১ ॥

চরণপতনং সখ্যালাপা মনোহরচাটবঃ
কৃশতরতনো গাঢ়াশ্লেষো হঠাৎ পরিচুম্বনম্ ।
ইতি হি চপলো মানারম্ভস্তথাপি হি নোৎসহে
হৃদয়দয়িতঃ কান্তঃ কামং কিমত্র করোম্যহম্ ॥

।। ২০ ।।

"ফর্সা ওটা-যে"—বলি বল্লভে,
"সত্যি তো তা'ই"—কয় ;
"উঁহু, কালো যেন"—ফের কই যবে,
সে-ও বলে—"নিশ্চয় !"
"চলো যাই এবে"—শুধালাম আমি,
"এখ্খুনি"—হাঁকে সে ;
"কাজ নাই গিয়ে"—কহিলাম থামি',
কয়—"থাক্ তবে"—হেসে ।
আগে যার ছিলো মোর মনোরথে
আনাগোনা অবিরল,
আজ সে-ই, সখি, চলে ভিন্ পথে ;
কে চেনে পুরুষে বল্ ?

।। ২১ ।।

মান করি যদি,—প্রিয়তম তবে
পাঠাবে প্রথমে কোনো দূতিকায় ;
সেই সখী কতো চাটুবাণী ক'বে,
নিজে এসে পরে চরণে লোটায় ।
প্রতি রোমকূপ চুমোয় শিহরে,
কৃশ তনু মোর বাঁধে বাহুডোরে ;
চতুর দয়িত বশ করে চিত,—
মান ভোলা ছাড়া কী আছে উপায় !

॥ ২২ ॥

অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরসহৃদয়ত্বাদবহিতা ।
ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদত্যাঘ্রায় বদনং
গৃহীতা ধম্মিল্লে সখি স চ ময়া গাঢ়মধরে

॥ ২৩ ॥

ভ্রূভেদো গুণিতশ্চিরং নয়নয়ো—
রভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণ হসিতং
মৌনেঽভিযোগঃ কৃতঃ ।
ধৈর্য্যং কর্ত্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং
চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ
সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ॥

॥ ২২ ॥

"নিরালায় কথা ক'বো দু'জনায়"—
এই ব'লে প্রিয় ডেকে নিয়ে যায়
নিরজন বনমাঝে ;
চপল তরুণ জানি তা'রে তাই
কাছে ব'সে খালি সাবধানে চাই,—
পাছে, সই, মরি লাজে
কি জানি কী কথা কয় কাণে কাণে,
আনন সুরভি খালি আঘ্রাণে,—
কবরী জড়িয়ে ধরে ;
কিসে ছাড়া পাবো ভেবে নাহি পাই,—
চকিতে চিকণ দশন ফোটাই
শঠের ওষ্ঠাধরে ॥

॥ ২৩ ॥

প্রেমনিপুণা সখীর কাছে
মানের রীতি শেখা-ই আছে :
কপট রোষে বাঁকিয়ে ভুরু অল্প মুদিতে আঁখি ;
শিখেছি আরো যতন ভরে
চাপিতে হাসি অধর 'পরে,
সময় বুঝে' বিরস মুখে গম্ভীর হ'য়ে থাকি।
ধৈর্য ধরি'—ব্যাকুল চিত
করতে পারি শৃঙ্খলিত ;
নাইকো ত্রুটি সাধনে মম,—সিদ্ধি আজিও বাকি

॥ ২৪ ॥

সুপ্তোঽয়ং সখি সুপ্যতামিতি গতাঃ
সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া ময়া সরলয়া
ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নয়ো—
র্ধূর্তস্য রোমাঞ্চতো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপ্যপহৃতা
তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥

॥ ১৫ ॥

লোলৈ র্লোচনবারিভিঃ সশপথৈঃ
পাদপ্রণামৈঃ প্রিয়ৈ—
রন্যাস্তা বিনিবারয়ন্তি কৃপণাঃ
প্রাণেশ্বরং প্রস্থিতম্।
পুণ্যাহং ব্রজ মঙ্গলং সুদিবসঃ
প্রাতঃ প্রয়াতস্য তে
যৎস্নেহোচিতমীহিতং প্রিয় ময়া
তন্নির্গতঃ শ্রোষ্যসি ॥

॥ ২৪ ॥
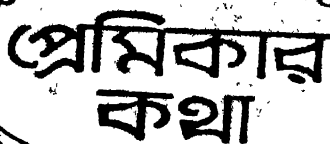
"তন্দ্রাকাতর বরটি এখন শয্যাতে, ভাই, পড়্‌লো ঢুলে',—
আমরা পালাই"—কয় সখীজন, ছুট্‌লো হাসির লহর তুলে'
চিত্তে আমার হর্ষ অপার, মুখটি রাখি নাথের বুকে ;
চম্‌কে হেরি—অঙ্গেতে তা'র জাগ্‌লো পুলক পরশ সুখে।
ঘুমটা নেহাৎ মিথ্যা তবে—ভাবনু আমি ঘোর শরমে ;
ধূর্ত হেসে লোল পাটবে সেটাও হরণ ক'র্‌লো ক্রমে ॥

॥ ২৫ ॥

প্রাণনাথ যবে, হায়, পরবাসে যেতে চায়,
অন্য নারীরা করে সকরুণ আচরণঃ
শপথের বাণী কয়, দুই চোখে ধারা বয়,
চরণ ধরিয়া তা'রে করে খালি নিবারণ।
আমি কই—"প্রিয়তম, নাহি কোনো দুখ মম,
শুভ হোক্‌ তব দিন, মঙ্গলময় পথ !
শুন্‌বে অচিরে তুমি— ছাড়ি' এই মরভূমি
প্রিয়া নিজ প্রেমোচিত পূরাইবে মনোরথ !!

॥ ১ ॥

ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে ?
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে
একাকিনী বত কথং ন বিভেষি বালে ?
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥

॥ ২ ॥

দত্তোঽস্যাঃ প্রণয়স্ত্বয়ৈব ভবতৈবেয়ং চিরং লালিতা
দৈবাদদ্য কিল ত্বমেব কৃতবানস্যা নবং বিপ্রিয়ম্ ।
মন্যুর্দুঃসহ এব যাত্যুপশমং নো সান্ত্ববাদৈঃ স্ফুটং
হে নিস্ত্রিংশ, বিমুক্তকণ্ঠকরুণং তাবৎ সখী রোদিতু ।

॥ ৩ ॥

উরসি নিহিতস্তারো হারঃ কৃতা জঘনে ঘনে
কলকলবতী কাঞ্চী পাদৌ রণন্মণিনূপুরৌ ।
প্রিয়মভিসরস্যেবং সখি ত্বমাহতডিণ্ডিমা
যদি কিমধিকত্রাসোৎকম্পং দিশঃ সমুদ্বীক্ষসে ॥

॥ ১ ॥

"কোথা যাস্, করভোরু, এ ঘোর নিশায় ?"

—"প্রাণাধিক প্রিয় মোর রয়েছে যেথায় ।"

"অল্পবয়সী তুই, নাই কিরে ডর ?"

—"সাথে, সই, চলে স্মর নিয়ে ফুলশর ।"

॥ ২ ॥

তুমি-ই সখীরে শিখালে পিরীতি,

গরবিণী হ'লো তোমারি আদরে ;

চপল প্রেমের এই কি গো রীতি,—

অবহেলা আজি মরম বিদরে ।

সান্ত্বনা বাণী বৃথা, হে নিঠুর,

দুঃসহ দুখ হয় কভু দূর ?

সুকরুণ রোলে কাঁদুক্ বিরলে,—

দহনের জ্বালা যদি সে পাসরে !

॥ ৩ ॥

মুক্তাফলের নির্মিত হার বক্ষোমুকুল মুখর করে,

নিক্বণ শুনি কাঞ্চীলতার উদ্ধত পীন জঘন 'পরে ।

রত্ননূপুর গুঞ্জরে পা'য়,

ডিণ্ডিম রব মর্ম মাতায় ;

উন্মথি' দিক্ যাও, সখি, ঠিক ত্রস্ত দয়িত লইবে ব'রে ॥

॥ ৪ ॥

দূরাদুৎসুকমাগতে বিবলিতং
সম্ভাষিণি স্ফারিতং
সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে
কোপাঞ্চিতভ্রূলতম্ ।
মানিন্যাশ্চরণানতিব্যতিকরে
বাষ্পাম্বুপূর্ণেক্ষণং
চক্ষুর্জাতমহো প্রপঞ্চচতুরং
জাতাগসি প্রেয়সি ॥

॥ ৫ ॥

চপলহৃদয়ে, কিং স্বাতন্ত্র্যাৎ তথা গৃহমাগত—
শ্চরণপতিতঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রঃ প্রিয়ঃ সমুপেক্ষিতঃ
তদিদমধুনা যাবজ্জীবং নিরস্তসুখোদয়া
রুদিতশরণা দুর্জাতানাং সহস্ব রুষাং ফলম্ ॥

॥ ৬ ॥

সন্ত্যেবাত্র গৃহে গৃহে যুবতয়স্তাঃ পৃচ্ছ গত্বাধুনা
প্রেয়াংসঃ প্রণমন্তি কিং তব পুনর্দাসো যথা বর্ততে ।
আত্মদ্রোহিণি, দুর্জনৈঃ প্রলপিতং কর্ণেঽনিশং মা কৃথা—
শ্ছিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবর্ত্যাঃ পুনঃ ॥

॥ ৪ ॥

বঞ্চক প্রিয় 'পরে
সই যবে মান করে,
আঁখি তা'র নানা রূপ ধরে নিরবধি ঃ
উৎসুক—দূরে গেলে,
তির্যক্—কাছে এলে,
আয়ত সে—প্রিয়তম কথা কয় যদি ;
কুঞ্চিত—ক্রোধাবেশে,
রক্তিম—আশ্লেষে,
বহায়—চরণ ছুঁলে—অশ্রুর নদী।

॥ ৫ ॥

স্বৈরমতি চপল সখি,—কান্ত এলো কাছে ;
কওনা কথা—আদর যতোই ক'র্‌লো চরণ ধ'রে।
অবুঝ রোষের কুফল জানি ভাগ্যে তোমার আছে—
হর্ষ ভুলে' অশ্রুধারায় নাইবে জীবন ভ'রে!

॥ ৬ ॥

সব গৃহে আছে যুবতি রমণী,—জিজ্ঞাসা ক'রো যেয়ে—
তুল্য তোমার সুখী কোন্ ধনী বল্লভপূজা পেয়ে।
দুর্জন বাণী শুনে' নিরবধি আত্মরিপু-ই হবে ;
প্রেম টুটে' যায় পুরুষের যদি, চায় সে নারীকে কবে!

॥ ৭ ॥

লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতঃ
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছূননয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈ—
স্তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ, কঠিনে, মানমধুনা ॥

॥ ৮ ॥

বিরহবিষমঃ কামো বামস্তনূকুরুতে তনুং
দিবসগণনাদক্ষশ্চায়ং ব্যপেতঘৃণো যমঃ।
ত্বমপি বশগো মানব্যাধে বিচিন্ত্য নাথ হে
কিসলয় মৃদু র্জীবেদেবং কথং প্রমদাজনঃ

॥ ৯ ॥

নার্যো মুগ্ধশঠা হরন্তি রমণং তিষ্ঠন্তি নো বারিতা—
স্তৎ কিং তাম্যসি কিংচ রোদিষি মুধা তাসাং প্রিয়ং মা কৃথাঃ।
কান্তঃ কেলিরুচির্যুবা সহৃদয়স্তাদৃক্‌পতিঃ কাতরে,
কিং ন বর্বরকর্কশৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে ॥

॥ ৭ ॥

কুঞ্জ দুয়ারে কান্ত নিয়ত অঙ্গে মাখিছে ধূলি,
অশ্রুবিভঙ্গ প্রাণসখী যতো ভুলেছে আহার স্নান ;
পিঞ্জর মাঝে লুণ্ঠিত শুক কয়না শেখানো বুলি ;
নিঠুরা, তব বক্ষেও দুখ, ত্যজো এবে ঘোর মান !

॥ ৮ ॥

বিরহেতে কাম হ'য়ে অতি বাম
সুতনুর তনু ক্ষীণতর করে ;
কৃপাহীন যম হিসাবী বিষম—
আয়ুর খাতাটি ল'য়ে খালি ঘোরে ।
প্রিয়সখীপতি দৃঢ়কায় অতি,
তবু যেন কাবু মানের দহনে ;
ভাবো, মহাশয়, কচি কিশলয়
অবলার প্রাণ বাঁচিবে কেমনে !

॥ ৯ ॥

অন্তঃকুটিলা কন্যারা বেঁধে ক'রলো হরণ বল্লভে ;
সন্তাপ মিছে—ক'রবে কী কেঁদে, দিচ্ছো পুলক সেইসবে
কেলিরুচিমান্ কান্ত তোমার,—
নিত্য সে চায় নব উপচার ;
হিংস্র প্রথায় আক্রমি' তায় বন্দী করিলে—জয় তবে !

॥ ১০ ॥

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ—
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে সম্প্রতি কৃতঃ
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥

॥ ১১ ॥

স্ফুটতু হৃদয়ং কামঃ কামং করোতু তনুং তনুং
ন সখি, চপলপ্রেম্ণা কার্যং পুনর্দয়িতেন মে
ইতি সরভসং মানাবেশাদুদীর্য বচস্তয়া
রমণপদবী সারঙ্গাক্ষ্যা নিরন্তরমীক্ষিতা ॥

॥ ১২ ॥

মুগ্ধে, মুগ্ধতয়ৈবনেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে
মানং ধৎস্ব ধৃতিং বধান ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি ।
সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচো মামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি ননু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি ॥

॥ ১০ ॥

গ্রাহ্য না করি' প্রিয় সখীজনে
মাত্‌লে প্রণয়ে কিতবের সনে ;
ঘট্‌বার যাহা ঘটিলো এখনে,—
মান করো, সখি, পিছে !
জ্বাল্‌লে আগুন আপনার হাতে,
কাম্যক বন ব্যাপ্ত শিখাতে ;
অঙ্গার ঘেঁটে পুড়্‌ছো যে তাতে,—
ক্রন্দন আজি মিছে !!

॥ ১১ ॥

"শীর্ণ করুক্ কাম তনু মোর—
মর্ম টুটাক্ ইচ্ছামতন ;
চঞ্চলমতি কান্ত কঠোর,—
চাইনাকো তা'র সঙ্গে মিলন !"
—এইমতো সখী কইলো রভসে,
অঙ্গ কাঁপিলো মানাবেশ-রোষে ;
কিন্তু চকিতে নেহারি—আঁখিতে
বল্লভ লাগি' মুহু আবাহন !!

॥ ১২ ॥

কইনু তা'রে—"হিত যদি চাও, অবোধ শিশুর স্বভাব ভোলো !
ধৈর্য ধ'রে মান ক'রে যাও, সহজ কথা শিকেয় তোলো !"
তাইনা শুনে' ত্রস্ত চোখে
চাইলো সখী—কয় পলকে :
"কান্ত বুকে,—আমায় বাঁচাও, ব'ল্‌বে যা', ভাই,—আস্তে ব'লো" !!

॥ ১৩ ॥

উৎকম্পো হৃদয়ে স্খলন্তি বচনান্যাবেগলোলং মনো
গাত্রং সীদতি চক্ষুরশ্রুকলুষং চিন্তা মুখং শুষ্যতি ।
যস্যৈষা সখি পূর্বরঙ্গরচনা মানঃ স মুক্তস্ত্বয়া
বন্ধ্যাস্তা অপি যোষিতঃ ক্ষিতিতলে যাসাময়ং সম্মতঃ ॥

॥ ১৪ ॥

দৃষ্টঃ কাতরনেত্রয়া চিরতরং বদ্ধাঞ্জলিং যাচিতঃ
পশ্চাদংশুকপল্লবেন বিধৃতো নির্ব্যাজমালিঙ্গিতঃ ।
ইত্যাক্ষিপ্য যদা সমস্তমঘৃণো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
পূর্বং প্রাণপরিগ্রহো দয়িতয়া মুক্তস্ততো বল্লভঃ ॥

॥ ১৫ ॥

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং
চিন্তা গুরুষর্পিতা ;
দত্তং দৈন্যমশেষতঃ পরিজনে
তাপঃ সখীষ্বাহিতঃ ।
অদ্য শ্বঃ পরনির্বৃতিং ভজতি সা
শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে ;
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রযোগজনিতং
দুঃখং বিভক্তং তয়া ॥

॥ ১৩ ॥

উদ্বেগ চিতে, বাক্য জড়ানো, কম্পিত সদা বুক ;
ক্লান্তি তনুতে, অশ্রু নয়নে, চিন্তাবিরস মুখ :—
এইরূপ যার নানা উপচার,
সেই মান, সখি, ছাড়্লে এবার ;
কিন্তু বালা-ও বন্দ্যা জগতে—মান ভ'জে যার সুখ ॥

॥ ১৪ ॥

পূর্বে তাকিয়ে কাতর নয়নে জোড় হাতে করে অনুনয়,
তারপরে তা'রে জড়ায় বসনে—লাজ ভুলে' তা'র বুকে রয়।
তুচ্ছ করিয়া সব কিছু যবে
চায় চ'লে যেতে কান্ত নীরবে,—
ভাব্লো—"প্রথমে ছাড়্বো জীবনে, পশ্চাতে প্রিয় দুরাশয় !"

॥ ১৫ ॥

ভাবনা কিসের, প্রেমিক কিতব,—
সুখে থাকো নিজ ঘরে ;
বিচ্ছেদ দুখ কান্তার তব
নিলো সবে ভাগ ক'রে।
চিন্তাকাতর মাতাপিতা তারি,
আত্মীয় যারা মোছে আঁখিবারি,
মর্মবেদনা সখীগণ সহে,
দৈন্যবিধুর পরিজন রহে ;
ক্ষীণ তনু তা'র হয় ক্ষীণতম,
নিঃশ্বাস বহে জোরে।
আজ কিবা কাল প্রাণসখী মম
মুক্তিকে বুঝি বরে !

॥ ১ ॥

প্রিয়কৃতপটস্তেয়ক্রীড়াবিড়ম্বনবিহ্বলাং
কিমপি করুণালাপাং তন্বীমুদীক্ষ্য সসম্ভ্রমম্ ।
অপি বিগলিতে স্কন্ধাবরে গতে সুরতাহবে
ত্রিভুবনমহাধন্বী স্থানে ন্যবর্তত মন্মথঃ ॥

॥ ২ ॥

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রুষং
রুষান্ময়া কিং কৃতং
খেদোঽস্মাসু ন মেঽপরাধ্যতি ভবান্
সর্বেঽপরাধা ময়ি ।
তৎ কিং রোদিষি গদ্গদেন বচসা
কস্যাগ্রতো রুদ্যতে
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা
নাস্মীত্যতো রুদ্যতে ॥

॥ ৩ ॥

আলম্ব্যাঙ্গনবাটিকাপরিসরে চূতদ্রুমে মঞ্জরীং
সর্পৎসান্দ্রপরাগলম্পটরটদ্‌ভৃঙ্গাঙ্গনাশোভিনীম্ ।
মন্যে স্বাং তনুমুত্তরীয়শকলেনাচ্ছাদ্য বালা স্ফুরৎ-
কণ্ঠধ্বাননিরোধকম্পিতকুচশ্বাসোদ্গমা রোদিতি ॥

॥ ১ ॥

লীলারণ শেষে শিবির উঘারি' চ'লে যায় সেনাপতি,
বিহ্বলা বালা চায় সকরুণ নয়নে ;
ফুলধনু হাতে এলো পিছে তারি মহাবীর রতিপতি,—
সম্ভ্রমে হেরি' যায় ফিরে দ্রুত চরণে।

॥ ২ ॥

"সুন্দরি !" "নাথ !" "ভুল্‌বে না রোষ ?"
"ক'রনু কী-ই বা রোষের আমি ?"
"চাই ক্ষমা আজ", "তোমার কী দোষ ?
সব অপরাধ আমার, স্বামী !"
"কাঁদ্‌ছো যে তবে", "কাহার সমুখে ?"
"এইতো আমার", "কে হই আমি ?"
"কান্তা না তুমি ?" "নই—সেই দুখে
কাঁদ্‌ছি এখন দিবসযামী !"

॥ ৩ ॥

আম্রবিটপী প্রাঙ্গণপাশে হ'য়েছে মঞ্জরিত,
ভৃঙ্গযুবারা গুঞ্জন করে পরাগের লোভে মাতি ;
মর্ম্মমুকুল-অংশুকবাসে করিয়া আচ্ছাদিত,
কম্পিতা বালা কাঁদিছে অঝোরে—আজো মেলে নাই সাথী !

॥ ৪ ॥

হারো জলার্দ্রবসনং নলিনীদলানি
প্রালেয়শীকরমুচস্তুহিনাংশুভাসঃ ।
যস্যেন্ধনানি সরসানি চ চন্দনানি
নির্বাণমেষ্যতি কথং স মনোভবাগ্নিঃ ॥

॥ ৫ ॥

দৃষ্টৈকাসনসংস্থিতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরা-
দেকস্যা নয়নে নিমীল্য বিহিতক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ ।
ঈষদ্বক্রিতকন্ধরঃ সপুলকঃ প্রেমোল্লসন্মানসা-
মন্তর্হাসলসৎকপোলফলকাং ধূর্তোঽপরাং চুম্বতি ॥

॥ ৬ ॥

ঊরুদ্বয়ং মৃগদৃশঃ কদলস্য কাণ্ডৌ
মধ্যং চ বেদিরতুলং স্তনযুগ্মমস্যাঃ ।
লাবণ্যবারিপরিপূরিতশাতকুম্ভ-
কুম্ভৌ মনোজনৃপতেরভিষেচনায় ॥

॥ ৭ ॥

সুতনু, জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোঽভূৎ ।
ইতি নিগদতি নাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ ॥

॥ ৪ ॥

সিক্ত বসন আর মৌক্তিকে গড়া হার,
পদ্মের দলরাশি, চন্দ্রিকা হিমাসার,
চন্দন রস যার ইন্ধন অনুখন,—
নির্বাণ কিসে পাবে সেই কাম-হুতাশন !

॥ ৫ ॥

একাসনে বসি' দুই প্রাণসখী ক'রছিলো কানাকানি ;
সেথা এসে প্রিয় কয় প্রথমারে—"আজি খেলা হবে জানি ।"
প্রথম তরুণী তবে বোজে দুই চোখ,
দ্বিতীয়ার মনে হাসি—কপোলে পুলক ;
বাঁকিয়ে গ্রীবাটি শঠ প্রেমাবেগে চুমে তারি মুখখানি ॥

॥ ৬ ॥

কদলীযুগল রোপে উরুতে যতনে,
মাঝখানে চারু বেদী রচে দুই স্তনে ;
লাবণি বারিতে ভরা শ্রোণীর কলসী,—
মনসিজে অভিষেক করিবে রূপসী ।

॥ ৭ ॥

"সুন্দরি, ত্যজো মান,—পদতলে প্রিয় তব ;
নিষ্ঠুর এই রোষ হেরি আজি অভিনব !"
কান্তের কথা শুনে' চায় বালা আঁখি মেলি ;
ওষ্ঠেতে ভাষা নেই—চোখে জল করে কেলি ॥

॥ ৮ ॥

লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥

॥ ৯ ॥

আয়াতে দয়িতে মনোরথশতৈ-
র্নীত্বা কথঞ্চিদ্ দিনং
বৈদগ্ধ্যাপগমাজ্জড়ে পরিজনে
দীর্ঘাং কথাং কুর্বতি ।
দষ্টামীত্যভিধায় সত্বরপদং
ব্যাধূয় চীনাংশুকং
তন্বঙ্গ্যা রতিকাতরেণ মনসা
নীতঃ প্রদীপঃ শমম্ ॥

॥ ১০ ॥

দেশৈরন্তরিতা শতৈশ্চ সরিতামুর্বীভৃতাং কাননৈ-
র্যত্নেনাপি ন যাতি লোচনপথং কান্তেতি জানন্নপি
উদ্‌গ্রীবশ্চরণার্ধরুদ্ধবসুধঃ প্রোন্মৃজ্য সাস্রে দৃশৌ
তামাশাং পথিকস্তথাপি কিমপি ধ্যায়ন্ পুনর্বীক্ষতে ।

॥ ৮ ॥

কণ্ঠে বিরাজে কঙ্কণদাগ, লাক্ষাশোণিমা কপালে ;
তন্দ্রালু চোখে তাম্বুলরাগ, অঞ্জনলেখা ছ'গালেঃ—
এই সাজে প্রিয় আসিলে প্রভাতে,
কেলি-কুবলয় নেয় বালা হাতে ;
রুষ্ট হুতাশে উষ্ণ নিশাস শুষ্ক করিলো মৃণালে !

॥ ৯ ॥

কামনার ধন বধূর দয়িত
বহুদিন পরে ফিরিলে ঘরে,
মূঢ় পরিজন জিজ্ঞাসে তায়
প্রবাসের কথা প্রহর ধ'রে।
অঙ্গের বাস করি' আলুলিত,
"কী জানি হঠাৎ দংশিলো মোরে !"
ফুকারি' যুবতি প্রদীপ নেবায় ;
হিয়া জরজর মদন জ্বরে ॥

॥ ১০ ॥

শতেক দেশের ব্যবধানে রয় প্রবাসীর প্রাণপ্রিয়া,
গিরী নদী আর তরু সারিসারি দৃষ্টি ব্যাহত করে ;
তবু সে অবুঝ উদ্‌গ্রীব হয় পদাগ্রে ভর দিয়া,
হেরিতে আবার মুখখানি তারি,—চক্ষে সলিল ঝরে !

॥ ১১ ॥

ক্বচিৎ তাম্বূলাক্তঃ ক্বচিদগুরুপঙ্কাঙ্কমলিনঃ
ক্বচিচ্চূর্ণোদ্গারী ক্বচিদপি চ সালক্তকপদঃ।
বলীভঙ্গাভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুসুমৈঃ
স্ত্রিয়োঃ নানাবস্থং প্রথয়তি রতং প্রচ্ছদপটঃ॥

॥ ১২ ॥

সন্দষ্টেঽধরপল্লবে সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ।

॥ ১৩ ॥

লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
কশ্চিৎ কেসরদূষিতেক্ষণ ইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
মুগ্ধা কুড্মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ততয়াঽথবা নতিমৃতে তেনানিশং চুম্বিতা॥

॥ ১১ ॥

তন্বীর নানা চিহ্ন ধরে শয্যাবরণ বস্ত্রখানি ঃ—

কস্তুররেণু, আলতার দাগ,
কর্পূর চূর, তাম্বুল রাগ ;
কুণ্ডল ঝরা শীর্ণ কুসুম,
আস্তর বুকে ঊর্মির ধুম ;

সন্ধানী কয় হাস্য ক'রে—"নর্মরীতির মর্মজানি !"

॥ ১২ ॥

উচ্চকিত হস্ত নাড়ে দষ্ট হ'য়ে রক্তিম অধরে,
"মুক্ত করো, ধূর্ত, মোরে"—ক্রুদ্ধস্বরে কয় সুভ্রু যবে ;
দৃষ্টি হেরি' কান্ত তবু চুম্বে যদি—অমৃত সে লভে ;
মূর্খ যতো স্বর্গবাসী শ্রান্তি লাগি' মন্থিলো সাগরে !

॥ ১৩ ॥

দংশিলো অধরে তা'র অপর নায়িকা,
নিক্ষেপ করিলো চোখে কমলকলিকা ;
আরক্ত নয়নে যুবা এলো প্রিয়া পাশে।
মার্জনা না চেয়ে তা'কে চুমে বারবার ;
মুগ্ধা বিরহিনী ভাবে দোষ বুঝি তা'র,
আঁখিতে ফুৎকার দিলো—শঠ মৃদু হাসে।

॥ ১৪ ॥

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নন্বু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্
উভয়মেতদপি ব্রজতু ক্ষয়ং
প্রিয়তমেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

॥ ১৫ ॥

পত্রং ন শ্রবণেঽস্তি বাষ্পগুরুণো র্ন নেত্রয়োঃ কজ্জলং
রাগঃ পূর্ব ইবাধরে চরণয়োস্তস্যা ন চালক্তকঃ।
বার্তোচ্ছিত্তিষু নিষ্ঠুরেতি ভবতা মিথ্যৈব সম্ভাব্যতে
সা লেখং লিখতু চ্যুতোপকরণা ন্যায়েন কেনাধুনা।

॥ ১৬ ॥

অঙ্গং চন্দনপাণ্ডু পল্লবমৃদুস্তাম্বূলতাম্রোঽধরো
ধারাযন্ত্রজলাভিষেককলুষে ধৌতাঞ্জনে লোচনে।
অন্তঃপুষ্পসুগন্ধিরার্দ্রকবরী সর্বাঙ্গলগ্নাম্বরং
কান্তানাং কমনীয়তাং বিদধতে গ্রীষ্মেঽপরাহ্ণাগমে ॥

॥ ১৪ ॥

কেহ বলে—"ভালো দিবসের আলো",
কেউ কয়—"না না, চারু শশিলেখা।"
তৃতীয়া জানালো—"দোঁহে ঘোর কালো—
না পাই যদি গো দয়িতের দেখা!"

॥ ১৫ ॥

কর্ণে সে পরে নাই পর্ণের কুণ্ডল,
অশ্রুতে মুছে' গেছে চক্ষের কজ্জল;
ওষ্ঠ-অধরে কোথা তাম্বুল লাঞ্ছন,
পাণ্ডুর পদে ভোলে লাক্ষার রঞ্জন।
দুর্জন-কথা শুনি কান্তা যে নিষ্ঠুর,
সম্ভাষণেতে আজি মান নাহি হয় দূর;
অঙ্গের শোভা ছিলো প্রেমলিপি সম্ভার,
তাই নেই—কিসে তবে মর্ম জানায় তা'র!

॥ ১৬ ॥

চিত্রিত দেহে চন্দন রেখা, সদ্য নাহিয়া যন্ত্রধারায়,
অক্ষিতে নাই কজ্জল লেখা, পুষ্পমালিকা বদ্ধ কেশে'
চিক্বণ বাস অঙ্গের সাজে, তাম্বুল সেবি, মিষ্টি হেসে,—
কান্তা আসিলে গ্রীষ্মের সাঁঝে, —কান্তি সবার চোখ ঝলসায়

॥ ১৭ ॥

দম্পত্যো নিশি জল্পতো গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ-

স্তৎ প্রাত গুরুসন্নিধৌ নিগদতঃ শ্রুত্বৈব তারং বধূঃ।

কর্ণালম্বিতপদ্মরাগশকলং বিন্যস্য চঞ্চ্বাঃ পুরো

ব্রীড়ার্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্ ॥

॥ ১৮ ॥

ত্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীঃ

লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকাসংস্পৃশি।

শয্যোপান্তনিবিষ্টসস্মিতসখীনেত্রোৎসবানন্দিনী

নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ ॥

॥ ১৭ ॥

লাজুক বধূ সকল বাধা ভুলে'
বরকে ডাকে আদর ক'রে রাতে ;
তাই শুনে' শুক খাঁচায় গলা খুলে'
নতুন বুলি শোনায় মাকে প্রাতে।
ত্বরায় বধূ খাঁচার পানে ছোটে,
দুলের প্রবাল গোঁজে পাখীর ঠোঁটে ;
কইলো হেসে ঘোমটা মাথায় তুলে'—
"ডালিমদানা চায় খেতে মোর হাতে" !

॥ ১৮ ॥

কান্ত ছুঁয়ে অঞ্চলে তা'র
কইলো—"দাসের এই নিবেদন :—
কঞ্চুলিকা চাইনে তোমার,—
ক'রবো তনুর রূপ দরশন !"
কক্ষে ছিলো সঙ্গিনীগণ,
লজ্জাহীনের শুন্‌লো ভাষণ ;
শয্যাকোণে দেখ্‌লো সখীর
চক্ষে হাসির লোল আবাহন ;
বাইরে যেতে সবাই অধীর,—
দরজা পানে ছুটলো তখন ॥

॥ ১৯ ॥

করকিসলয়ং ধূত্বা ধূত্বা বিমার্গতি বাসসী
ক্ষিপতি সুমনো মালাশেষং প্রদীপশিখাং প্রতি।
স্থগয়তি মুহুঃ পত্যুর্নেত্রে বিহস্য সমাকুলা
সুরতবিরতা রম্যা তন্বী মুহুর্মুহুরীক্ষতে॥

॥ ২০ ॥

প্রযচ্ছাহারং মে যদি তব রহোবৃত্তমখিলং
ময়া বাচ্যং নোচ্চৈরিতি গৃহশুকে জল্পতি শনৈঃ।
বধূবক্ত্রং ব্রীড়াভরনমিতমন্তর্বিহসিতং
হরত্যর্ধোন্মীলন্নলিনমনিলাবর্জিতমিব॥

॥ ২১ ॥

নীত্বোচ্চৈর্বিক্ষিপন্তঃ কৃততুহিনকণাসারসঙ্গান্ পরাগা
নামোদানন্দিতালীনতিতরসুরভীন্ ভূরিশো দিঙ্‌মুখেষু।
এতে তে কুঙ্কুমাঙ্কস্তনকলশভরাস্ফালনাদুচ্ছলন্তঃ
পীত্বা সীৎকারিবক্ত্রং হরিণশিশুদৃশাং হৈমনা বান্তি বাতাঃ।

॥ ২২ ॥

তন্বঙ্গ্যা গুরুসন্নিধৌ নয়নয়োর্যদ্বারি সংস্তম্ভিতং
তেনান্তর্গলিতেন মন্মথশিখী সিক্তো বিয়োগোদ্ভবঃ।
মন্যে তস্য নিরস্যমানকিরণস্যৈষা মুখেনোদ্গতা
শ্বাসায়াসসমাকুলালিসরণিব্যাজেন ধূমাবলী॥

॥ ১৯ ॥

করকিশলয় বিধূনিত করি' ব্রীড়াকুল চারু বালা
কেলিশেষে খোঁজে স্খলিত বসন বিছানার চারিদিকে ;
প্রদীপের শিখা নিভা'তে ছুঁড়িলো দলিত কুসুমমালা,
চুমোয় আবরি' পতির নয়ন হেসে চায় অনিমিখে।

॥ ২০ ॥

গৃহশুক কহে—"পেট ভ'রে আজি পাওনা আমার খাওয়া,
নইলে তোমার গোপন কথাটি ঘোষিবো তার স্বরে !"
শুনি' নববধূ চাপাহাসিভরা মুখ লাজে নত করে,—
আধো বিকসিত নলিনীকে যেন কাঁপায় পাগল হাওয়া !

॥ ২১ ॥

ফুৎকার দিয়ে মদিরনয়না চেলীর আঁচল গুষ্ঠে মোছে,—
পুষ্পপরাগ সম কুমকুম কুচকলসের প্রান্তে ঝরে ;
অধর চুমি' হেমন্ত বায়ু হিমানীর জাল তূর্ণ রচে ;
মুগ্ধ মধুপ ধাইলে রভসে—তাড়ায় কেমনে ক্লান্ত করে !

॥ ২২ ॥

তন্বী কিশোরী প্রণয়ে মজিয়া বিরহের দুখে জ্বলে,—
অশ্রুর ধারা গুরুজন ভয়ে রোধিলো নয়নদ্বারে ;
অন্তর মাঝে মদনের শিখা বাষ্প করিলো জলে,—
তাইতো কেবলি ভোমরা-মাতানো সুরভি নিশাস ছাড়ে !

॥ ২৩ ॥

একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুদ্গমাদ্দূরত-
স্তাম্বুলাহরণচ্ছলেন রভসাশ্লেষোঽপি সংবিঘ্নিতঃ ।
আলাপোঽপি ন মিশ্রিতঃ পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে
কান্তং প্রত্যুপচারতশ্চতুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥

॥ ২৪ ॥

পটালগ্নে পত্যৌ নময়তি মুখং জাতবিনয়া
হঠাশ্লেষং বাঞ্ছত্যপহরতি গাত্রাণি নিভৃতম্ ।
ন শক্নোত্যাখ্যাতুং স্মিতমুখসখীদত্তনয়না
হ্রিয়া তাম্যত্যন্তঃ প্রথমপরিহাসে নববধূঃ ॥

॥ ২৫ ॥

শ্লিষ্টঃ কণ্ঠে কিমিতি ন ময়া
মূঢ়য়া প্রাণনাথ—
শ্চুম্বত্যস্মিন্ বদনবিনতিঃ
কিং কৃতা কিং ন দৃষ্টঃ ।
নোক্তঃ কস্মাদিতি নববধূ-
চেষ্টিতং চিন্তয়ন্তী
পশ্চাত্তাপং বহতি তরুণী
প্রেম্ণি জাতে রসজ্ঞা ॥

॥ ২৩ ॥

প্রিয়কে হেরিলে উঠে' আনে ডাকি'—
বসিতে দেয়না নিজাসন মাঝে ;
জড়ায়ে ধরিতে ফাঁক পাবে নাকি ?
বাটা খুঁজে এনে ব'সে পাণ সাজে ।
পরিজন ঘরে আছে এই ছলে
দয়িতের সাথে কথা-ও না বলে ;
নানা ভাবে তা'রে দিয়ে তাই ফাঁকি
চতুরা পুরায় মানবাসনা যে !

॥ ২৪ ॥

বরটি যখন আঁচল টানে, রুচিব্রতা মুখ নামালো,—
আলিঙ্গনের ইচ্ছা জেনে চেলীর ভাঁজে বুক লুকা'লো ;
সখীরা সব তাকিয়ে আছে, কয়না কথা—দেয়না মধু ;
প্রথম পরিহাসে ব্যাকুল লজ্জাকাতর নূতন বধূ ।

॥ ২৫ ॥

সন্তাপ করে প্রেমপটু নারী
ভাবি' নিজ ভুল নববধূরূপে ঃ—
"বল্লভ যবে চুম্বন মাগে,
বঞ্চিত বুঝি করেছিনু ছলে ;
আশ্লেষ কভু করিনি সোহাগে
বক্ষ মাঝারে কিবা তারি গলে ,
মৌন রহিনু সঙ্কোচে ভারি—
যখন শোনাতো স্তুতি চুপে চুপে !

॥ ১৬ ॥

চরণপতনপ্রত্যাখ্যানপ্রসাদপরাঙ্মুখে
নিভৃতকিতবাচারেত্যুক্তে রুষা পরুষীকৃতে
ব্রজতি রমণে নিঃশ্বস্যোচ্চৈঃ স্তনার্পিতহস্তয়া
নয়নসলিলচ্ছন্না দৃষ্টিঃ সখীষু নিপাতিতা ॥

॥ ১৭ ॥

পীতস্তুষারকিরণো মধুনৈব সার্ধম্
অন্তঃ প্রবিশ্য চষকপ্রতিবিম্ববর্তী।
মানাকরং মনসি মানবতীজনস্য
নূনং বিভেদ যদসৌ প্রসসাদ সদ্যঃ ॥

॥ ১৮ ॥

রামাণাং রমণীয়বক্ত্রশশিনঃ স্বেদোদবিন্দুপ্লুতো
ব্যালোলামলকাবলীং প্রচলয়ংশ্চুম্বন্ নিতম্বাংশুকম্
প্রাতর্বাতি মধৌ বিকৃষ্টবিকসদ্রাজীবরাজীরজো-
জালামোদমনোহরো রতিরসগ্লানিং হরন্মারুতঃ ॥

॥ ২৬ ॥

পদযুগতলে লুটিয়া দয়িত করেছিলো কতো অনুনয়,
তরুণী কহিলো পরুষ বাচনে—“শঠাচার তুমি অতিশয় !”
চ’লে গেলো যুবা,—নিঃশ্বসি’ বালা চেপে ধরে হাতে দুই স্তন ;
আঁখিলোরে ভাসি’ দেখে চেয়ে আছে অনিমিখে তার সখীগণ ॥

॥ ২৭ ॥

মধুর পাত্রে শিশির রাত্রে
পশিলো চাঁদের কায়া ;
পিইয়া রঙ্গে সুরার সঙ্গে
হাসিলো কিতবজায়া ।
শুধিয়া মর্ম— শিখায়ে নর্ম
হরে শশী মানছায়া ।

॥ ২৮ ॥

মন্দমধুর মলয় বায়ুর মধুভোরে ভারি তাড়া :—
রক্ত রাজীব পরাগ ছড়াবে লীলানিলয়ের দোরে ।
তন্বী মুখের ঘামটি মুছায়ে, কুন্তলে দিয়ে নাড়া—
মসৃণ বাস আলগোছে চুমি’ কেলি অবসাদ হরে ॥

॥ ২৯ ॥

সালক্তকং শতদলাধিককান্তিরম্যং
রাত্রৌ স্বধামনিকরারুণনূপুরাঙ্কম্ ।
ক্ষিপ্তং ভৃশং কুপিতয়া তরলায়তাক্ষ্যা
সৌভাগ্যচিহ্নমিব মূর্ধ্নি পদং বিরেজে ॥

॥ ৩০ ॥

অসদ্বৃত্তো নায়ং ন চ খলু গুণৈরেষ রহিতঃ
প্রিয়ো মুক্তাহারস্তব চরণমূলে নিপতিতঃ ।
গৃহাণেমং মুগ্ধে ব্রজতু নিজকণ্ঠপ্রণয়িতা—
মুপায়ো নাস্ত্যন্যস্তব হৃদয়সন্তাপশমনে ।

॥ ৩১ ॥

নান্তঃপ্রবেশমরুণদ্বিমুখী ন চাসী
দাচষ্ট রোষপরুষাণি ন চাক্ষরাণি ।
সা কেবলং সরলপক্ষ্মভিরক্ষিপাতৈঃ
কান্তং বিলোকিতবতী জননির্বিশেষম্ ॥

॥ ৩২ ॥

একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্‌মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো—
রন্যোন্যং হৃদয়স্থিতেঽপ্যনুনয়ে সংরক্ষতো গৌরবম্ ।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনান্মিশ্রীভবচ্চক্ষুষো-
র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসং ব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহঃ ॥

॥ ২৯ ॥

তরুণীর চারু রাতুল চরণ হেরি, শতদল রাঙা হয় লাজে,
নিশায় গৃহের চারিভিতে কতো নূপুরশোভিত পদছাপ রাজে।
নিদারুণ রোষে তরলিত-আঁখি দয়িতের পানে সে-চরণ হানে ;
ফুটিলো ললাটে কমলার কৃপা—মধুর হাসিয়া প্রিয়তম মানে ॥

॥ ৩০ ॥

দুষ্ট এ নয় কভু—নয় গুণরহিত,—
মুক্তার প্রিয়হার লুণ্ঠিত চরণে ;
কণ্ঠেতে পাক্ শোভা আজ নব দয়িত,—
বক্ষের তাপ তবে ঘুচ্‌বে গো ললনে !

॥ ৩১ ॥

অপরাধী প্রিয় আসিতে চাহিলো ঘরে,
বিরহিণী তা'কে বারণ না করে,—
কহেনা পরুষ বাণী।
সাধারণ কেহ পশে তা'র গৃহে যবে,
তেমনি চতুরা দাঁড়ালো নীরবে—
সহজ চাহনি হানি' ॥

॥ ৩২ ॥

শয্যাশয়ান দম্পতি ছিলো মর্মের তাপে মুহ্যমান,—
অন্তরে আছে স্নিগ্ধ আকূতি— রক্ষিবে তবু আত্মমান।
বঙ্কিম দিঠি হান্‌লো উভয়ে, মিল্‌লো চকিতে তাই যখন,-
ভাঙ্‌লো মানের দ্বন্দ্ব রভসে, আশ্লেষে লীন হয় দু'জন ॥

॥ ৩৩ ॥

একস্মিন্ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মুগ্ধয়া
সদ্যঃ কোপপরাঙ্মুখং গ্লপিতয়া চাটূনি কুর্বন্নপি ।
আবেগাবধীরিতঃ প্রিয়তমস্তূষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণা
ন্মা ভূগ্লান ইবেত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতঃ ॥

॥ ৩৪ ॥

যদ্গম্যং গুরুগৌরবস্য সুহৃদো যস্মিংল্লভন্তেঽন্তরং
যদ্দাক্ষিণ্যবশাদ্ভয়াচ্চ সহতে মন্দোপচারানপি ।
যল্লজ্জা নিরুণদ্ধি যত্র শপথৈরুৎপাদ্যতে প্রত্যয়—
স্তৎ কিং প্রেম স উচ্যতে পরিচয়স্তত্রাপি মানেন কিম ॥

॥ ৩৫ ॥

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহতোঽপ্যাদদানোংঽশুকান্তং
গৃহ্ণন্ কেশেষপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সম্ভ্রমেণ ।
আলিঙ্গন্ যোঽবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ
কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু দুরিতং শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ ॥

॥ ৩৩ ॥

শয্যাশয়ান কান্ত কি ভুলে উচ্চারে নাম অন্য রামার ;
মিষ্ট বচন কয় চাটুকার,—ক্রোধবশে প্রিয়া হইলো বিমুখ।
তুচ্ছ করিলো বল্লভে, তবু চুপ করে সে তো সস্মিতমুখ ;
মুগ্ধা রমণী বঙ্কিম গ্রীবা আন্দোলি' দেখে তায় বারেবার ॥

॥ ৩৪ ॥

গুরুজন জানে সবটুকু যার,
সুহৃদে যেথায় সহায় চাই ;
মুখ বুজে' সহে হীন উপচার,
ভয় কৃপা যার গোড়ায়, ভাই।
লজ্জা সেখানে বাধা বলি' গণে,
প্রত্যয় আসে শপথ বচনে ;
প্রেম সে তো নয়,—শুধু পরিচয়,
নাইকো সেথায় মানের ঠাঁই ॥

॥ ৩৫ ॥

ত্রৈপুরনারী আক্রমে বীরে—সঞ্জাত যেবা শম্ভুর শরে ;
ক্ষিপ্ত হ'য়ে সে কুন্তল ছিঁড়ে' বস্ত্র আঁকড়ি' বন্দনা করে।
লক্ষি' না বামা—আশ্লেষে তনু,
সাশ্রুলোচনে পদ্মের হাসি ;
হস্তমৃণালে বন্দী সে দনু
কম্পিত স্বরে কয়—“ভালোবাসি!”
শম্ভুশরের সেই শিখা যেন নিঃশেষে তব ত্বরিত হরে !!

শৃঙ্গার-শতক

মঙ্গলাচরণম্

॥ ১ ॥

শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্মদাসাঃ ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায় ॥

॥ ২ ॥

শুভ্রং সদ্ম সবিভ্রমা যুবতয়ঃ
শ্বেতাতপত্রোজ্জ্বলা
লক্ষ্মীরিত্যনুভূয়তে স্থিরমিব
স্ফীতে শুভে কর্মণি ।
বিচ্ছিন্নে নিতরামনঙ্গকলহ-
ক্রীড়াত্রুটত্তন্তুকং
মুক্তাজালমিব প্রয়াতি ঝটিতি
ভ্রশ্যদ্দিশো দৃশ্যতাম্ ॥

॥ ৩ ॥

তাবদেব কৃতিনাং হৃদি স্ফুর—
ত্যেষ নির্মলবিবেকদীপকঃ ।
যাবদেব ন কুরঙ্গ-চক্ষুষাং
তাড্যতে চপললোচনাঞ্চলৈঃ ॥

মঙ্গলাচরণ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যার দুর্জয় প্রভাবে
ভৃত্যরূপে সেবা করে মৃগনয়নার।
বাক্যের অতীত মন মুগ্ধ যার ভাবে,—
সেই পুষ্পধনু দেবে নমি বারবার ॥১

গৃহলক্ষ্মী

পুণ্য বিরাজে যেথা, লক্ষ্মী অচলা সেথা—
মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভে;
ভার্যার মুখে হাসি, প্রাঙ্গণে আলোরাশি,
মন্দ্রিত গৃহ মঞ্জুরবে।
তন্তুটি যায় টুটে, মুক্তা ধূলায় লুটে—
কুন্তলজাল যদি ছিঁড়ে;
লুপ্ত তখনি ক্ষেম, সংসারে নাই প্রেম,—
নিত্য কলহ নষ্টনীড়ে ॥২

বিবেক-বিনাশ

বিবেকবাতির উজল শিখা
মহৎ জনের অন্তরে ভায়।
হরিণ-আঁখির কাজল-লিখা
নিমেষ মাঝে সে-দীপ নেভায় ॥৩

॥ ৪ ॥

ধন্যাস্ত এব চপলায়তলোচনানাং
তারুণ্যদর্পধনপীনপয়োধরাণাম্ ।
ক্ষামোদরোপরি লসত্ত্রিবলীলতানাং
দৃষ্ট্বাকৃতিং বিকৃতিমেতি মনো ন যেষাম্ ॥

॥ ৫ ॥

ভবতি বচসি সঙ্গত্যাগমুদ্দিশ্য বার্তা
শ্রুতমুখরমুখানাং কেবলং পণ্ডিতানাম ।
জঘনমরুণরত্নগ্রন্থিকাঞ্চীকলাপং
কুবলয়নয়নানাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥

॥ ৬ ॥

মত্তেভকুম্ভদলনে ভুবি সন্তি শূরাঃ
কেচিৎ প্রচণ্ডমৃগরাজবধেঽপি দক্ষা ।
কিন্তু ব্রবীমি বলিনাং পুরতঃ প্রসহ্য
কন্দর্পদর্পদলনে বিরলা মনুষ্যাঃ ॥

॥ ৭ ॥

স্মিতেন ভাবেন চ লজ্জয়া ভিয়া
পরাঙ্মুখৈরর্ধকটাক্ষবীক্ষণৈঃ ।
বচোভিরীর্ষাকলহেন লীলয়া
সমস্তভাবৈঃ খলু বন্ধনং স্ত্রিয়ঃ ॥

নির্বিকার

নিত্য হেরি' দীর্ঘায়ত চঞ্চল লোচন,
যৌবনের দর্পরূপী পীন পয়োধর,
প্রোজ্জ্বল ত্রিবলীরেখা কৃশোদর'পর,
চিত্ত যার অবিকৃত—ধন্য সেই জন ।।৪

আত্মবঞ্চনা

বাগ্যবাগীশ পণ্ডিতেরা—সংখ্যা যাদের অল্প না,
"ত্যজ্য নারীর সঙ্গ সদা"—ক'রছে কতোই জল্পনা !
লক্ষ্য তাদের শূন্য নয়,—কাঞ্চীকলাপ রত্নময় ;
পদ্মপলাশ নেত্র সে-ও তন্দ্রাঘোরের কল্পনা !!৫

বীর মদন

মত্ত করীর শুণ্ড দলন ক'রতে পারে বীর—জানি ;
শৌর্যবান্ যে সিংহ-হনন হেলায় করে—তা'ও মানি ।
কিন্তু সেরা শূরের দলে ম'রছি আমি রোজ খুঁজে',—
জয়পরাজয় যাক্‌না চ'লে—কামের সনে কোন্ যুঝে !!৬

পুষ্পবাণ

অধরকোণের ঈষৎ হাসি জানায় সরাগ আবাহন,
শরমরাঙা কপোল দু'টি, চটুল দিঠি মনমোহন ।
মৃদুল ভয়ের কাঁপন সনে
ইসারা কি রয় গোপনে ?
উন্মনা ভাব, কোন্দল ও-যে কেলির নীরব আবেদন ।
নারীর তূণে হৃদয়ভেদী কতো না বাণ দেয় মদন !!৭

॥ ৮ ॥

এতাশ্চলদ্বলয়সংহতিমেখলোত্থ—
ঝঙ্কারনূপুররবাহৃতরাজহংস্যঃ।
কুর্বন্তি কস্য ন মনো বিবশং তরুণ্যো
বিত্রস্তমুগ্ধহরিণীসদৃশাক্ষিপাতৈঃ॥

॥ ৯ ॥

সত্যং জনা বচ্মি ন পক্ষপাতাৎ—
ল্লোকেষু সর্বেষ্বপি তথ্যমেতৎ।
নান্যন্মনোহারি নিতম্বিনীভ্যো
দুঃখস্য হেতু ন হি কশ্চিদন্যঃ॥

॥ ১০ ॥

লীলাবতীনাং সহজাঃ স্বভাবা—
স্ত এব মূঢ়স্য হৃদি স্ফুরন্তি।
রাগো নলিন্যা হি নিসর্গসিদ্ধ—
স্তত্র ভ্রমত্যেব মুধা ষড়ঙ্ঘ্রিঃ॥
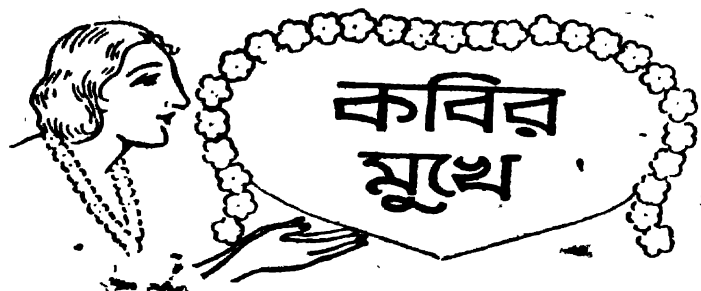
লীলাবতী

হস্তে বলয় রাজে— ব্‌লি তা'র কিনিকিনি,
রক্ত চরণে বাজে নূপুরের রিনিঝিনি।
চঞ্চল গতি সনে মেখলার কলরব,
হংসী সভয়ে গণে আপনার পরাভব।
বন-হরিণীর পারা সচকিত আঁখিতারা ;—
পুরুষের প্রাণ নিয়ে তরুণীর ছিনিমিনি !! ৮

সুখ-দুঃখ

পক্ষপাতের ভয় করোনা, কাব্যরসিক বিজ্ঞ ভাই !
স্পষ্ট ভাষায় সবার সেরা তত্ত্বটি আজ ব'ল্‌তে চাই :—
নিত্য নরে স্বর্গসুখ দেয় কামিনীর কম্প্র বুক ;
বিশ্ব মাঝে নারীর মতো দুঃখকারণ অন্য নাই !! ৯

বিভ্রম

বিলাসবতী স্বভাবহেতু কটাক্ষবাণ নিতুই হানে ;
মূঢ় পুরুষ অলীক প্রেমে প্রলুব্ধ ধায় তাহার পানে।
প্রকৃতি দেয় কমলিনীর সলজ্জ রাগ মধুর হাসি ;
বৃথাই ভ্রমর গুন্‌গুনিয়ে সম্ভাষে তায় ভালোবাসি' ॥ ১০

॥ ১১ ॥

সিদ্ধাধ্যাসিতকন্দরে হরবৃষ-
স্কন্ধাবঘাঢ়দ্রুমে
গঙ্গাধৌতশিলাতলে হিমবতঃ
স্থানে স্থিতে শ্রেয়সি।
কঃ কুর্বীত শিরঃ প্রণামমলিনং
ম্লানং মনস্বী জনো
যদ্বিত্রস্তকুরঙ্গশাবনয়না
ন স্যুঃ স্মরাস্ত্রং স্ত্রিয়ঃ ॥

॥ ১১ ॥

ভবন্তো বেদান্তপ্রণিহিতধিয়ামাপ্তগুরবো
বিচিত্রালাপানাং বয়মপি কবীনামনুচরাঃ।
তথাপ্যেতদ্ ব্রূমো ন হি পরহিতাৎ পুণ্যমধিকং
ন চাস্মিন্ সংসারে কুবলয়দৃশো রম্যমপরম্ ॥

বিজয়িনী

কন্দরে যার সিদ্ধপুরুষ করেন অধিষ্ঠান,
নন্দী যেথায় বৃক্ষদলি' পুচ্ছ তুলে' ছোটে ;
গঙ্গাধারায় যার শিলাচয় নিত্য করে স্নান,
পুণ্য-নিলয় ঋষির শরণ সে-ই হিমবান্ বটে ।
এই হিমালয়বাসী প্রবীণ চিত্ত সুমহান্
মৃগাক্ষী এক বালার পায়ে কেনই মাথা কোটে ;
তন্বীটি যে কামদেবের তীক্ষ্ণতম বাণ,—
তাইতো প্রেমিক প্রাণের দায়ে চরণতলে লোটে !!১১

শ্রেষ্ঠ তথ্য

তোমরা তো, ভাই, ধন্য সবাই
শ্রেষ্ঠ গুরুর দীক্ষা লভি ;
ক'রতে পারো জ্ঞানের বড়াই,—
বেদ বেদান্ত শিখ্‌লে সবি ।
বাক্যকুশল বটে কবিগণ,
দীন অনুচর আমি অভাজন :
তথ্য তবু আজ ব'লে যাই ঃ—
"পুণ্য পরম পরের সেবা ;
পদ্ম-আঁখির তুল্য না পাই,—
রম্য অপর বিশ্বে কেবা !"১২

॥ ১৩ ॥

মাৎসর্যমুৎসার্য বিচার্য কার্য—
মার্যাঃ সমর্যাদমিদং বদন্তু।
সেব্যা নিতম্বা কিমু ভূধরাণা—
মুত স্মরস্মেরনিতম্বিনীনাম্

॥ ১৪ ॥

কিমিহ বহুভিরুক্তৈ র্যুক্তিশূন্যৈঃ প্রলাপৈ
র্দ্বয়মপি পুরুষাণাং সর্বদা সেবনীয়ম্।
অভিনবমদলীলালালসং সুন্দরীণাং
স্তনভরপরিখিন্নং যৌবনং বা বনং বা ॥

॥ ১৫ ॥

মত্তেভকুম্ভপরিণাহিনি কুঙ্কুমার্দ্রে
কান্তাপয়োধরতটে রসখেদখিন্নঃ।
বক্ষো নিধায় ভুজপঞ্জরমধ্যবর্তী
ধন্যঃ ক্ষপাং ক্ষপয়তি ক্ষণলব্ধনিদ্রঃ ॥

গিরিকটি

আপ্তবচন মান্য করেন্ নম্রশিরে আর্য যাঁরা,
ঈর্ষা ভুলি' তত্ত্ব শুনুন্—তেম্নি করুন্ কার্য তাঁরা।
পৃথ্বীধর ও বিম্বাধরার পার্শ্বদেশে তুল্য মানি ;
স্নিগ্ধ ভূমি সেব্য দোঁহে—পুষ্পধনুর আজ্ঞা জানি ॥১৩

দুই মার্গ

কর্ণকুহর মাঝে ঘোর যন্ত্রণা—
যুক্তিবিহীন যতো জল্প-বচন !
কৈবল্যের আজি দিই মন্ত্রণা,
যোগ্য পুরুষ ভজে যুগ্ম রতন।
সন্ন্যাসব্রতী যেবা সংসারত্যাগী,
নিত্য শরণ তা'র নির্জন বন ;
কাম্যকাতর গৃহি-পুঙ্গব লাগি'—
যৌবনভার পীন বক্ষ গহন ॥১৪

চরিতার্থ

মত্ত করীর কুম্ভসম বর্তুলাকার শিথান মাঝে—
কান্তা যারে কুঙ্কুমিত কঞ্চুলিকায় লুকায় লাজে—
রাত্রিযাপন ক'রছে যেবা,
সংসারে তা'র তুল্য কেবা ?
"ধন্য আমি"—এই কথাটি সেই কামুকের মুখেই সাজে ॥১৫

॥ ১৬ ॥

অনাঘ্রাতং পুষ্পং
কিসলয়মলূনং কররুহৈ—
রনাবিদ্ধং রত্নং
মধুবনমনাস্বাদিতরসম্ ।
অখণ্ডং পুণ্যানাং
ফলমিব ভবদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং
কমিহ সমুপস্থাস্যত ইতি ॥

॥ ১৭ ॥

রাজংস্তৃষ্ণাম্বুরাশের্ন হি জগতি গতঃ কশ্চিদেবাবসানং
কো বার্থোঽর্থৈঃ প্রভূতৈঃ স্ববপুষি গলিতে যৌবনে সানুরাগঃ ।
গচ্ছামঃ সদ্ম যাবদ্বিকসিতনয়নেন্দীবরালোকিনীনা—
মাক্রম্যাক্রম্য রূপং ঝটিতি ন জরয়া লুপ্যতে প্রেয়সীনাম্ ॥

॥ ১৮ ॥

উপরিঘনং ঘনপটলং
তির্যগ্‌গিরয়োঽপি নর্তিতময়ূরাঃ ।
ক্ষিতিরপি কন্দলধবলা
দৃষ্টিং পথিকঃ ক্ব যাপয়তু ॥

দুর্জ্ঞেয়

তুমিই পেলব পুষ্পমুকুল—যার বাস আজো অচেনা ;
চারু কিশলয় ছন্দোদোদুল—খর নখ যারে কাটে না।
তুমি দ্যুতিময় অরূপ রতন—
ভেদিলো না যায় সূচীর দশন ;
রসনা যাহারে করেনি পরশ—
তুমি বুঝি সেই মধুবন রস ?
তুমি কি নিটোল পুণ্যের ফল,—পরাজয় মানে উপমা !
জানিনেকো কেবা হইবে সফল সেবিতে অলোক সুষমা !!১৬

যথাকাল

হে নৃপতি, এই জগতে তৃষ্ণাসাগর পায় কি লয় ?
জীর্ণ দেহের দুখ মেটেনা অর্থ দিয়ে—সুনিশ্চয় !
ইন্দীবরের কান্তিরাজি
যার নয়নে ফুটছে আজি,—
আক্রমি' তার হিংস্র জরা
চূর্ণ করে রূপপসরা ;
যৌবনে তাই যাইনা ছুটে' সেই রমণীর রম্যালয় ?১৭

প্রবাসী

অম্বর আজি হ'য়েছে মেদুর—মেঘের ঘটা দিগন্ত ছায় ;
পর্বত মাঝে কতো-যে ময়ূর পুলকভরে পেখম ছড়ায়।
অঙ্কুররাজি ক'রেছে শ্যামল বসুন্ধরার উষর বুক ;
পান্থ সুজন বিরহবিভল,—খুঁজবে কোথায় মিলন সুখ ?১৮

॥ ১৯ ॥

সংসারেঽস্মিন্নসারে পরিণতিতরলে দ্বে গতী পণ্ডিতানাং
তত্ত্বজ্ঞানামৃতাম্ভঃপ্লবলুলিতধিয়াং যাতু কালঃ কদাচিৎ ।
নো চেন্মুগ্ধাঙ্গনানাং স্তনজঘনঘনা ভোগসংসর্গিনীনাং
স্থূলোপস্থস্থলীষু স্থগিতকরতলস্পর্শলোলোদ্যমানাম্ ॥

॥ ২০ ॥

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুৎসুকঃ
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি ।
দৃষ্ট্বা মুহ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি
প্রত্যক্ষামসিত্রিকাং স্ত্রিয়মহো মোহস্য দুশ্চেষ্টিতম্ ॥

॥ ২১ ॥

ক্বচিৎ সুভ্রূভঙ্গৈঃ ক্বচিদপি চ লজ্জাপরিগতৈঃ
ক্বচিদ্ভীতিত্রস্তৈঃ ক্বচিদপি চ লীলাবিলসিতৈঃ ।
নবোঢ়ানামেতৈ র্বদনকমলৈ র্নেত্রলসিতৈঃ
স্ফুরন্নীলাব্জানাং প্রকরপরিকীর্ণা ইব দিশঃ ॥

দুই মার্গ

সংসারেতে সার কোথা হায়,—তাই পরিণাম অনিশ্চিত ;
নিত্য তবু মার্গযুগের সূত্র জানেন সুপণ্ডিত।
তত্ত্বপথের সুধাপ্লাবন
ক'রছে কারো চিত্তনোদন ;
কেউবা সেবি' ভোগসরণি অমৃত পান্ রাত্রিদিন—
অঙ্গনাদের অঙ্গশোভার আস্বাদনে শ্রান্তিহীন ॥১৯

মোহ-খড়্গ

কান্তার দৃষ্টিতে নীল নলিনীর রুচি,
দুর্বহ শ্রোণীভার, সুভ্রু-তে ফুলশর;
ওষ্ঠের পাত্রে কি স্বর্গ-পীযূষ শুচি,
উদ্ধত যৌবনে বন্দিছে পয়োধর।
সুন্দর মূর্তি-যে শত্রুমোহের অসি,—
ভেদ করে বক্ষের পঞ্জরে অবিদিত ;
মর্মের কন্দরে রক্ত ঝরায় পশি,—
বিস্মিত বিদ্বান্ গায় তবু স্তুতিগীত ॥২০

ফুলের ডালি

নবীন বধূ বাঁকায় ভুরু, সলাজ রাঙা আনন কভু ;
ভয়ের কাঁপন কখন শুরু, রভস বেগে চপল তবু।
রাতুল রাজীব মুখের শোভা, লোচন যেন নীলকমল ;
বিকচ কুসুম নয়নলোভা দিগন্ত-যে ছায় কেবল ॥২১

॥ ২২ ॥

বক্ত্রং চন্দ্রবিড়ম্বি পঙ্কজপরিহাসক্ষমে লোচনে
বর্ণঃ স্বর্ণমপাকরিষ্ণুরলিনীজিষ্ণুঃ কচানাং চয়ঃ।
বক্ষোজাভিকুম্ভবিভ্রমহরৌ গুর্বী নিতম্বস্থলী
বাচো হারি চ মার্দবং যুবতিষু স্বাভাবিকং মণ্ডনম্ ॥

॥ ২৩ ॥

নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী ॥

॥ ২৪ ॥

ভ্রূচাতুর্যাকুঞ্চিতাক্ষাঃ কটাক্ষাঃ
স্নিগ্ধা বাচো লজ্জিতান্তাশ্চ হাসাঃ।
লীলামন্দং প্রস্থিতং সস্মিতং চ
স্ত্রীণামেতদ্ভূষণং চায়ুধং চ ॥

রূপারতি

অঙ্গনাদের রূপের গরিমা নিন্দিছে চারুবস্তুচয় ;
আস্যমাধুরী চাঁদকে হারায়, পঙ্কজে তথা নেত্রদ্বয় ।
স্বর্ণাভা জিনি' তনুর তনিমা,
ভৃঙ্গবিজয়ী চিকুর-কালিমা ;
বক্ষ নেহারি' করী লাজ পায়, জঙ্ঘা হারায় রম্ভাতরু ।
অমৃতময় বাঙ্‌মধুরিমা স্নিগ্ধ করে-যে বিশ্বমরু !!২২

সুধা ও বিষ

সুন্দরী নারী যবে স্পৃহাহীন—
সুধা কিবা বিষ বুকে নাহি ধরে ;
অমৃতলতা প্রেমে নিশিদিন,—
বিরাগে কেবলি গরল বিতরে ।।২৩

ভূষণবাণ

কুঞ্চিত লোচনের চঞ্চল চাতুরী,
বঙ্কিম ভুরুযুগে অস্ফুট ইঙ্গিত ;
লজ্জিত রাঙা মুখে হাস্যের মাধুরী,
মন্থর লোল গতি, বাক্যেতে সঙ্গীত :—
পঞ্চ ভূষণ ধরে সুন্দরী দেহ'পর,—
পুষ্পধনুর তরে পাঁচটি নূতন শর ।।২৪

॥ ২৫ ॥

স্মিতং কিঞ্চিদ্বক্ত্রে সরলতরলো দৃষ্টিবিভবঃ
পরিস্পন্দো বাচামভিনববিলাসোক্তিসরসঃ ।
গতীনামারম্ভঃ কিসলয়িতলীলাপরিকরঃ
স্পৃশন্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিহ ন হি রম্যং মৃগদৃশঃ ॥

॥ ২৬ ॥

সন্মার্গে তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষাস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব ।
ভ্রূচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে
যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি ধৃতিমুষো দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি ॥

॥ ২৭ ॥

যদেতৎ পূর্ণেন্দুদ্যুতিহরমুদারাকৃতিধরং
মুখাব্জং তন্বঙ্গ্যাঃ কিল বসতি যত্রাধরমধু ।
ইদং তৎ কিম্পাকদ্রুমফলমিদানীমতিরসং
ব্যতীতেঽস্মিন্ কালে বিষমিব ভবিষ্যত্যসুখদম্ ॥

বয়ঃসন্ধি

আননে সরল স্মিত সদা বিকসিত জানি,—
আয়ত তরল আঁখি সচকিত মনোহর ;
মধুর গোপন রসে উছল বেপথু-বাণী,
কেলির ললিত ছাঁদে রচা গতি-পরিকর।
কুসুমকোরক ফোটে তরুণীর রূপ ধরে ;
ফুলধনু তনুপটে চারুতা উজাড় করে ।।২৫

পরাভব

ইন্দ্রিয়-হয় কান্তাবিহীন পুরুষ করেই বশ ;
লজ্জা সে পায় নিন্দ্য কাজে, ছড়ায় বিনয়-যশ।
কিন্তু যখন লাস্যময়ী ভুরুর ধনু বাঁকায়,
পক্ষ্মসুনীল দীর্ঘ চোখে তাহার পানে তাকায় ;—
মর্ম তখন ভেদ করে-যে রম্য দিঠির বাণ ;
ধৈর্য পালায়, লজ্জা বিলীন, কীর্তির অবসান !২৬

মূঢ়তা

তন্বীর দেহরূপ যৌবনে গরীয়ান্,
চন্দ্রের ষোলকলা যার কাছে হতমান,
গুঞ্জরে অলিকুল ওষ্ঠের মধু-আশে।
বৃক্ষ-যে মহাকাল—অমৃত তা'র ফল,
পক্ক ফলের রস পুঞ্জিত হলাহল ;
মূর্খরা—সুধা নয়—বিষ বুঝি ভালোবাসে !২৭

॥ ১৮ ॥

সংসারেঽস্মিন্নসারে কুনৃপতিভবনদ্বারসেবাবলম্ব—
ব্যাসঙ্গধ্বস্তধৈর্যং কথমমলধিয়ো মানসং সন্নিদধ্যুঃ ।
যদ্যেতাঃ প্রোদ্যদিন্দুদ্যুতিনিচয়ভৃতো ন স্যুরম্ভোজনেত্রাঃ
প্রেঙ্খৎকাঞ্চীকলাপাঃ স্তনভরবিনমন্মধ্যভাগাস্তরুণ্যঃ ॥

॥ ১৯ ॥

পরিমলভৃতো বাতাঃ শাখা নবাঙ্কুরকোটয়ো
মধুরবিরুতোৎকণ্ঠা বাচঃ প্রিয়াঃ পিকপক্ষিণাম্ ।
বিরলসুরতস্বেদোদ্গারা বধূবদনেন্দবঃ
প্রসরতি মধৌ রাত্র্যাং জাতো ন কস্য গুণোদয়ঃ

॥ ৩০ ॥

মধুরয়ং মধুরৈরপি কোকিলা—
কলকলৈর্মলয়স্য চ বায়ুভিঃ ।
বিরহিণঃ প্রণিহন্তি শরীরিণো
বিপদি হন্ত সুধাপি বিষায়তে ॥

শান্তিসরসী

সংসারেতে দুষ্ট রাজার সেবায় মোরা ব্যস্ত সবি ;
ধৈর্য ধ'রে সুস্থ থেকে চিত্তে কিসে শান্তি লভি ?
চন্দ্রাননা রয় নিবাসে—চক্ষে যাদের পদ্ম হাসে,
মধ্যকৃশা নিম্ননাভি—কাঞ্চীদামে হর্ষছবি ।।১৮

বসন্তবাহার

মধু ঋতুর চরণপাতেই সবার গুণোদয় ঃ—
শীতল নিশ্বাস ছাড়ে মৃদুল সুগন্ধ মলয়,
তরুলতার শাখায় হাসে কোরক অমলিন ।
আকাশ-ধরা মুখর করে পিকের মধুরব,
নারীর তনু সাজায় রূপের বিপুল বৈভব ;
নিশীথ রাতে গোপন গেহে পুলক গ্লানিহীন ।।২৫

মধুনিশা

দখিন হাওয়া গায়ে বুলায় মধুর রাতে ফাগুন,
কুহুস্বরে কোকিল ছড়ায় আসব সকল দিশি ।
মিলন-কাতর বুকে জ্বালায় বিয়োগ খর আগুন,—
বিপৎ কালে সুধাও যে হায় জ্বালাতরল বিষ-ই !৩০

॥ ৩১ ॥

আবাসঃ কিল কিঞ্চিদেব দয়িতাপার্শ্বে বিলাসালসঃ
কর্ণে কোকিলকামিনীকলরবঃ স্মেরো লতামণ্ডপঃ।
গোষ্ঠী সৎকবিভিঃ সমং কতিপয়ৈঃ সেব্যাঃ সিতাংশোঃ করাঃ
কেষাঞ্চিৎ সুখয়ন্ত্যবেহি হৃদয়ে চৈত্রে বিচিত্রাঃ ক্ষপাঃ ॥

॥ ৩১ ॥

পান্থস্ত্রীবিরহানলাহুতিকথামাতন্বতী মঞ্জরী
মাকন্দেষু পিকাঙ্গনাভিরধুনা সোৎকণ্ঠমালোক্যতে।
অপ্যেতে নবপাটলাপরিমলপ্রাগ্‌ভারপাটচ্চরা
বান্তি ক্লান্তিবিতানতানবকৃতঃ শ্রীখণ্ডশৈলানিলাঃ ॥

॥ ৩৩ ॥

সহকারকুসুমকেসর-
নিকরভরামোদমূর্চ্ছিতদিগন্তে।
মধুরমধুবিধুরমধুপে
মধৌ ভবেৎ কস্য নোৎকণ্ঠা ॥

বসন্ত-সঙ্গীত

চৈত্রের রাত্রি মনোরম অতিশয় :—
সৎকবি সঙ্গে আছে মোর পরিচয়,
প্রাঙ্গণে হাস্যের বাঁধ ভাঙে জ্যোৎস্নার।
পঞ্চমে কুঞ্জে কুহরয় পিককুল,
বল্লরী অঙ্কে দোল খায় কতো ফুল,
নিভৃতে কান্তার নূপুরের ঝঙ্কার ॥৩১

বসন্ত-সুরভি

বিরহিণীর ব্যথা ছড়ায় সেবক অলির মন্তরে
রসালতরুর শ্যামল শাখে নবীন পাটল মঞ্জরী ;
কোকিলবধূ আস্বাদি' তায় ভাব্‌ছে কেবল অন্তরে—
কিসের সুবাস বাতাস মাখে কোন্ কাননে সঞ্চরি' ?
গোলাপকলি চাইলো কি আজ শীতল বাহুবন্ধনী ?
কিংবা মলয় হ'তে নিলাজ ক'রলো চুরি চন্দন-ই !! ৩২

বসন্তলীলা

বসন্ত যেই দু'হাত ভ'রে আম্রমুকুল কেশর ছড়ায়,
মূর্ছিত হয় দিগন্ত তা'র গন্ধমদের মধুর নেশায়।
মত্ত মধুপ মধুর লোভে গুঞ্জরিয়া চৌদিকে ধায় ;
চিত্ত কাহার নয় উচাটন চৈত্রমাসের চঞ্চল বা'য় !৩৩

॥ ৩৪ ॥

অচ্ছার্দ্রচন্দনরসার্দ্রকরা মৃগাক্ষ্যো
ধারা গৃহাণি কুসুমানি চ কৌমুদী চ
মন্দো মরুৎ সুমনসঃ শুচি হর্ম্যপৃষ্ঠং
গ্রীষ্মে মদং চ মদনং চ বিবর্ধয়ন্তি ॥

॥ ৩৫ ॥

স্রজো হৃদ্যামোদা ব্যজনপবনশ্চন্দ্রকিরণাঃ
পরাগঃ কাসারো মলয়জরজঃ সীধু বিশদম্ ।
শুচিঃ সৌধোৎসঙ্গঃ প্রতনু বসনং পঙ্কজদৃশো
নিদাঘার্তা হ্যেতৎ সুখমুপলভন্তে সুকৃতিনঃ ॥

॥ ৩৬ ॥

সুধাশুভ্রং ধাম স্ফুরদমলরশ্মিঃ শশধরঃ
প্রিয়াবক্ত্রাম্ভোজং মলয়জরজশ্চাতিসুরভি ।
স্রজো হৃদ্যামোদাস্তদিদমখিলং রাগিণি জনে
করোত্যন্তঃ ক্ষোভং ন তু বিষয়সংসর্গবিমুখে ॥

গ্রীষ্ম-গীত

গ্রীষ্মের গুণ আজি শতমুখে বাখানি ঃ
মন্দ মারুত বহে রজনীতে—তা' জানি।
চন্দ্রিকা অতি শুচি, মল্লিকা মুখরুচি
হাস্যে ও মধু বাসে হরে হৃদয়ের গ্লানি।
যন্ত্রধারার বারি, চন্দনলেপা নারী
গাত্র শীতল করে,—সুরু হয় কাণাকাণি !
তীব্র-যে আদি রস—আদ্য ঋতুর দান-ই ॥৩৪

গ্রীষ্মরজনী

বৈশাখেতে ক্লান্তি হরে মাল্য এবং চন্দ্র কিরণ,
পুষ্পপরাগ, স্নিগ্ধবারি, তালপাখাতে ঘম হরণ।
অঙ্গ লেপি' চন্দনেতে—রাত্রিযাপন কুট্টিমেতে ;
মোক্ষ প্রিয়ার চিক্কণ বাস—সঙ্গে তারি মদ্য সেবন ॥৩৫

গ্রীষ্মবিলাস

থাক্ না কথা সন্ন্যাসীদের—নর্মকামীর বার্তা বলি ;
জ্যৈষ্ঠ মাসে লভ্য যাদের হর্ম্যকোলে প্রেমকাকলী।
মর্ম মজ্জায় ইন্দু কিরণ,
রক্তকমল কান্তাবদন,
চন্দনবা'য় স্রস্ত বসন,
কাঞ্চীঝরা মুক্তাবলি।
বঞ্চিতকে গ্রীষ্ম দহে ঘোর বিরহে বক্ষ দলি' !!৩৬

॥ ৩৭ ॥

তরুণীবৈষা দীপিতকামা
বিকসিতজাতিঃ পুণ্যসুগন্ধিঃ ।
উন্নতপীনপয়োধরভারা
প্রাবৃট্ তনুতে কস্য ন হর্ষম্ ॥

॥ ৩৮ ॥

বিয়দুপচিতমেঘং ভূময়ঃ কন্দলিন্যো
নবকুটজকদম্বামোদিনো গন্ধবাহাঃ ।
শিখিকুলকলকেকারাবরম্যা বনান্তাঃ
সুখিনমসুখিনং বা সর্বমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥

॥ ৩৯ ॥

ইতো বিদ্যুদ্বল্লীবিলসিতমিতঃ কেতকিতরোঃ
স্ফুরদ্গন্ধঃ প্রোদ্যজ্জলদনিনদস্ফূর্জিতমিতঃ ।
ইতঃ কেকিক্রীড়াকলকলরবঃ পক্ষ্মলদৃশাং
কথং যাস্যন্ত্যেতে বিরহদিবসাঃ সম্ভৃতরসাঃ ॥

বর্ষামঙ্গল

বর্ষা ঋতু মদরসে মনোজ্ঞা যুবতী,
গন্ধকটু দেহে তা'র কদম্ব-মালিকা :
উর্দ্ধমুখী পয়োধরে সুপুষ্ট আয়তি ;
বৃদ্ধজনে মূরছায় তারুণ্য সেবিকা ।।৩৭

বর্ষাকাতরতা

আষাঢ় মাসে আকুলহিয়া দুঃখী এবং সুখী ।
মেঘের ঘটা আকাশ জুড়ে'—নবাঙ্কুরের ভূমে ;
কুটজ নীপে পাগল হাওয়া সুবাস লাগি' চুমে ;
কেকায় মুখর ময়ূর দাঁড়ায় প্রিয়ার মুখোমুখি ।।৩৮

বর্ষাবিরহ

বরিষা দিবস যাপিছে কেমনে ভাবরসাতুরা বিরহিণী নারী ?
কভু ঝলকায় আকুল নয়ন
বিজলীর মুহু ভ্রূকুটি-বিলাস ;
কভু মেঘ-নাদ বিদরে শ্রবণ,
কেতকীর রেণু ছড়ায় সুবাস ,
কোথাও বা শিখী শিখিনীর সনে কেকারবে মাতি' মথে হিয়া তারি ।৩৯

॥ ৪০ ॥

অসূচীসংসারে তমসি নভসি প্রৌঢ়জলদ-
ধ্বনিপ্রায়ে তস্মিন্ পততি দৃষদাং নীরনিচয়ে।
ইদং সৌদামিন্যাঃ কনককমনীয়ং বিলসিতং
মুদং চ গ্লানিং চ প্রথয়তি পথিষ্বেব সুদৃশাম্ ॥

॥ ৪১ ॥

আসারেণ ন হর্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং বহিঃ শক্যতে
শীতোৎকম্পনিমিত্তমায়তদৃশা গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে।
জাতাঃ শীতলশীকরাশ্চ মরুতশ্চাত্যন্তখেদচ্ছিদো
ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসঙ্গমে ॥

॥ ৪২ ॥

অর্ধং নীত্বা নিশায়াঃ সরভসসুরতায়াসখিন্নশ্লথাঙ্গঃ
প্রোদ্ভূতাসহ্যতৃষ্ণো মধুমদনিরতো হর্ম্যপৃষ্ঠে বিবিক্তে।
সম্ভোগক্লান্তকান্তাশিথিলভুজলতাবর্জিতং কর্করীতো
জ্যোৎস্নাভিন্নাচ্ছধারং পিবতি ন সলিলং শারদং মন্দভাগ্যঃ

শ্রাবণ-মেঘ

সান্দ্র-নিশা অন্ধকারে অম্বরের সঙ্গোপন কোণে
পুঞ্জীভূত প্রৌঢ়মেঘ বর্ষাশেষে দুঃখ-দিন গোণে :—
শব্দ শুধু বিত্ত তা'র—অশ্রুরূপী বিন্দু দুই জল,
চূর্ণশিলা পৃথ্বীতলে ক্ষিপ্রবেগে লুণ্ঠে অবিরল।
সৌদামিনী ত্রস্ত করে চিত্রালীর স্বর্ণরেখা টানে ;
সঙ্গিহীনা তন্বী কাঁদে, অন্যা ধায় কান্তগেহ পানে ॥৪০

বর্ষাবিহার

কান্ত ঘরে, বৃষ্টি ঝরে—বাইরে কিসে যায় তবে ?
কাঁপছে শীতে, সুনিভৃতে তন্বী জড়ায় বল্লভে।
ক্লান্তিবারি-লুপ্তকারী স্নিগ্ধ সমীর সঞ্চরে ;
ধন্য তা'রা, হর্ষে যারা দুঃখসুলভ কাল হরে !!৪১

শরৎ-সুরা

শরৎ কালে প্রেমিক প্রেমিকারা
প্রাসাদ-ছাতে বিজন কোণে কাটায় আধেক রাতি ;
রসিক যুবা সুরায় মাতোয়ারা,
কেলির ক্লেশে অবশ তনু—তৃষায় ফাটে ছাতি।
প্রেয়সী দেয় শিথিল ভুজে কুঁজোর শীতল জল,
মেশানো তায় ফিনিকঝরা জোছনা সুতরল ;
বসুন্ধরায় জীবন বৃথা তারি,
প্রিয়ার হাতে এই সোমরস জুটলো নাকো যারি !!৪২

॥ ৪৩ ॥

হেমন্তে দধিদুগ্ধসর্পিরশনামাঞ্জিষ্ঠবাসোভৃতঃ
কাশ্মীরদ্রবসান্দ্রদিগ্ধবপুষঃ খিন্না বিচিত্রৈ রতৈঃ।
পীনোরুস্তনকামিনীজনকৃতাশ্লেষা গৃহাভ্যন্তরে
তাম্বূলীদলপূগপূরিতমুখা ধন্যাঃ সুখং শেরতে ॥

॥ ৪৪ ॥

চুম্বন্তো গণ্ডভিত্তীরলকবতি মুখে সীৎকৃতান্যাদধানা
বক্ষঃসূৎকঞ্চুকেষু স্তনভরপুলকোদ্ভেদনাপাদয়ন্তঃ।
ঊরূনাকম্পয়ন্তঃ পৃথুজঘনতটাৎ স্রংসয়ন্তোংশুকানি
ব্যক্তং কান্তাজনানাং বিটচরিতকৃতঃ শৈশিরা বান্তি বাতাঃ ॥

॥ ৪৫ ॥

কেশানাকলয়ন্ দৃশৌ মুকুলয়ন্ বাসো বলাদাক্ষিপ-
ন্নাতন্বন্ পুলকোদ্গমং প্রকটয়ন্নঙ্গেষু কম্পং গতৈঃ।
বারংবারমুদারসীৎকৃতকৃতো দন্তচ্ছদান্ পীড়য়ন্
প্রায়ঃ শৈশির এষ সম্প্রতি মরুৎ কান্তাসু কান্তায়তে ॥

হেমন্ত-স্তব

হেমন্তকে রম্য করে নানাবিধ উপচার ঃ—
দুগ্ধ, দধি, গব্য ঘৃতে পরিপাটি দিবাহার,
কান্তা সনে নিশিবাস সুশীতল গৃহমাঝে।
কুঙ্কুমে প্রলিপ্ত তনু, শুচিবেশ মনোহর,
তাম্বূলের রক্ত রসে লোভনীয় লোলাধর,
আশ্লেষের আবাহন কুচে ও জঘনে রাজে ॥৪৩

শীতের চাপল্য

রসিকপ্রবর শিশির সমীর সুখে
চুমে নারীর পাটল কপোল বেগে ;
অলক নাড়ায়, ফুঁ দেয় কমল মুখে,—
নিচোল খসে তুহিন পরশ লেগে।
শিহর জাগে উঁচল কুচের চূড়ায়,
নূপুর কাঁদে, কাঁচুলী দোল খায় ;
চিকন বসন ছোঁয় কি না ছোঁয় ভূতল পাগল পারা ;
জঘন কটি তুরু তুরু—পবন হেসেই সারা ॥৪৪

শীতকেলি

শীত-বায়ু বালিকার করে কেশাকর্ষণ,
কান্তের মতো চোখে খালি চুমো বর্ষণ।
বস্ত্র-যে আলুথালু—কোথা গেলো শিঙ্গার !
কম্পিত তনুতটে পুলকের সঞ্চার ॥
ঠোঁট ফাঁক ফুৎকারে—দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ ;
চঞ্চল পবনের প্রাণে আজি হর্ষণ ॥৪৫

॥ ৪৬ ॥

প্রোদ্যৎপ্রৌঢ়প্রিয়ঙ্গুদ্যুতিভৃতি বিদলৎকুন্দমাদ্যদ্বিরেফে
কালে প্রালেয়বাতপ্রচলবিকসিতোদ্দামমন্দারদাম্নি ।
যেষাং নো কণ্ঠলগ্না ক্ষণনপি তুহিনক্ষোদরক্ষা মৃগাক্ষী
তেষামায়ামযামা যমসদনসমা নামিনী যাতি যূনাম্ ॥

॥ ৪৭ ॥

সুধাময়োঽপি ক্ষয়রোগশান্ত্যৈ
নাসাগ্রমুক্তাফলকচ্ছলেন ।
অনঙ্গ সঞ্জীবনদৃষ্টিশক্তি
র্মুখামৃতং তে পিবতীব চন্দ্রঃ ॥

॥ ৪৮ ॥

সংসারোদধিনিস্তারপদবী ন দবীয়সী ।
অন্তরা দুস্তরা ন স্যুর্যদি রে মদিরেক্ষণাঃ ॥

শীতের আহ্বান

পৌষ যখনি ডাক দিয়ে যায় মর্ত্ত্যধামের নন্দনে,—
ফুল ফোটাবে প্রিয়ঙ্গু ঠিক তন্বী রামার স্পর্শনে।
কুন্দ কুসুম ভৃঙ্গকে চায়,
মন্দারও যে মাল্য সাজায় ;
ব্যগ্র যেজন হৈম থেকে কান্তকে আজ রক্ষণে,
কণ্ঠভূষণ নাই যদি সে,—যমপুরে নর দিন গোণে !!৪৬

মুক্তাহরণ

পুষ্পশরে সঞ্জীবিত ক'রতে পারে সুধাকর ;
কিন্তু, চিরপূর্ণকলা, ক্ষয়রোগে সে জরজর।
ঔষধ আছে মুক্তাফলে,—
একটি তব নাসায় দোলে ;
তা'ই ফেলে' যে ওষ্ঠসুধা লুট্‌ছে দেখি খালি চোর !!৪৭

তরুণী-তরণী

সংসার-জলধিতে উত্তাল ঊর্মিরা
উন্মনা পুরুষের পরকাল-হরণী ;
বক্ষের বীচিগীতে তন্ময় তন্বীরা
অক্লেশে পারাপার করে প্রেমতরণী !!৪৮

॥ ৪৯ ॥

কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্বতদুর্গমে ।
মা সঞ্চর মনঃ পান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ ॥

॥ ৫০ ॥

রাগস্যাগারমেকং নরকশতমহাদুঃখসম্প্রাপ্তিহেতু
র্মোহস্যোৎপত্তিবীজং জলধরপটলং জ্ঞানতারাধিপস্য
কন্দর্পস্যৈকমিত্রং প্রকটিতবিবিধস্পষ্টদোষপ্রবন্ধং
লোকেঽস্মিন্ন হ্যনর্থব্রজকুলভবনং যৌবনাদন্যদস্তি ॥

॥ ৫১ ॥

শৃঙ্গারদ্রুমনীরদে বিস্মরক্রীড়ারসস্রোতসি
প্রদ্যুম্নপ্রিয়বান্ধবে চতুরতামুক্তাফলোদন্বতি ।
তন্বীনেত্রচকোরপার্বণবিধৌ সৌভাগ্যলক্ষ্মীনিধৌ
ধন্যঃ কোঽপি ন বিক্রিয়াং কলয়তি প্রাপ্তে নবযৌবনে

দেহগিরি

কান্তার অপরূপ কায়ারূপ কান্তারে
দুর্গম গিরি—যেথা চূড়া শোভে দুই স্তন ;
পান্থের হিতকর দেবো এক বার্তা রে,—
তস্কর স্মর সেথা হরে সদা প্রাণ মন ॥৪৯

যৌবন-কানন

সংসারে যৌবন বিপাকের নিধুবন,
মন্মথ প্রভু তা'র—হাতে যার ফুলশর ;
উদ্যানে নির্জন অনুরাগ নিকেতন,
দুঃখের মূলাধার সেথা যম-পরিচর ।
চিত্তের ক্রন্দসী মোহমেঘে সেই ছায় ;
জ্ঞানশশী সুখতারা সহ তাই ঢেকে যায় ॥৫০

যৌবন-ঋতু

যৌবন এলে তন্বী দেহে দোল দিয়ে যায় বসন্ত,
পূর্বরাগের পুঞ্জিত মেঘ ছায় হৃদয়ের দিগন্ত ।
লীলাকেলির বৃষ্টি খালি আকাশ ভেঙে ঝরে,
ছলাকলার মুক্তা ফলে রসের রত্নাকরে ;
নেত্র চকোর পিইছে মুহু চন্দ্রিকারূপ লাবণ্য ।
বিকৃতিহীন চিত্ত তবু যেই পুরুষের—সে ধন্য !!৫১

॥ ৫২ ॥

শাস্ত্রজ্ঞোঽপি প্রথিতবিনয়োঽপ্যাত্মবোধোঽপি বাঢ়ং
সংসারেঽস্মিন্ ভবতি বিরলো ভাজনং সদ্গতীনাম্ ।
যেনৈতস্মিন্নিরয়নগরদ্বারমুদ্ঘাটয়ন্তী
বামাক্ষীণাং ভবতি কুটিলা ভ্রূলতা কুঞ্চিকেব ॥

॥ ৫৩ ॥

দ্রষ্টব্যেষু কিমুত্তমং মৃগদৃশাং প্রেমপ্রসন্নং মুখং
ঘ্রাতব্যেষ্বপি কিং তদাস্যপবনঃ শ্রাব্যেষু কিং তদ্বচঃ
কিং স্বাদ্যেষু তদোষ্ঠপল্লবরসঃ স্পর্শেষু কিং তত্তনু-
র্ধ্যেয়ং কিং নবযোবনং সুহৃদয়ৈঃ সর্বত্র তদ্বিভ্রমঃ ॥

॥ ৫৪ ॥

বেশ্যাসৌ মদনজ্বালা রূপেন্ধনসমেধিতা ।
কামিভির্যত্র হূয়ন্তে যৌবনানি ধনানি চ ॥

ভ্রূভঙ্গিমা

সুন্দরীদের বক্র ভুরু যদ্যপি হৃদ্‌রঞ্জিকা,
রৌরবেরি রুদ্ধ তোরণ খুল্‌তে পটু কুঞ্চিকা।
সঞ্চারিণী এই চাবি যে মুগ্ধ নরে টান্‌ছে নিজে,
সংসারে তাই প্রাজ্ঞজনেও প্রেষ্য বানায় বঞ্চিকা ॥৫২

ইন্দ্রিয়োৎসব

লোচনের অতুলন লোভনীয় কী ধরায় ?
মৃগনয়নার মুখ—রাগারুণ যাতে ভায়।
নাসিকার নিরুপম ঘ্রাণ কোথা করে বাস ?
তা'র দেহ-পরিমলে মদালস যে-বাতাস।
শ্রুতির বিনোদ কিসে, রসনা কোথায় বশ ?
বচনের বীণারব,—অধরের সুধারস।
সুজনের কিবা ধ্যান, সব কাজে কারে চাই ?
সেই নবযুবতী-ই,—তা'কে বিনা গতি নাই ॥৫৩

বারনারী

বারনারী জ্বালে কামের আগুন—
দেহরূপ যার ইন্ধন।
আহুতি-যে দেয় কামুক তরুণ
তার নিজ ধন যৌবন ॥৫৪

॥ ৫৫ ॥

কশ্চুম্বতি কুলপুরুষো
বেশ্যাধরপল্লবং মনোজ্ঞমপি।
চারভটচৌরচেটক-
নটবিটনিষ্ঠীবনশরাবম্ ॥

॥ ৫৬ ॥

জাত্যন্ধায় চ দুর্মুখায় চ জরাজীর্ণাখিলাঙ্গায় চ
গ্রামীণায় চ দুষ্কুলায় চ গলৎকুষ্ঠাভিভূতায় চ।
যচ্ছন্তীষু মনোহরং নিজবপুর্লক্ষ্মীলবশ্রদ্ধয়া
পণ্যস্ত্রীষু বিবেককল্পলতিকাশস্ত্রীষু রজ্যেত কঃ

॥ ৫৭ ॥

এতৎ কামফলং লোকে
যদ্দ্বয়োরেকচিত্ততা।
অন্যচিত্তকৃতে কামে
শবয়োরিব সঙ্গমঃ ॥

বারাঙ্গনা

রম্য অধর পুষ্প হেন ভ্রষ্টা নারীর ফুল্লাননে,—
স্বর্ণ শরাব পূর্ণ যেন ন্যক্কারকর নিষ্ঠীবনে !
মাত্‌বে নাকো পুণ্যরতি ভদ্র পুরুষ আস্বাদনে ;
ভক্ত গণি নষ্টমতি বিট বা নট চৌরজনে ॥৫৫

বারবনিতা

পুণ্যাম্বু বিবেকের পুষ্পিত কোবিদার,—
পণ্যরমণী হানে খড়্গ শিকড়ে তা'র।
অন্ধকে দেয় রতি, দুর্বাস-ও চুমে মুখ,
জীর্ণতনুর প্রতি অক্লেশে অবিমুখ ,
গ্রাম্যের রূঢ় ভাষ কর্ণের বিনোদন,
কুষ্ঠীর সহ বাস করবে সে অনুখণ।
লক্ষ্মীর কৃপাকণা লভ্য যেখানে রয়,
নিত্য কুলটা সেথা—সেব্যা সুধীর নয় ॥৫৬

প্রেম ও কাম

যুগ্ম তনুলতায় ফোটে ঐকাত্ম্য ফুল যখন উজল,
মর্ত্যধামেও সুলভ বটে প্রেমসুরভি অমৃতফল।
চিত্তযুগল পৃথক্ থেকে ঘটলে শুধু দেহের মিলন,
কাল কামকীট এঁকেবেঁকে করবে শুধু শব-নিষেবন ॥৫৭

॥ ৫৮ ॥

তাবন্মহত্ত্বং পাণ্ডিত্যং
বিবেকিত্বং কুলীনতা।
যাবজ্জ্বলতি নাঙ্গেষু
হন্ত পঞ্চেষুপাবকঃ ॥

॥ ৫৯ ॥

স্ত্রীমুদ্রাং ঝষকেতনস্য পরমাং সর্বার্থসম্পৎকরীং
যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ
কেচিৎ পঞ্চশিখীকৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে ॥

॥ ৬০ ॥

বিস্তারিতং মকরকেতনধীবরেণ
স্ত্রীসংজ্ঞিতং বড়িশমত্র ভবাম্বুরাশৌ।
তেনাচিরাত্তদধরামিষলোলমর্ত্য-
মৎস্যান্ বিকৃষ্য স পচত্যনুরাগবহ্নৌ ॥

॥ ৬১ ॥

উন্মত্তপ্রেমসংরম্ভাদারভন্তে যদঙ্গনাঃ।
তত্র প্রত্যূহমাধাতুং ব্রহ্মাপি খলু কাতরঃ।

কামানল

দেহ মনে জ্বলে যবে হুতাশন কামনার।
কুল শীল বিবেকিতা জ্ঞান পুড়ে' ছারখার ॥৫৮

মদন ও মদনিকা

মৎস্যকেতন পুষ্পধনু পৃথ্বীপতি শক্তিধর,
মুক্তিগেহের মুদ্রা-যে তা'র মঞ্জু নারীর ওষ্ঠাধর।
স্বর্গসুখের মিথ্যা আশে
মূর্খ'রা তায় মন্দ ভাষে ;
ক্রুদ্ধ রাজা নিন্দাবাদীর কাউকে করে পঞ্চশিখ,
মুণ্ডিতশির নগ্ন দেহ,—কেউ বা জটিল কাপালিক ॥৫৯

কাম-কৈবর্ত

সংসার তোয়ধির ধীবর যে মীনকেতু,
ঠোঁট-টোপ পরায় সে অঙ্গনা বড়্‌শিতে ;
মৎস্য পুরুষগণ ধরা পড়ে লোভ হেতু,
তারপর পুড়ে' মরে প্রেমরূপ বহ্নিতে ॥৬০

প্রেম বন্যা

অঙ্গনার যদি চিতে
উদ্বেল প্রেমাম্বু বয় ;
বিঘ্ন তা'র ঘটাইতে
ব্রহ্মা-ই সমর্থ নয় ॥৬১

॥ ৬২ ॥

প্রণয়মধুরাঃ প্রেমোদ্গাঢ়া রসাদলসাস্তথা
ভণিতমধুরা মুগ্ধপ্রায়াঃ প্রকাশিতসম্মদাঃ ।
প্রকৃতিসুভগা বিশ্রম্ভার্হাঃ স্মরোদয়দায়িনো
রহসি কিমপি স্বৈরালাপা হরন্তি মৃগীদৃশাম্ ॥

॥ ৬৩ ॥

মালতী শিরসি জৃম্ভণোন্মুখী
চন্দনং বপুষি কুঙ্কুমাবিলম্ ।
বক্ষসি প্রিয়তমা মনোহরা
স্বর্গ এষ পরিশিষ্ট আগতঃ ॥

॥ ৬৪ ॥

কুঙ্কুমপঙ্ককলঙ্কিতদেহা
গৌরপয়োধরকম্পিতহারা ।
নূপুরহংসরণৎপদপদ্মা
কং ন বশং কুরুতে ভুবি রামা ॥

সর্বহর

প্রেমকথা সুমদির—উচ্ছ্বাসে ঢলঢল,
মর্মের সরসীর রসঘন যেন জল ;
গুঞ্জন লাজধীর—অস্ফুট সুললিত,
চঞ্চল চাতুরীর মঞ্জুল কলগীত ;
নিভৃতে প্রণয়ীর প্রস্ফুটি' মোহাভাস,
সব হরে প্রেয়সীর স্মরজয় স্মিতভাষ ॥৬২

স্বর্গসুখ

আধোফোটা মালতীর মালা পরি' শিরে,
তনু লেপি' মলয়জে—দু'হাত আবীরে,
মনোরমা তরুণীকে বাঁধে নিজ বুকে,—
মরত-নিলয়ে থাকে অমরার সুখে ॥৬৩

মোহিনী

দীপ্ত দেহে কুঙ্কুমের পঙ্ক রাজে,
গৌর কুচে কম্প্রাকুল রত্নহার ;
পদ্ম পদে হংসরবে শিঞ্জা বাজে,—
বিশ্ব নরে মুগ্ধ করে কান্তি তা'র ॥৬৪

॥ ৬৫ ॥

নূনং হি তে কবিবরা বিপরীতবোধা
যে নিত্যমাহুরবলা ইতি কামিনীনাম্ ।
যাভির্বিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
শক্রাদয়োঽপি বিজিতা অবলাঃ কথং তাঃ ॥

॥ ৬৬ ॥

দিশ বনহরিণীভ্যো বংশকাণ্ডচ্ছবীনাং
কবলমুপলকোটিচ্ছিন্নমূলং কুশানাম্ ।
শুকযুবতিকপোলাপাণ্ডুতাম্বূলবল্লী
দলমরুণনখাগ্রৈঃ পাটিতং বা বধূভ্যঃ ॥

॥ ৬৭ ॥

উন্নতঃ স্তনভার এষ তরলে নেত্রে চলে ভ্রূলতে
রাগাধিষ্ঠিতমোষ্ঠপল্লবমিদং কুর্বন্তু নাম ব্যথাম্ ।
সৌভাগ্যাক্ষরপঙ্‌ক্তিকেব লিখিতা পুষ্পায়ুধেন স্বয়ং
মধ্যস্থাপি করোতি তাপনমধিকং রোমাবলী কেন সা ॥

অবলা

প্রখ্যাত সুধীদের বুদ্ধি কি নাই ঘটে,—
আখ্যা দিলেন যাঁরা শক্তিকে "অবলা" ?
ইন্দ্রাদি দেবগণ অঙ্গনা-পদে লোটে—
বিস্ময়কর তারি দৃষ্টির ছলাকলা ॥৬৫

তাম্বুল

কচি কুশতৃণ যেন সুকোমল বেণু-মূল,—
শাণিত উপল দিয়ে কাটিতে ক'রোনা ভুল ;
তাই দিয়ো স্নেহভরে বনহরিণীর মুখে।
দেখোনি কানন মাঝে শুক যুবতীর গাল ?
পানের পাতা-ও জেনো শ্যামলে লুকোনো লাল ;
নখে কাটি' প্রাণভরে খেয়ো প্রিয়াসনে সুখে ॥৬৬

রোমরাজি

চঞ্চল আঁখিতারা, উদ্ধত স্তনভার,
বঙ্কিম ভুরুলতা, রক্ত অধর আর—
চিত্তের ব্যথাকর কান্তার এ সকলি।
তন্বীর নাভি বটে মধ্যম-সুগভীর,
বেষ্টন করে তায় কৃষ্ণ মদনতীর ;
সন্তাপ দেয় তাই সবচেয়ে রোমাবলী ॥৬৭

॥ ৬৮ ॥

জল্পন্তি সার্ধমন্যেন
পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমাঃ।
হৃদয়ে চিন্তয়ন্ত্যন্যং
প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতাম্ ॥

॥ ৬৯ ॥

স্বপরপ্রতারকোঽসৌ নিন্দতি
যোঽলীকপণ্ডিতো যুবতীঃ।
যস্মাত্তপসোঽপি ফলং স্বর্গঃ
স্বর্গেঽপি চাপ্সরসঃ ॥

॥ ৭০ ॥

বিশ্রম্য বিশ্রম্য বনে দ্রুমাণাং
ছায়াসু তন্বী বিচচার কাচিৎ।
স্তনোত্তরীয়েণ করোদ্ধৃতেন
নিবারয়ন্তী শশিনো ময়ূখান্ ॥
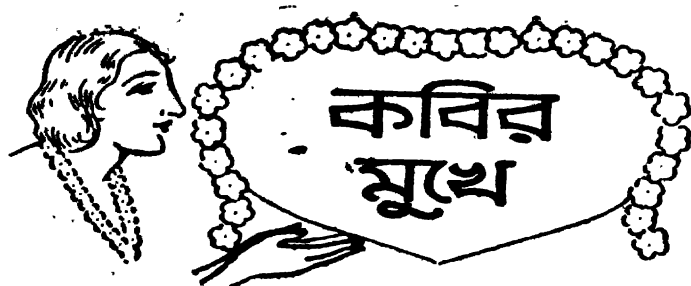
প্রিয়হীনা

বাক্যালাপে মত্ত যবে একজনেরি সঙ্গে নারী ;
দৃষ্টি চলে ভিন্ন পথে—অন্য পুরুষ লক্ষ্য তারি ;
অন্তরেতে সেই সময় ভাব্‌ছে যারে—এ দুই নয় ;
সংস'রেতে কান্ত কেবা অঙ্গনাদের—বুঝ্‌তে নারি !৬৮

প্রতারক

পঞ্চমুখে সুন্দরীদের নিন্দা করে কুপণ্ডিত,
অন্য সনে আপ্‌নাকেও ক'রছে সে তো প্রবঞ্চিত ঃ
ভণ্ড সাধু স্বর্গ আশে মগ্ন থাকে তপস্যাতে ;
স্বর্গলোভের মুখ্য হেতু—অপ্সরালাভ ঘ্‌টবে তা'তে !!৬৯

চন্দ্রভীতা

বিশ্রাম করি' করি' তরুর ছায়ায়
উত্থানে পাদচারে রত বালা রাতে।
বক্ষের আবরণী চাপি' দুই হাতে
চন্দ্রের শিখা হ'তে হৃদয় বাঁচায় ॥৭০

॥ ৭১ ॥

অদর্শনে দর্শনমাত্রকামা
দৃষ্ট্বা পরিষ্বঙ্গরসৈকলোলাঃ ।
আলিঙ্গিতায়াং পুনরায়তাক্ষ্যা-
মাশাস্মহে বিগ্রহয়োরভেদম ॥

॥ ৭২ ॥

উরসি নিপতিতানাং স্রস্তধম্মিল্লকানাং
মুকুলিতনয়নানাং কিঞ্চিদুন্মীলিতানাম্ ।
সুরতজনিতখেদস্বিন্নগণ্ডস্থলানা
মধরমধু বধূনাং ভাগাবন্তঃ পিবন্তি ॥

॥ ৭৩ ॥

কিং গতেন যদি সা ন জীবতি
প্রাণিতি প্রিয়তমা তথাপি কিম্ ।
ইত্যুদীর্য নবমেঘমালিকাং
ন প্রয়াতি পথিকঃ স্বমন্দিরম্ ॥

অতৃপ্তি

দেখে নাই যে ধনীকে,—কভু পেলে দেখা তা'র
নিরখয় অনিমিখে, পরশ করিতে ধায়।
অধরা দিলো সে ধরা,—শেষ নাই বাসনার ;
নিলাজ তনুর ত্বরা বিভেদ ঘোচা'তে চায় ।৭১

ভাগ্যবান্

হৃদয় 'পরে উরোজ লোটে, আলুথালু চিকুররাশি ;
লোচন কলি ঈষৎ ফোটে—লুকোচুরি খেলেই হাসি ;
কেলির শেষে কপোল মাঝে ক্লেশবারির লহর রাজে।
সেই-সে বধূর অধর-মধু পান করে যে পরাণবঁধু,—
এক লহমায় কপাল পূরায় তা'র সমুদয় অভিলাষ-ই ।৭২

সংশয়ী

মেঘমালা হেরি' গগনের কোণে
প্রবাসী বিরহী ভাবে মনে মনে :—
"মরণে বরিলে বিয়োগকাতরা,
কী ফল ভবনে ফিরে' গিয়ে ত্বরা ?
যদি তা'র বুকে ক্লেশ নাহি জাগে,
মোর দরশন সে কি আজ মাগে ?"
এই রূপে দুলি' দ্বিধার দোলায়,
আপনার ঘরে ফিরে' নাহি যায় ॥৭৩

॥ ৭৪ ॥

আমীলিতনয়নানাং
তৎসুরতরসো নু সংবিদং কুরুতে।
মিথুনৈ র্মিথোঽবধারিত-
মবিতথমিদমেব কামনির্বহণম্ ॥

॥ ৭৫ ॥

প্রাঙ্ মা মেতি মনাগমানিতগুণং জাতাভিলাষং ততঃ
সব্রীড়ং তদনু শ্লথীকৃততনু প্রত্যস্তধৈর্যং পুনঃ।
প্রেমার্দ্রং স্পৃহণীয়নির্ভররহঃক্রীড়াপ্রগল্‌ভং ততো
নিঃশঙ্কাঙ্গবিকর্ষণাধিকসুখং রম্যং কুলস্ত্রীরতম্ ॥

॥ ৭৬ ॥

তাবদেবামৃতময়ী
যাবল্লোচনগোচরা।
চক্ষুঃপথাদপেতা তু
বিষাদপ্যতিরিচ্যতে ॥

কর্ম ও ফল

পূর্বরাগের কর্ম সফল
দ্বৈত মিলন সমাপনে।
সত্যনিষ্ঠ যেথায় যুগল,
নেত্র দীপ্তি সেথায় উজ্জল ;
খিন্ন হাসি দেয় প্রকাশি'
অস্ফুট বাক সহ মনে ॥৭৪

কুলবধূ

ব'লবে প্রথম—"না না" নারী, মুখ ফেরাবে তক্ষণি ;
মূর্খ প্রেমিক ভাবে—তারি অন্তরে নাই প্রেমখনি।
কিন্তু ক্রমে জাগ্‌বে ধীরে বাঞ্ছাশাবক বক্ষোনীড়ে,
লজ্জাশিথিল তা'র শরীরে খুল্‌বে দ্বিধার বন্ধনী।
জ্বাল্‌বে প্রেমের স্নিগ্ধ বাতি, কান্তে খোঁজে আঁতিপাতি ;
কাট্‌বে কেলি ক্রীড়ায় রাতি—মূর্ত সুখের নন্দন-ই।
কুলকামিনী ধরায় জানি নিত্য পীযূষ-স্যন্দনী ॥৭৫

বিষামৃত

আঁখির সমুখে রয় যখন রমণী,
মনে হয় ঠিক যেন সুধার সরসী।
নয়নের আগোচর সেই-সে যেমনি,
কোথাও না পাই হেন গরল কলসী !৭৬

॥ ৭৭ ॥

স গম্যো মন্ত্রানাং ন চ ভবতি ভৈষজ্যবিষয়ো
ন চাপি প্রধ্বংসং ব্রজতি বিবিধৈঃ শান্তিশতকৈঃ
ভ্রমাবেশাদঙ্গে কিমপি বিদধদ্ভঙ্গমসমং
স্মরাপস্মারোঽয়ং ভ্রময়তি দৃশং ঘূর্ণয়তি চ ॥

॥ ৭৮ ॥

নূনমাজ্ঞাকরস্তস্যাঃ সুভ্রুবো মকরধ্বজঃ
যতস্তন্নেত্রসঞ্চারসূচিতেষু প্রবর্ততে ॥

॥ ৭৯ ॥

সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ
সৎসু তারারবীন্দুষু ।
বিনা মে মৃগশাবাক্ষ্যা
তমোভূতমিদং জগৎ ॥

॥ ৮০ ॥

মুখেন চন্দ্রকান্তেন
মহানীলৈঃ শিরোরুহৈঃ ।
পাণিভ্যাং পদ্মরাগাভ্যাং
রেজে রত্নময়ীব সা ॥

স্মর-অপস্মার

'সন্ন্যাস' ব্যাধি আনে মন্মথ-শরাঘাত,
মন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকে যায়না সে উৎপাত।
শান্তির প্রকরণও সব হ'লো ফলহীন ;
যন্ত্রণা সারা দেহে—মাথা ঘোরে নিশিদিন ॥৭৭

তন্বীদাস

আজ কই ছুখে—
তন্বী বালার
ভৃত্য-যে কাম,—
সন্দেহ নাই।
কান্তের বুকে
ইঙ্গিতে তা'র
তাই অবিরাম
শর হানে, ভাই !৭৮

আলোর রূপ

মৃগনয়না ই বুঝি জগতের সেরা আলো !
আছে দীপ হুতাশন-ও, নভে তারা শশধর ;
গ্রহদের শিরোমণি আজো ভায় দিবাকর ;
তা'র অভাবে তবু হায় চারদিকে শুধু কালো !!৭৯

রত্নময়ী

চন্দ্রকান্ত মণি মুখে,
কুন্তলে-যে ইন্দ্রনীলা ;
পদ্মরাগ হস্তযুগে,—
রত্নময়ী কে সৃজিলা !৮০

॥ ৮১ ॥

গুরুণা স্তনভারেণ
মুখচন্দ্রেণ ভাস্বতা ।
শনৈশ্চরাভ্যাং পাদাভ্যাং
রেজে গ্রহময়ীব সা ॥

॥ ৮২ ॥

মুগ্ধে ধানুষ্কতা কেয়মপূর্বা দৃশ্যতে ত্বয়ি ।
যদা বিধ্যসি চেতাংসি গুণৈরেব ন সায়কৈঃ ॥

॥ ৮৩ ॥

একো রাগিষু রাজতে প্রিয়তমাদেহার্ধহারী হরো
নীরাগেষ্বপি যো বিমুক্তললনাসঙ্গো ন যস্মাৎ পরঃ ।
দুর্বারস্মরবাণপন্নগবিষজ্বালাবলীঢো জনঃ
শেষঃ কামবিড়ম্বিতো ন বিষয়ান্ ভোক্তুং চ মোক্তুং ক্ষমঃ ॥

গ্রহবতী

গুরু কুচে কেবা থাকে ?
গুরু-নামে গ্রহবর ;
চারু মুখে নারী রাখে
ভাস্বর সুধাকর ।
পাদযুগ মৃদু গতি,—
শনৈশ্চর বলি তায় ;
ঠিক যেন গ্রহবতী,
কতো গ্রহ দেহে ভায় !৮১

মায়াধনু

মায়াকুশল সুতন্বী যেই
ভুরুর ধনুক বাঁকায় হেসে ;
সায়কে নয়—কেবল গুণেই
নায়ক-হৃদয় ভেদ করে সে !৮২

যোগী ও ভোগী

স্মরারি শিব মহাযোগী, আকাঙ্ক্ষালেশ ছোঁয়না তাঁরে
অনুরাগে তিনিই ভোগী, দেহার্ধ দেন্ প্রাণ-প্রিয়ারে ।
অন্য পুরুষ নিত্য কামুক,
দংশে তা'রে বাণ বায়ুভুক্ ;
তাইতো বিষয়-সঞ্জাত সুখ ভুঞ্জিতে বা ছাড়্তে নারে ॥৮৩

॥ ৮৪ ॥

ইদমনুচিতমক্রমশ্চ পুংসাং
যদিহ জরাস্বপি মান্মথা বিকারাঃ।
যদপি চ ন কৃতং নিতম্বিনীনাং
স্তনপতনাবধি জীবিতং রতং বা ॥

॥ ৮৫ ॥

ব্যাদীর্ঘেণ চলেন বক্রগতিনা তেজস্বিনা ভোগিনা
নীলাব্জদ্যুতিনাহিনা বরমহং দৃষ্টো ন তচ্চক্ষুষা।
দষ্টে সন্তি চিকিৎসকা দিশি দিশি প্রায়েণ ধর্মার্থিনো
মুগ্ধাক্ষীক্ষণবীক্ষিতস্য ন হি মে মন্ত্রো নবাপ্যৌষধম্ ॥

॥ ৮৬ ॥

অপসর সখে দূরাদস্মাৎ কটাক্ষবিষানলাৎ
প্রকৃতিবিষমাদ্যোষিৎসর্পাদ্বিলাসফণাভৃতঃ।
ইতরফণিনা দষ্টঃ শক্যশ্চিকিৎসিতুমৌষধৈ-
শ্চটুলবণিতাভোগিগ্রস্তং ত্যজন্তি হি মন্ত্রিণঃ

যথাকাল

যৌবনে যদি নারী নাহি ভজে কামনা,
বৃদ্ধ পুরুষ যদি পোষে কাম-বাসনা ;
দুই পথ বিপরীত—সমভাবে অনুচিত,
নাই তা'তে জগতের শুভ সুখ সাধনা ॥৮৪

কালকূট

হিংস্র বটে কালনাগিনী ত্রস্ত কুটিল গতি,
কিন্তু অধিক শঙ্কা করি তন্বী-নয়নপাতে ;
সর্পবিষের মন্ত্র আছে, বৈদ্য নিপুণ অতি ;
মন্ত্র-ভেষজ যুঝ্‌তে নারে দৃষ্টিকূটের সাথে ॥৮৫

কৃষ্ণসর্পী

দূরে সরো, সখা ওরে, করাল গরল থেকে ;
বিলাসের ফণা ধরে নারীদিঠি এঁকেবেঁকে।
আশীবিষ-হলাহল অতীব ভীষণ মানি,
নাশে তবু রোজাদল কবিরাজ তায় জানি।
চটুল বনিতা ভোগী চুমে যদি অভাগায়,
ওঝারা হেরিয়া রোগী বলে—"ও তো যায় যায়" ॥৮৬

৮৭

বিরহোঽপি সঙ্গমঃ খলু
পরস্পরং সঙ্গতং মনো যেষাম্
যদ্ধৃদয়বিঘটিতঃ সঙ্গমোঽপি
বিরহং বিশেষয়ন্তি ॥

৮৮

যস্যাঃ স্তনৌ যদি ঘনৌ জঘনং বিহারি
বক্ত্রং চ চারু তব চিত্ত কিমাকুলত্বম্ ।
পুণ্যং কুরুষ্ব যদি তেষু তবাস্তি বাঞ্ছা
পুণ্যৈ বিনা ন হি ভবন্তি সমীহিতার্থাঃ ॥

৮৯

ইমে তারুণ্যশ্রীনবপরিমলাঃ প্রৌঢ়সুরত-
প্রতাপপ্রারম্ভাঃ স্মরবিজয়দানপ্রতিভুবঃ ।
চিরং চেতশ্চৌরা অভিনববিলাসৈকগুরবো
বিলাসব্যাপারাঃ কিমপি বিজয়ন্তে মৃগদৃশাম্ ॥

বিরহ মিলন

অলখ সুতো যাদের হৃদয় মিলন-সুখে বাঁধে,
বিয়োগ তাদের বিরহ নয়,—পরাণ নাহি কাঁদে।
যাদের হাতের প্রণয়-রাখী শুধু কুসুম-ডোর,
দেহের মিলন-মাঝেও থাকি' হিয়ায় বিষাদলোর ॥৮৭

তীর্থঙ্কর

তন্বী রামার মুখমাধুরী, পীন জঘনের পুষ্কলতা,
বক্ষোযুগের কান্তি হেরি', চিত্ত, তোমার বিহ্বলতা।
ভুঞ্জিবারে বাঞ্ছা যদি, পুণ্য করো নিত্য তবে ;
পুণ্য বিনা পূর্ণ হ'লো কা'র কামনা বিশ্বে কবে ॥৮৮

বিলাসবল

কস্তুর-সুরভিত যৌবন-পরিমল,
প্রৌঢ় লীলায় কৃত মন্মথ-কলকল,
মৃগলোচনার চির-নবীন বিলাস,
মদনবিজয়ী চারু পুলক-সুহাস,
উন্মথি' প্রিয়চিত সংঘোষে নিজ বল ॥৮৯

॥ ৯০ ॥

আবাসঃ ক্রিয়তাং গাঙ্গে
পাপহারিণি বারিণি ।
স্তনদ্বয়ে তরুণ্যা বা
মনোহারিণি হারিণি ॥

॥ ৯২ ॥

কেশাঃ সংযমিনঃ শ্রুতেরপি পরং পারং গতে লোচনে
চান্তর্বক্ত্রমপি স্বভাবশুচিভিঃ কীর্ণং দ্বিজানাং গণৈঃ ।
মুক্তানাং সততাধিবাসরুচিরং বক্ষোজকুম্ভদ্বয়ং
চেত্থং তন্বি বপুঃ প্রশান্তমপি তে ক্ষোভং করোত্যেব নঃ ॥

॥ ৯২ ॥

প্রিয়পুরতো যুবতীনাং
তাবৎ পদমাতনোতু হৃদি মানঃ ।
ভবতি ন যাবচ্চন্দন-
তরুসুরভি নির্মলঃ পবনঃ ॥

শান্তিবাণী

শান্তি শিবির দুই বিদিত—
জাহ্নবীনীর পাপহর ;
আর তরুণীর হারভূষিত
স্নিগ্ধ রুচির পয়োধর ॥৯০

শমশমী

সংযত তব কুন্তলদল—সংযমীরাই সেবক যার,
কর্ণললাম নেত্রযুগল অক্লেশে যায় শ্রুতির পার।
বক্ত্র বিবরে দশনের রুচি,—
সঞ্চরে সেথা যেন দ্বিজ শুচি ;
বক্ষোজ-কোলে মুকুতার হাসি,—
মুক্তি লভিছে তা'র অধিবাসী ;
তন্বি, তোমার রম্য শীতল অঙ্গে শমের সারাৎসার !
নিত্য নরের চিত্ত বিভল ক'রছে তবু—চমৎকার !!৯১

চন্দন সমীর

নির্মল বায়ু চন্দনাসার
হয়না যাবৎ আগুয়ান,—
কান্ত এলে-ও অঙ্গনা তা'র
মর্মে রাখুক্ তবু মান ।৯৫

॥ ৯৩ ॥

শ্রুতিবচনমনল্পং ভাষতে কিংবিপশ্চিদ্
গণয়তি পুরষার্থং বিঘ্নিতং স্ত্রীবিলাসৈঃ।
হৃদি তু তরলিতাক্ষীং ধ্যায়তি স্বপ্নদীনো
লপতি ভুজলতেপ্সুঃ কিঙ্করস্তে কৃতার্থঃ ॥

॥ ৯৪ ॥

কৃশঃ কাণঃ খঞ্জঃ শ্রবণরহিতঃ পুচ্ছবিকলো
ব্রণী পূযক্লিন্নঃ কৃমিকুলশতৈরাবৃততনুঃ।
ক্ষুধা ক্ষামো জীর্ণঃ পিঠরককপালার্পিতগলঃ
শুনীমন্বেতি শ্বা হতমপি নিহন্ত্যেব মদনঃ ॥

॥ ৯৫ ॥

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং ভুঞ্জন্তি যে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্ বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্ ॥

শুক-সন্দেশ

শাস্ত্রের বুলি জপে পণ্ডিত শুকপাখী
"মুক্তির হানিকর অঙ্গনা সহ বাস!"
চক্ষুতে ঘুম নেই—ধ্যান তন্বীর আঁখি;
বন্ধনলোভে কয়—"ধন্য এ তব দাস!!৯৩

রিরংসা

জীর্ণদেহ দৃষ্টিহীন খঞ্জ ও বধির,
লক্ষ কীটে পূর্ণ যার ক্লেদাক্ত শরীর,—
বৃদ্ধ সারমেয় ধায় কুক্কুরীর পানে;
মন্মথ মৃতের বুকে মারণাস্ত্র হানে ॥৯৪

ইন্দ্রিয়জিত

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সব পর্ণাহারী মহর্ষি দল
পদ্মাননায় যেইনা দেখা—তা'র পায়ে দেয় তপস্যাফল
দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-যোগে
অন্নাদি যার লাগে ভোগে,—
লঙ্ঘিবে সে ইন্দ্রিয়পাশ,—বিন্ধ্য যবে সমুদ্রজল ॥৯৫

॥ ৯৬ ॥

অজিতাত্মসু সংবদ্ধঃ
সমাধিকৃতচাপলঃ।
ভুজঙ্গকুটিলঃ স্তব্ধো
ভ্রূবিক্ষেপঃ খলায়তে ॥

॥ ৯৭ ॥

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং
হৃদি হালাহলমেব কেবলম্।
অত এব নিপীয়তেঽধরো
হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে ॥

॥ ৯৮ ॥

আবর্তঃ সংশয়ানামবিনয়ভবনং পত্তনং সাহসানাং
দোষাণাং সন্নিধানং কপটশতময়ং ক্ষেত্রমপ্রত্যয়ানাম্।
স্বর্গদ্বারস্য বিঘ্নো নরকপুরমুখং সর্বমায়াকরণ্ডং
স্ত্রীযন্ত্রং কেন সৃষ্টং বিষমমৃতময়ং প্রাণিনামেকপাশঃ ॥

সমানধর্ম্মা

বাহ্য শোভায় লক্ষ্য সদাই,
মর্মে ঢালে কাল গরল ;
সর্পলীলায় দক্ষ দু'ভাই—
লাস্যদিঠি এবং খল ॥৯৬

যথাযোগ্য

রমণীর মুখে ঝরে ত্রিদিব-সুলভ সুধা,
মরমেতে পেলো ঠাঁই গরল ভীষণ ;
চুমি' তা'র লোলাধরে পুরুষ মিটায় ক্ষুধা,
দৃঢ় হাতে করে তাই উরস-দলন ॥ ৯৭

ভয়ঙ্করী

সন্দেহ-মরীচিকা, ব্যভিচার-পত্তন,
উদ্ধত পীন চূড়া, লাজহীন স্তম্ভ ;
মিথ্যা সুখের গুহা—পরিণাম ধ্বংসন,
মূর্ত্ত-যে নরকের দূতরূপে দম্ভ।
অন্তরে কালকূট, সুধাময় বাহ্য ;
স্রষ্টার মায়াযূপ—পুরুষের ত্যাজ্য ॥ ৯৮

॥ ৯৯ ॥

সত্যেহে ন শশাঙ্ক এষ বদনী-

ভূতো নবেন্দীবর-

দ্বন্দ্বে লোচনতাং গতে ন কনকৈ-

রপ্যঙ্গযষ্টিঃ কৃতা ।

কিন্ত্বেবং কবিভিঃ প্রতারিতমনা-

স্তত্ত্বং বিজানন্নপি

ত্বঙ্‌মাংসাস্থিময়ং বপু র্মৃগদৃশাং

মন্দো জনঃ সেবতে ॥

॥ ১০০ ॥

স্মৃতা ভবতি পাপায়

দৃষ্টা চোন্মাদকারিণী ।

স্পৃষ্টা ভবতি মোহায়

সা নাম দয়িতা কথম্ ॥

—সমাপ্তমিদং শৃঙ্গারশতকম্—

ছলনা

সত্যি কথা বল্‌বো, ভ্রাতঃ,—

আস্তে কোথায় জ্যোৎস্নারাশি ?

নেত্রযুগে দেখ্‌ছিনা তো

নীল কমলের স্নিগ্ধ হাসি।

অঙ্গ-লতা তৈরি সোনায়

মুগ্ধ কবি মিথ্যা-ই গায় ;

অস্থি, ত্বক্‌ ও মাংসে গড়া

অঙ্গনার-ও গাত্র বটে ;

তাই জেনেও, হায়, মূঢ়রা

অচিতে তায় নিত্য জোটে ॥৯৯

প্রিয়া ?

পঙ্কিল যার স্মরণের রেশ,

দর্শনে মাতে পুরুষের হিয়া ,

স্পর্শ জাগায় দেহে মোহাবেশ,—

তা'র নাম তবু রাখো প্রাণপ্রিয়া ?১০০

—শৃঙ্গারশতক সমাপ্ত—